বাবুরের মহত্ত্ব

কালিদাস রায়

গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন -০১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রচন্ড বন্যায় ডুবে যায় টাঙ্গাইলের ব্যাপক অঞ্চল। অনেকেরই বাড়ি-ঘর ডুবে যায়। নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে অগণিত মানুষ। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এমনি একটা পরিবার নৌকায় চড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে। তীব্র স্রোতের টানে নৌকাটি উল্টে গেলে সবাই সাঁতার কেটে উঠে এলেও জলে ডুবে যায় একটি শিশু। বড় মিয়া নামের এক যুবক এ দৃশ্য দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করেন শিশুটিকে। কূলে উঠে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ডাক্তার এসে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে জানালেন বড় মিয়া আর বেঁচে নেই।

(ক) রণবীর চৌহান কে ছিলেন? ১

(খ) 'বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে'- কেন? ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত বড় মিয়া আবরণে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকটিতে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার একটা বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটলেও সমভাব ধারণ করে না– যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। ৪

উত্তর

(ক) রণবীর চৌহান ছিলেন চিতোরের এক তরুণ যোদ্ধা।

(খ) 'জীবন দেওয়া জীবন নেওয়ার চেয়ে কঠিন'—কারণ জীবন অমূল্য। জীবন একবারই পাওয়া যায়।
অমূল্য সম্পদ জীবন নেওয়া যায় সহজে। রাগে দুঃখে বা ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে যেকোনো মানুষকে হত্যা করে ফেললে জীবন নেওয়া যায়। কিন্তু ক্ষমা, উদারতা, মহত্ত্ব দিয়ে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া কঠিন কাজ। তাছাড়া জীবন সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাই জীবন দেওয়া জীবন নেওয়ার চেয়ে কঠিন বলা হয়েছে।

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত বড় মিয়া একটি মহৎ চরিত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তার ঘটনার সাথে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার দিল্লির রাজপথে হাতির আক্রমণ থেকে শিশুর জীবন বাঁচানোর ঘটনার সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।
কালিদাস রায় রচিত 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় আমরা দেখি, সম্রাট বাবুর ছদ্মবেশ ধারণ করে দিল্লির রাজপথে হাঁটতেন। একদিন রাজপথে একটা পাগলা হাতি মানুষের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। সবাই হাতির ভয়ে ছুটে পালায়। এমন সময় একটি ছোট্ট শিশু পড়ে থাকে রাজপথে। বাবুর সবার নিষেধ অবজ্ঞা করে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুটিকে হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।
উদ্দীপকে আমরা দেখি বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়া নৌকার যাত্রীরা সাঁতরে তীরে উঠে গেলেও একটি শিশু পানিতে ডুবে যায়। ডুবে যাওয়া শিশুটিকে উদ্ধারের জন্য বড় মিয়া নামের এক যুবক, তীব্র স্রোতের মধ্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজের জীবনের মায়া না করে যুবক শিশুটিকে উদ্ধার করে। কিন্তু নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত যুবক বড় মিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অর্থাৎ উদ্দীপক ও বাবুরের মহত্ত্ব কবিতায় আমরা দুজন মানুষের মানবিকতার পরিচয় পাই। মানবিক দৃষ্টিকোণের দিকটিই বড় মিয়ার আবরণে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় ফুটে উঠেছে।

(ঘ) উদ্দীপকটিতে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে তবে পুরো কবিতার ভাব প্রকাশিত হয়নি।
কালিদাস রায় রচিত 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় আমরা দেখি পুরো কবিতা জুড়ে মুঘল সম্রাট বাবুরের কৃতিত্ব, সাফল্য, মহানুভবতা, এসব প্রকাশিত হয়েছে। মুঘলদের বীরত্বের ইতিহাসের সাথে শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর কথাও প্রকাশিত হয়েছে এই কবিতায়। এমনকি ভারতের মাটিতে টিকে থাকতে হলে শুধু ভূমি দখল করলেই চলবে না। এদেশের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে হবে। এমন চিন্তা বাবুরের চেতনায় এসেছে। ফলে মানুষের জন্য ভালোবাসা ও জাতিভেদ প্রথার ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত মানবিকতার নিদর্শন রেখেছেন বাবুর।
অন্যদিকে উদ্দীপকে আমরা বড় মিয়া নামের এক যুবকের মানবীয় চেতনা ও আত্মত্যাগের ঘটনা পাই। সে নিজের জীবন দিয়ে একটি শিশুকে উদ্ধার করে। এভাবে দেখা যায় উদ্দীপকটিতে সমগ্র কবিতার ভাব প্রকাশিত না হয়ে কবিতায় একটি বিশেষ দিক প্রকাশিত হয়েছে। এখানে উদ্দীপকের বড় মিয়া চরিত্রটির মহানুভবতা ও কর্তব্যপরায়ণতার কথা বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার এই বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার সমভাব ধারণ করে না।

প্রশ্ন -০২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রতন চৌধুরী বদমেজাজি মানুষ। এক সময় ডাকাত দলের সর্দার ছিলেন। ডাকাতি করে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছেন। এলাকার মানুষ তাকে ভয় পায়। একবার তিনি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হলেন। লোকজন ভাবল, তারা আর ন্যায় বিচার পাবেন না। কিন্তু ঘটল উল্টো ঘটনা। রতন চৌধুরী মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে লাগলেন। দুঃখি মানুষের খোঁজখবর নিয়ে তাদের সাহায্য করা শুরু করলেন। তিনি স্থির করলেন ভালো কাজ করে নিজের বদনাম ঘোঁচাবেন।

(ক) খানুয়ার প্রান্তর কী? ১

(খ) 'মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর'– কথাটির তাৎপর্য কী? ২

(গ) উদ্দীপকের রতন চৌধুরীর সাথে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার সাদৃশ্য আছে কি? থাকলে তা উপস্থাপন কর। ৩

(ঘ) ভালো কাজ করে নিজের বদনাম ঘোঁচানো আর হিন্দুর-হৃদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন-সমঅর্থবোধক কথা —– বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) খানুয়ার প্রান্তর হচ্ছে আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত যুদ্ধক্ষেত্র।

(খ) ‘মাটির দখল খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর’- কথাটির দ্বারা কালিদাস রায় রচিত ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার মুঘল সম্রাট বাবুরের উপলব্ধির কথা প্রকাশিত হয়েছে।

সম্রাট বাবুর মধ্য এশিয়া থেকে আফগানিস্তানে আসেন। তারপর অনেক চেষ্টার পর ভারত দখল করেন। দিল্লির সিংহাসন দখল করেও বাবুর বুঝতে পারে ভারতের মানুষের হৃদয় জয় করতে পারেননি তিনি। তার কাছে মনে হয় শুধু মাটির দখল নেওয়াই বড় কথা না। অথবা শুধু মাটির দখল নিয়েই সব পাওয়া যায় না, মানুষের হৃদয়ের দখলও নিতে হয়।

(গ) আলোচ্য উদ্দীপকের সাথে আমরা ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার সম্রাট বাবুরের চিন্তার সাদৃশ্য খুঁজে পাই।

উদ্দীপকে আমরা দেখি রতন চৌধুরী নামের একজন ডাকাত। একবার তিনি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হন। অত্যাচারী মানুষ চেয়ারম্যান হওয়ায় সবাই ভাবে তার কাছে কেউ ন্যায়বিচার পাবে না। অথচ তিনি স্থির করেন ভালো কাজ করে বদনাম ঘোচাবেন। এটা তার বোধদয় ঘটার বিষয়।

‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় আমরা দেখি সম্রাট বাবুর যুদ্ধ করে ভারত দখল করে। তিনি দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে লুণ্ঠন অত্যাচার চালিয়ে শুধু ধনবান হতে চাননি। সাধারণ মানুষের অন্তর জয় করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ‘বাবুরের মহত্ত্ব কবিতায় সম্রাট বাবুরের ও উদ্দীপকের রতন চৌধুরীর বোধ ও চিন্তার পরিবর্তনের মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

(ঘ) উদ্দীপকের রতন চৌধুরীর ভালো কাজ করে নিজের বদনাম ঘোচানোর চিন্তা আর ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার হিন্দু-হৃদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন এই দুটি কথা সমার্থক।

উদ্দীপকে আমরা রতন চৌধুরী নামের একজন ডাকাতের অত্যাচারের কাহিনি যেমন পাই, তেমনি ডাকাতির পরে চেয়ারম্যান হয়ে নিজের অপবাদ ঘোচানোর জন্য মানুষের প্রতি তার প্রতিভার কথাও জানতে পারি।

আবার ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় আমরা সম্রাট বাবুরের ভারত জয়ের কাহিনির সাথে ভারতবাসীর জন্য তার হৃদয়ের টানের কথাও জানতে পারি। ভারত মাটির যারা প্রকৃত সন্তান তারা কখনো বাবুরের শাসন মেনে নেবে না; যদি না বাবুর তাদের হৃদয়ের খোঁজ রাখেন। এই সত্য কথাটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বাবুর। তাই মুসলিম হয়েও ভারতের হিন্দুর জন্য তিনি উদার হয়েছেন। জাতি বর্ণের বিভেদ ভুলে সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। নিজে পথে পথে ঘুরেছেন সাধারণের বেশ নিয়ে। হিন্দুদের আচার আচরণ, তাদের জীবনাচার জেনে তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বাবুরের সুনাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও তাঁর নিজের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ভারতের মানুষের কাছে তাকে মহান সম্রাটে পরিণত করেছে। এখানেই উদ্দীপকের উক্তিটি ও ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার লাইনটি সমার্থবোধক।

প্রশ্ন -০৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রানা স্কুলে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল একটা ছেলে রাস্তার পাশে ডোবায় পড়ে গেছে। ছেলেটি সাঁতার জানে না। পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার অবস্থা। রানা দ্রুত স্কুল ব্যাগ রেখে পানিতে লাফিয়ে পড়ল। ডোবার নোংরা পানি থেকে ছেলেটিকে উদ্ধার করল সে। এ সময়ের মধ্যে লোকজন জড়ো হলো। কেউ কেউ বলল, বস্তির ছেলের জন্য ডোবায় লাফ দিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করার কি দরকার ছিল?

(ক) পানিপথ কী? ১

(খ) ‘ফেলে দিয়ে ওরে এখন করগে স্নান’– এই কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা ও রানা চরিত্রের সাথে তোমার পঠিত ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকটি আলোচনা কর। ৩

(ঘ) ‘সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’ কথাটি উদ্দীপক ও ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) দিল্লির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ একটি যুদ্ধক্ষেত্রের নাম পানিপথ।

(খ) ‘ফেলে দিয়ে ওরে এখন করগে স্নান’- এই কথাটির মধ্য দিয়ে জাতিভেদে বিভক্ত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় আমরা দেখি সম্রাট বাবুর একজন মেথরের ছেলেকে পাগল হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচায়। এই দেখে উপস্থিত জনতা তাকে একথা বলেছিল। মেথর সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ। তার সামাজিক মর্যাদা নেই। তাকে স্পর্শ করলে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। এমন চিন্তা থেকে বলা হয়েছে যে, মেথরের ছেলেকে ফেলে দিয়ে স্নান করতে হবে। এখানে স্নানের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(গ) উদ্দীপকের ঘটনা ও রানা চরিত্রটির সাথে ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় বাবুর চরিত্র ও শিশুকে বাঁচানোর ঘটনার প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখি রানা স্কুলে যাওয়ার পথে পানিতে ডুবে থাকা একটি ছেলেকে উদ্ধার করে। লোকজন বলে বস্তির ছেলেকে বাঁচাতে নোংরা ডোবায় নামার কি প্রয়োজন ছিল। এটা একদিকে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ চেতনাকে যেমন প্রকাশ করে তেমনি মানবিকতা বোধের পরিচয় দেয়।

‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতাতেও আমরা এমন ঘটনা দেখি। বাবুর মেথরের ছেলেকে রাজপথে একটি হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচায়। লোকজনের অবজ্ঞা, অবহেলা ও তিরস্কার উপেক্ষা করে বাবুরের এমন কাজ মানবিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানেও শ্রেণি বিভক্ত সমাজ চিন্তা ও মানবিকতা উভয় বোধ প্রকাশিত।

অতএব আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপক ও বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার চরিত্র ও ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই”- চণ্ডিদাসের এ কথাটির মধ্য দিয়ে মানবিক মূল্যবোধের অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে।

মানুষ সবাই সমান। মানুষই সৃষ্টির সেরা। কিন্তু শ্রেণি বিভক্ত সমাজ মাঝে মাঝে এই সত্য ভুলে যায়। তাই আমরা দেখি মানুষ বস্তির ছেলে বা মেথরের ছেলেকে সাধারণ ভাবে স্বীকৃতি দেয় না।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, রানা স্কুলে যাওয়ার পথে পানিতে ডুবতে থাকা বস্তির একটি ছেলেকে বাঁচায়। কিন্তু স্থানীয় মানুষ এই কাজে প্রশংসা না করে ধিক্কার দেয়। আবার ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় আমরা দেখি সম্রাট বাবুর একটি মেথরের ছেলেকে হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচালে মানুষ তাকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে শ্রেণিভেদ প্রথার ফলে সৃষ্ট সংকীর্ণতার জয় হয়নি। জয় হয়েছে মানবিকতার। উদ্দীপকের রানা ও কবিতার সম্রাট বাবুর প্রকৃত মানবীয় মানুষ হিসেবে ধর্ম বর্ণের বিভেদ ভুলে মানুষের উপকারে নেমেছে। তাদের কারণে মানুষের জীবন বেঁচে গেছে।

অর্থাৎ মানুষের সংকীর্ণ মানসিকতা ও সমাজ ব্যবস্থার বিভেদের উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত মানুষের জয় হয়েছে। মানুষ পরিচয় যে সবার থেকে বড় পরিচয় সামাজিক অন্য পরিচয় সেখানে বৃথা- সে কথা এখানে পরিষ্কার প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ মানবীয় মূল্যবোধের জয় হয়েছে।

প্রশ্ন -০৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

করিম সাহেব একজন সৎ মানুষ। তিনি গ্রামের সব মানুষকে ভালোবাসেন। সবার বিপদে সাহায্য করেন। কিন্তু রহমান নামে একজন করিম সাহেবকে সহ্য করতে পারে না। তার ধারণা করিম সাহেব বদ মতলব নিয়ে মানুষের উপকার করেন। এ ধারণা থেকে রহমান করিম সাহেবের ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। অথচ একদিন রহমান বিপদে পড়লে করিম সাহেব সবার আগে ছুটে আসেন। এতে রহমানের ভুল ভাঙে।

(ক) 'মসনদ' শব্দের অর্থ কী? ১
(খ) 'বীরভোগ্যা এ বসুধা এ কথা সবাই কয়'– কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের রহমানের সাথে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার বিশেষ চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত কর। ৩
(ঘ) 'মানুষের কল্যাণে যিনি নিয়োজিত থাকেন। যোগ্য সম্মান তারই প্রাপ্য কথাটি উদ্দীপক ও 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) 'মসনদ' শব্দের অর্থ রাজাসন বা সিংহাসন।

(খ) 'বীরভোগ্যা এ বসুধা এ কথা সবাই কয়'- কথাটি রাজন্যদের কাছে অতি প্রসিদ্ধ একটি বাক্য। পৃথিবী যে বীর তথা ক্ষমতাবানদের হাতের মুঠোয়, সেই সত্যটি এখানে প্রকাশিত।
'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় আমরা দেখি রণবীর চৌহান সম্রাট বাবুরের মহত্ত্ব দেখে এবং তার বীরত্ব ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে যায়। তাই সম্রাটকে হত্যার উদ্দেশ্যে এসেও তার কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। তার মনে হয়, ভারতের যোগ্য সম্রাট বাবুর। পৃথিবী সবসময় যোগ্য পালকের অধীনে থাকবে। সত্যিকারের বীরের কাছে আত্মসমর্পণে দীনতা নেই বা এতে মর্যদা হানি হয় না। এতে সম্মান বৃদ্ধি পায়। সত্যিকারের বীরের কাছে পৃথিবী নিরাপদ। এ সত্যটি কথাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

(গ) উদ্দীপকে রহমানের সাথে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার রণবীর চৌহানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।
উদ্দীপকে আমরা দেখি, করিম সাহেবের সমস্ত কল্যাণকর কাজে বাধা দেয় রহমান। তার সন্দেহ করিম সাহেব নিজের স্বার্থে মানুষের কল্যাণ করে। কিন্তু নিজের বিপদের দিনে তার ভুল ভাঙে। এখানে সন্দেহের পরে প্রকৃত মানবিক সত্য প্রকাশিত হয়। ফলে সন্দেহের কালো মেঘ কেটে যায়।
'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় আমরা প্রায় একই ঘটনা দেখি। রণবীর চৌহান বাবুরকে ভারতের শত্রু ভাবে। সে মনে করে বাবুর অন্যায় ভাবে ভারত শোষণ করতে এসেছে। কিন্তু রাজপথে মত্ত হাতির কবল থেকে একটি শিশুকে বাঁচাতে দেখে রণবীর চৌহানের ভুল ভাঙে। বাবুরকে তার প্রকৃত বীর মনে হয়। সে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। সুতরাং আমরা উভয় ক্ষেত্রেই মানবিকতার সাদৃশ্য খুঁজে পাই। রহমান ও রণবীর চৌহান সমান দৃষ্টিভঙ্গির দুটি চরিত্র হিসাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

(ঘ) মানুষের কল্যাণে যিনি নিয়োজিত থাকেন যোগ্য সম্মান তারই প্রাপ্য। কথাটি মানবিক মানদণ্ডে সবসময় সবকালেই সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। যুগে যুগে এই সত্যের প্রকাশ আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পাই।
উদ্দীপকের করিম সাহেবের কর্মকান্ড সত্য ও কল্যাণের জন্য নিবেদিত ছিল। ফলে রহমানের শত চেষ্টা ও সন্দেহের পরও সেই সত্য আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। ফলে রহমানের সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়।
'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় আমরা এই সত্যের প্রকাশ দেখতে পাই। বাবুর মানব কল্যাণে ও ভারতের প্রকৃত সেবক হতে চেষ্টা করেন। তাঁর এই কাজ সবাই সমান চোখে দেখে না। রণবীর চৌহান তাদের অন্যতম। রণবীর বাবুরকে হত্যার জন্য আসে। কিন্তু বাবুরের প্রকৃত মহত্ত্ব তার সন্দেহের অবসান ঘটায়। ফলে রণবীর বাবুরেরর কাছে আত্মসমর্পণ করে। মহানুভব বাবুর আত্মোপলব্ধির জন্য চৌহানকে নিজের দেহ রক্ষী হিসেবে গ্রহণ করে।
এভাবে দেখা যায় পৃথিবীতে যুগে যুগে মানবতার জয় হয়েছে। মানুষের জন্য কল্যাণকামী মানুষ যুগে যুগে সম্মানিত হয়েছে। তারাই প্রকৃত বীর হিসাবে সমাজে ও রাষ্ট্রে সম্মানিত হয়েছেন।

প্রশ্ন -০৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রায়হান ও হাবিব দুজন একই পাড়ায় বাস করে। হাবিব রায়হানকে সহ্য করতে পারে না। সে ঠিক করল, রায়হানকে রাস্তায় ধরে মারবে। রায়হান কিন্তু হাবিবের মতো নয়। সে হাবিবকে ভালোবাসে। হাবিবের জন্মদিনে রায়হান তার বাসায় গেল। রায়হানকে দেখে হাবিব বিস্মিত হলো। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজের অপরাধের কথা বলে ক্ষমা চাইল।

(ক) কবিশেখর কার উপাধি? ১
(খ) 'কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর'- কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের সাথে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার সাদৃশ্য উপস্থাপন কর। ৩
(ঘ) 'বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে- কথাটি উদ্দীপক ও 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) কবিশেখর কবি কালিদাস রায়ের উপাধি।

(খ) 'কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর'- কথাটি একটি চেতনাপূর্ণ কথা। মানুষের সন্দেহ তাকে ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয়। সেই সন্দেহ প্রতিহিংসা তৈরি করে। এতে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে।

‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় আমরা এই সত্য প্রকাশিত হতে দেখি। চিতরের তরুণ যোদ্ধা রণবীর চৌহান বাবুরকে সন্দেহ করে। ভাবে, বাবুর অন্যায় ভাবে ভারতের সম্রাট হয়েছে। কিন্তু বাবুরের মহত্ত্বের ঘটনা দেখে তার সন্দেহের অবসান ঘটে। কারণ বাবুর একটি শিশুকে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁচায়। তাতেই রণবীর চৌহানের মধ্যে এই চেতনার সৃষ্টি হয়।

(গ) উদ্দীপকে আমরা হাবিব ও রায়হানের মধ্যে বোধোদয়ের ঘটনা দেখি। আবার ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় সম্রাট বাবুর ও রণবীর চৌহানের মধ্যে বোধোদয়ের ঘটনা ঘটে। এই দুটি ঘটনাই সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের রায়হান সৎ ও প্রকৃত মানবীয় মানুষ। অথচ হাবিব তাকে সহ্য করতে পারে না কিন্তু হাবিবের জন্মদিনে রায়হান উপস্থিত হলে হাবিবের সন্দেহের অবসান হয়। হাবিবের ভুল ভেঙে যায়। তারা বন্ধু হয়ে যায়।

‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় আমরা এমনই ঘটনা দেখি। রণবীর চৌহান সম্রাট বাবুরকে সন্দেহ করে। তাকে দেশপ্রেমিক ভাবতে পারে না। বিদেশি শত্রু ভাবতে থাকে। কিন্তু মেথর শিশুকে হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচানোর ঘটনা রণবীরের সন্দেহের অবসান ঘটায়। রণবীর এক পরম সত্যের মুখোমুখি হয়। শেষে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাবুর তাকে হত্যা করতে আসা তরুণকে দেহ রক্ষক বানায়। এটা পরম মমত্ববোধের প্রকাশ। উভয় কবিতায় এভাবে আমরা দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরে প্রকৃত মানবিকতার জয়গান দেখতে পাই। প্রকৃত মানুষ এখানে বিজয়ী হয়েছে। এখানেই উদ্দীপক ও কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে।

‘বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে।’– কথাটি যথার্থ।

(ঘ) ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় ও আলোচ্য উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, যে কোনো জীবন ধ্বংস করার চেয়ে সেই জীবনটা নিরাপদ করা অনেক বেশি কঠিন। কবিতায় সম্রাট বাবুর নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটি মেথর শিশুকে বাঁচায়। পাগলা হাতির আক্রমণে লোকজন নিজের জীবন নিয়ে পালিয়ে গেলেও শিশুটিকে বাঁচানোর জন্য সাধারণ মানুষ বাবুরকে বাহবা দেয় না। বরং তারা তাঁকে গোসল করে শুদ্ধ হতে বলে। কারণ মেথর শিশু নিম্ন জাতের। বাবুর নিম্ন জাতকে স্পর্শ করছে। মানবতা এখানে জাতপাতের বাধায় আটকে আছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ বাবুর তা ভেঙে দিয়েছেন। আবার রণবীর চৌহান নিজে যখন এমন ঘটনা দেখে মুগ্ধ হয়। তখন সে বাবুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের শাস্তির আবেদন করে। বাবুর তার কথা শুনে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় রণবীর চৌহান নিজের ভুল বুঝতে পেরে বাবুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের শাস্তি কামনা করেন। এ দিকটি উদ্দীপকের হাবিবের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। হাবিব ও বাবুর দুজনেই মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। আসলে যেকোনো জীবন মূল্যবান। সৃষ্টিতেই আনন্দ। মানুষের কল্যাণেই প্রকৃত সুখ। এই সত্য বাবুরের উক্তিটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

০১। কবি কালিদাস রায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক বর্ধমানে | খ ঢাকায় | গ বিহারে | ঘ যশোরে

০২। কবি কালিদাস রায় কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ১৮৮২ | খ ১৮৮৪ | গ ১৮৮৬ | ঘ ১৮৮৮

০৩। কালিদাস রায়ের পেশা ছিল—
ক ডাক্তারি | খ শিক্ষকতা | গ ব্যবসা | ঘ সাংবাদিকতা

০৪। কবি কালিদাস রায়ের কবিতায় কোন শব্দের সার্থক ব্যবহার হয়েছে?
ক ইংরেজি | খ হিন্দি | গ আরবি-ফারসি | ঘ উর্দু

০৫। কবি কালিদাসের উপাধি হচ্ছে—
ক কবিকুল | খ কবিশ্রেষ্ঠ | গ কবিগুরু | ঘ কবিশেখর

০৬। কবি কালিদাস রায়কে ডি. লিট উপাধি দেয়—
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | খ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | গ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় | ঘ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৭। কালিদাস রায় কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৯৫০ | খ ১৯৬০
গ ১৯৭০ | ঘ ১৯৮০

০৮। কালিদাস রায়ের কাব্য—
র. কিশলয় | *রর.* বল্লরী | *ররর.* ঋতুমঙ্গল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

০৯। কালিদাস রায় লেখেন—
র. কাহিনি কবিতা | *রর.* বিচিত্র বিষয়ের কবিতা | *ররর.* রোমান্টিক কবিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১০। লোদি কোন বংশের বাদশা ছিলেন?
ক মোঘল | খ পাঠান | গ সেন | ঘ রাজপুত

১১। বাবুরের মহত্ত্ব কার লেখা?
ক কালিদাস রায়ের | খ জসিমউদ্দীনের | গ কাজী নজরুলের | ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

১২। বাবুর কেন দেখল তাঁর জয় ফাঁকি?

ক কারণ তিনি সম্পদ পাননি
খ কারণ তিনি বারবার পরাজিত
গ কারণ ভারত যাদের তাদের জানতে পারেননি
ঘ কারণ তিনি নিজে ব্যর্থ হয়েছেন

১৩। সংগ্রাম সিংহ কী করে উঠলেন?

ক গর্জে খ আঁতকে গ ভীত ঘ আনন্দিত

১৪। কোথায় সংগ্রাম সিংহের পতন হয়?

ক খানকার প্রান্তরে খ পানি পথে গ দিল্লিতে ঘ খানুয়ার প্রান্তরে

১৫। কার কাছে সংগ্রাম সিংহের পতন হয়?

ক আকবর খ বাবুর গ লোদি ঘ রণবীর

১৬। কে দিল্লির মসনদে জাঁকিয়া বসেন?

ক মুঘল সিংহ খ রণবীর চৌহান গ ইব্রাহিম লোদি ঘ সংগ্রাম সিংহ

১৭। বিজিতের হৃদয় দখল করতে চাওয়ার কারণ কী?

ক শুধু লুণ্ঠন করা খ শাসন দীর্ঘস্থায়ী করা গ মানুষকে কাছে পাওয়া ঘ দখল বাড়ানো

১৮। বাবুর কেন শাসন করতে শুরু করেন?

ক মুসলমানের কল্যাণে খ হিন্দুদের অত্যাচার করতে গ হিন্দুদের হৃদয় জয় করতে ঘ মানুষকে দেশত্যাগে বাধ্য করতে

১৯। বাবুর কেন ছদ্মবেশ ধারণ করেন?

ক প্রজাদের দুঃখ ক্লেশ দেখতে খ প্রজাদের সুখ দেখতে গ প্রজাদের শোষণ করতে ঘ প্রজাদের অত্যাচার করতে

২০। কে বাবুরের সন্ধান করছিল?

ক সংগ্রাম সিংহ খ রণবীর চৌহান গ ইব্রাহিম লোদি ঘ দৌলত খাঁ

২১। রণবীর কুর্তার নিচে কী নিয়ে ঘুরছিল?

ক কৃপাণ খ দাঁত গ ঢোল ঘ ঢাল

২২। রণবীর কার প্রাণ নিতে চায়?

ক সংগ্রাম সিংহের খ বাবুরের গ ইব্রাহিম লোদির ঘ টোডল খানের

২৩। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রণবীর কী করছিল?

ক লোকজনের আনন্দ দেখছিল খ লোকজনের যাতায়াত দেখছিল গ লোকজনের বাঁধা দিচ্ছিল ঘ লোকজনকে ধমক দিচ্ছিল

২৪। হঠাৎ পথে কী ছুটল?

ক মত্ত গাধা খ মত্ত ঘোড়া গ মত্ত গরু ঘ মত্ত হাতি

২৫। লোকজন পথ ছেড়ে পালাল কেন?

ক ঘোড়ার ভয়ে খ হাতির ভয়ে গ বাঘের ভয়ে ঘ সিংহের ভয়ে

২৬। রাজপথের ধুলায় কী পড়ে রইল?

ক একটি বৃদ্ধ খ একটি শিশু গ একটি বাজু ঘ একটি ব্যাগ

২৭। শিশুকে বাঁচাতে কে ছুটে আসে?

ক দেশি পুরুষ খ হিন্দু পুরুষ গ মেথর পুরুষ ঘ বিদেশি পুরুষ

২৮। শিশুটি কার ছিল?

ক ধনীর খ হিন্দুর গ মুসলমানের ঘ মেথরের

২৯। কে শিশুকে বক্ষে চেপে রাখে?

ক শিশুর বাবা খ শিশুর ভাই গ শিশুর জননী ঘ শিশুর বোন

৩০। কে চিনল বিদেশি পুরুষকে?

ক রাজপুত বীর খ মেথর ছেলে গ সংগ্রাম সিংহ ঘ পথের লোক

৩১। বাবুরের করপুটে রণবীর কী রাখল?

ক গুপ্ত অস্ত্র খ গুপ্তধন গ গুপ্তজামা ঘ গুপ্তকৃপাণ

৩২। অন্য কারেও নয় শুধু বাবুরের কী সাজে?

ক ভারতের রাজপথ খ ভারতের রাজপদ গ ভারতের জনতা ঘ ভারতের সম্পদ

৩৩। রণবীরের কী কেটে গেছে?

ক অন্ধ মোহ খ প্রতিহিংসার অন্ধ মোহ গ মোহ ঘ লোভ

৩৪। জীবন নেওয়ার চেয়ে দেওয়া কঠিন কেন?

ক জীবনের মূল্য নাই খ জীবন শেষ করা সহজ গ জীবন অমূল্য ঘ জীবন ফেরত দিতে পারে

৩৫। বাবুর রণবীরকে যা বলেছিলেন—

র. তোমায় পেয়ে ধন্য হলাম *রর.* তোমাকে শাস্তি দিব *ররর.* আজ হতে তুমি আমার দেহ রক্ষক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৩৬। রণবীর যে জন্য নিজের দন্ড চেয়েছিল—

র. সে অপরাধ করেছিল রর. তার বোধোদয় হয়েছিল ররর. তার মোহের ঘোর কেটে গিয়ে ছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৩৭। মেথর ছেলেকে বাঁচাতে দেখে বাবুর সম্পর্কে রণবীর যা বলল—

র. আমি এঁকে হত্যা করতে এসেছি রর. এই ছুরি দিয়ে আপনাকে হত্যা করতে এসেছি

ররর. আমি ক্ষমা চাই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৩৮। মেথর ছেলেকে বাঁচাতে দেখে লোকজন বলল—

র. তুমি একটা বেআকুফ রর. খুদার দয়ায় নিজের প্রাণ পেয়েছ ররর. এখন গিয়ে স্নান কর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

নিচের অনুচ্ছেদে পড়ে ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রহমত ক্লাসে ঢুকল। সে যে বেঞ্চেই যায় সেখান থেকেই ছেলেরা সরে যায়। সবাই বলছে, ওর বাবা রিকশা চালায়। রমিজ রহমতকে কাছে বসাল। সে সবাইকে বলল, তোমরা এমন কর না। রহমতের বাবা রিকশা চালালেও তিনি মানুষ। মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি অসম্মান করা ঠিক না।

৩৯। অনুচ্ছেদে রমিজের বক্তব্যের মধ্যে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার প্রকাশিত উপলব্ধি কী?

ক মানুষ সবাই সমান খ জাতিভেদ প্রথা গ পৃথিবীতে মানুষ ছোট ও বড় আছে ঘ মানুষ কখনো সমান না

৪০। অনুচ্ছেদে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার যেদিকগুলো ধারণ করেছে—

র. সবার উপরে মানুষ সত্য রর. জন্ম যেখানেই হোক মানুষ মানুষই ররর. সব মানুষ স্রষ্টার কাছে ফিরে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

নিচের অনুচ্ছেদে পড়ে ৪১ ও ৪২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রনজু স্কুল থেকে ফিরছিল। পথে মুন্নার সাথে দেখা হলো। মুন্না তাকে দেখে পালাতে লাগল। কারণ এর আগে মুন্না তাকে মেরেছিল। রনজু মুন্নাকে ডাকল। বলল, পালাচ্ছ কেন? আমি তোমাকে মারব না। তোমাকে ক্ষমা করেছি। তুমিতো আমার বন্ধু।

৪১। উদ্দীপকের রনজুর ভাবনা সাথে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় কোন দিকটির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়?

ক সততা খ ক্ষমা গ প্রতিহিংসা ঘ নিষ্ঠা

৪২। রনজু ও বাবুরের উদারতা যে কারণে সমার্থক—

র. রনজু ক্ষমা করেছে বলে রর. বাবুর ক্ষমা করেছে বলে ররর. তারা উভয়ই ক্ষমা করেছে বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৪৩। 'হত' শব্দের অর্থ কী?

ক আহত খ নিহত গ পরাহত ঘ যুদ্ধাহত

৪৪। 'রণ'- অর্থ কী?

ক যুদ্ধ খ শান্তি গ রওনা হওয়া ঘ রানওয়ে

৪৫। 'প্রান্তর' বলতে কী বোঝায়?

ক বিস্তৃত ক্ষেত্রে খ বিস্তৃত সাগর গ বিস্তৃত মাঠ ঘ বিস্তৃত পাহাড়

৪৬। 'করি-শুর-'এর অর্থ হচ্ছে—

ক সাহার খুড় খ ঘোড়ার ডাক গ উটের গলা ঘ হাতির শুঁড়

৪৭। 'বসুধা' শব্দের অর্থ হচ্ছে—

ক পৃথিবী খ মাটি গ আসমান ঘ বাতাস

৪৮। 'দন্ডবিধান' শব্দের অর্থ কী?

ক ডান্ডা মারা খ শাস্তি প্রদান গ জেলে পাঠানো ঘ ফাঁসি দেওয়া

৪৯। 'পর্যটক' হচ্ছে-

ক দেশ ত্যাগী খ বিদেশি গ ভ্রমণকারী ঘ ঘরকুনো

৫০। 'গুপ্ত কৃপাণ' হচ্ছে—

ক লুকানো টাকা | খ লুকানো হাত | গ লুকানো মোহর | ঘ লুকানো তলোয়ার

৫১। **'করতল' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?**

ক পায়ের তালু | খ মাথার তালু | গ হাতের তালু | ঘ চৌকির তলা

৫২। **'তুষ্ট' শব্দটি দিয়ে বোঝায়—**

র. তৃপ্ত | *রর.* আনন্দিত | *ররর.* খুশি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫৩। **পানিপথ হলো—**

র. যুদ্ধক্ষেত্র | *রর.* দিল্লির উত্তর পশ্চিমের স্থান | *ররর.* পানির পথ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫৪। **দৌলত খাঁকে কৃতঘ্ন বলা হয়েছে যে কারণ—**

র. সে ইব্রাহিম লোদির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য | *রর.* তিনি বাবুরের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য

ররর. তিনি বাবুরের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

রুপাই
জসীমউদ্‌দীন

প্রশ্ন -০১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পল্লিগ্রামের পিতৃহীন এক দুরন্ত বালক ছমির শেখ। ফসল বোনার ওস্তাদিতে দশগ্রামে তার সুনাম আছে। বন্যা-খরা তথা গ্রামের শত বিপদে বৃক্ষের ছায়ার মতো তাকে সবাই কাছে পায়। যাত্রাপালার অভিনয়ে তার জুড়িমেলা ভার। গ্রামের সবাই তাকে স্নেহ করে; যেমন প্রকৃতি করে গ্রামকে।

(ক) চাষির ছেলের 'গা-খানি' দেখতে কেমন? ১
(খ) "চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়"-চরণটির মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
(গ) উদ্দীপক ও 'রুপাই' কবিতার আলোকে তোমার দেখা কোনো পল্লি গ্রামের বর্ণনা দাও। ৩
(ঘ) 'উদ্দীপকটি রুপাই কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র'-যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) চাষির ছেলের 'গা-খানি' শাওন মাসের তমাল তরুর মতো।

(খ) "চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়"- চরণটিতে কবি চাষির ছেলের কৃতিত্বকে তুলে ধরেছেন।
আমাদের দেশের কৃষকের শরীরের রং রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায়। এই কৃষকই কঠোর শ্রমে ফসল ফলায়, মুখের অন্ন জোগায়। এই কালো কৃষকই পৃথিবীর সবকিছু জয় করেছে। অর্থাৎ কবির মতে, কৃষকের শ্রমেই সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

(গ) পল্লি গ্রামের বর্ণনার দিক দিয়ে উদ্দীপক, রুপাই কবিতা ও আমার দেখা গ্রাম সমার্থক হয়ে উঠেছে।
'রুপাই' কবিতায় চাষার ছেলে রুপাইয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি গ্রামের বিভিন্ন উপাদান যেমন কচি ধানের চারা, জালি লাউয়ের ডগা, নবীন তৃণের ছায়া, জারি গান, রঙিন ফুল ইত্যাদি প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরেছেন। রুপময় সৌন্দর্যের আঁধার একটি গ্রামেই রুপাইয়ের বেড়ে ওঠা। গ্রাম-বাংলার প্রকৃতির মধ্যে কালো ভ্রমর, কাঁচা ধানের পাতা এবং কচি মুখের মায়াবী কৃষককে আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই।
উদ্দীপকে পল্লিগ্রামের দুরন্ত বালক ছমির শেখের ছেলের কথা বলা হয়েছে। ফসল বোনায় সে ওস্তাদ। বন্যা-খরা কিংবা গ্রামের শত বিপদে বৃক্ষের ছায়ার মতো সবাই তাকে কাছে পায়। যাত্রাপালার অভিনয়েও সে দক্ষ। প্রকৃতি গ্রামটিকে যেমন স্নেহ করে গ্রামের সবাই তাকে তেমনি স্নেহ করে। উদ্দীপক ও কবিতায় পল্লিগ্রামের বর্ণনার পাশাপাশি আমার গ্রামের দৃশ্যটিও চিত্তাকর্ষক। সেখানে বিল-পুকুরে মাছ ধরার দৃশ্য, গরুর পাল নিয়ে কৃষকের মাঠে যাওয়া, শীতের উঠানে বসে মুড়ি-মুড়কি খাওয়া, বিকেলে খেলার মাঠে উত্তেজনাকর ফুটবল খেলা ইত্যাদি আমার গ্রামের চিরচেনা দৃশ্য। সবমিলিয়ে এ দেশটি আমাদের মায়ের মতো।

(ঘ) উদ্দীপকের দুরন্ত বালক ছমির শেখের সাথে চাষার ছেলে রুপাইয়ের মিল থাকলেও উদ্দীপকটি রুপাই কবিতার খাংশ মাত্র।
'রুপাই' কবিতায় কবি গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি, কৃষকের রূপ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। গ্রাম বাংলার প্রকৃতির মধ্যে কালো ভ্রমর, রঙিন ফুল, কাঁচা ধানের পাতা, লাউয়ের কচি ডগা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করেছেন। একটি বাস্তব সত্য তিনি তার কবিতায় তুলে ধরেছেন সেটি হলো কৃষকের অবদান। যে কৃষকের শ্রমেই সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়। এই পৃথিবীর সবকিছু জয় করেছে কৃষক।
উদ্দীপকে পল্লির দুরন্ত বালক ছমির শেখের কথা বলা হয়। ফসল বোনা, বিপদে-আপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, যাত্রাপালার অভিনয়ে সে দক্ষ। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে সে সবার স্নেহ-ভালোবাসা নিয়ে বড় হচ্ছে।
উদ্দীপকের আলোচনা ছমির শেখকে ঘিরেই। সেই সাথে প্রকাশিত হয়েছে তার গুণাবলি কিন্তু রুপাই কবিতায় রুপাইয়ের কৃতিত্বই শুধু নয় কৃষকের অবদান, পল্লি প্রকৃতি ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাই উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় উদ্দীপকটি রুপাই কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র।

প্রশ্ন -০২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সজল স্কুলের সেরা ছাত্র। সে যেমন পড়াশোনায় ভালো তেমনি খেলাধুলায়। সজল ভালো ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু তার চেহারা খুবই খারাপ। গায়ের রং যেমন কালো তেমনি বিশাল তার দেহ। দুষ্ট ছেলেরা তাকে কসাই বলে ডাকে। স্যারেরা ডাকে কালোমানিক নামে।

(ক) রুপাইয়ের বাহু কীসের মতো সরু? ১

(খ) 'কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া।' -বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'রুপাই' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কীসের রঙিন ফুল!' কথাটি উদ্দীপক ও রুপাই কবিতার মূল কথা- যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত কর। ৪

উত্তর

(ক) রুপাইয়ের বাহু জালি লাউয়ের ডগার মতো সরু।

(খ) 'কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া' কথাটি চাষার ছেলের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।
'রুপাই' কবিতায় জসীমউদ্‌দীন গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি ও কৃষকের রূপ অসাধারণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাছে গাঁয়ের চাষার ছেলের কচি-মুখের মায়া কাঁচা ধানের পাতার মতো মনে হয়েছে। কালো একটি ছেলের চেহারাও কবির কাছে মায়াবি বলে মনে হয়েছে।

(গ) চেহারা খারাপ হলেও গুণের কারণে মানুষের প্রিয় হওয়ার দিক দিয়ে উদ্দীপক ও 'রুপাই' কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।
'রুপাই' কবিতায় চাষার ছেলে রুপাই। কবিতায় সে কৃষক সমাজের প্রতিনিধি। রোদে পুড়ে কৃষকের শরীরের রং কালো হয়ে যায়। কালো রঙের এই রুপাই তার কাজে এতটাই দক্ষ যে কবিতায় তাকে কালোর বেটা বলা হয়েছে। তার আচরণ সবার বুক জুড়িয়ে যায়। খেলার সাথিরা খেলার সময় তাকে নিয়েই টানাটানি করে। তার জারি গানের কণ্ঠ শুনে সবাই মাতোয়ারা। রুপাইয়ের জন্য একদিন পুরো গাঁ নামিদামি হয়ে উঠবে।
উদ্দীপকের সজলও সেরা ছাত্র। পড়াশোনা, খেলাধুলায় সে ভালো, ভালো ছবিও আঁকতে পারে সে। তাঁর গায়ের রং ছিল কালো। স্যারেরা তাকে কালোমানিক নামে ডাকেন। কবিতায় রুপাইয়ের মতো সে কালো হলেও সে ছিল মেধাবী। সজল কিংবা রুপাই দুজনেই গুণবান। গুণের জন্য সবাই তাদের পছন্দ করে। শরীরের রং তাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই উদ্দীপক ও রুপাই কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) 'কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!- কথাটি উদ্দীপক ও 'রুপাই' কবিতার মূলকথা- উক্তিটি যথার্থ।
'রুপাই' কবিতায় গাঁয়ের চাষার ছেলে রুপাইয়ের দেহগত সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। কবির মতে, রুপাই কালো হলেও সেই আমাদের বন্ধু, সেই আমাদের আপনজন। রুপাইয়ের কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি-মুখের মায়ার কাছে রঙিন ফুলও হার মানে। রঙিন ফুলও নিতান্ত তুচ্ছ। কালো বরণ রুপাইয়ের গুণের শেষ নেই। সে সবার চোখ জুড়িয়েছে। তার নামেই পুরো গাঁ নামিদামি হয়ে উঠবে।
উদ্দীপকের সজলও স্কুলের সেরা ছাত্র এবং পড়াশোনায় যেমন ভালো তেমনি খেলাধুলায়। ভালো ছবিও আঁকতে পারে সে। যদিও তার চেহারা খুব খারাপ। গায়ের রং কালো ও বিশালদেহি।
'রুপাই' কবিতার রুপাই ও উদ্দীপকের সজল উভয়ে কালো চেহারার অধিকারী। কিন্তু তাদের মাঝে আছে বহুগুণ ও প্রতিভা। যে গুণের জন্য তারা সবার প্রিয়। চেহারা তাদের খারাপ হলেও তা তাদের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠেনি।

প্রশ্ন -০৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গ্রামে কবিগান হচ্ছে। প্রথম কবিয়াল কালোর পক্ষ নিয়েছে। দ্বিতীয় নিয়েছে সাদার পক্ষ। দ্বিতীয় কবিয়াল কালোর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলল। বলল, কালো মন্দের প্রতীক। কালো মানে সব খারাপ। কালোর পক্ষ নেওয়া প্রথম কবিয়াল কালো সম্পর্কে বলল, চোখ কালো, বইয়ের লেখা, কেতাব, কোরআন, মৃত্যু-জন্ম সব কালো। শেষে প্রথম কবিয়াল বলল, কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে?

(ক) জসীমউদ্‌দীনের গ্রামের নাম কী? ১

(খ) 'রং পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকের প্রথম কবিয়াল কালোর যে বর্ণনা দিয়েছে তাতে 'রুপাই' কবিতার রুপাইয়ের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে- ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "গায়ের রং নয়, মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তার কর্মে।"- কথাটি রুপাই কবিতা ও উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) জসীমউদ্‌দীনের গ্রামের নাম 'তাম্বুলখানা'।

(খ) 'রং পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার' কথাটির মধ্যদিয়ে চাষার ছেলে রুপাইয়ের কৃতিত্ব তুলে ধরা হয়েছে।
রুপাই কবিতায় কবি বলেছেন, সোনা দিয়ে যে সোনার গহনা বানায় তার কীসের গর্ব। কিন্তু সে রং পেলে রামধনুকের হার গড়ে দিতে পারে। রুপাই সম্পর্কে কবির এই ধারণা রুপাইকে মহিমান্বিত করেছে।

(গ) উদ্দীপকের প্রথম কবিয়াল কালোর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে 'রুপাই' কবিতার রুপাইয়ের গুণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।
'রুপাই' কবিতায় রুপাই এক চাষার ছেলে, দেখতে কালো। কিন্তু তার গুণ বৈশিষ্ট্যের কারণে কবি তাকে আরো বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, কালো-বরণ চাষির ছেলে সবার বুক জুড়ায়। সে সবার প্রিয় তাই খেলার দলে তাকে পক্ষে নেওয়ার জন্য সবাই টানাটানি করে। তার জারি গানের সুর সবাইকে মুগ্ধ করে। বুড়োরা তাকে পাগাল লোহা বলে। তার মতো বাপের বেটা কেউ দেখেনি। তার কারণেই গ্রাম একদিন উজ্জ্বল হবে। সুনাম ছড়িয়ে পড়বে।
উদ্দীপকেও দেখা যায়, কালোর পক্ষ নেওয়া প্রথম কবিয়াল কালো সম্পর্কে বলল, চোখ কালো, বইয়ের লেখা, কেতাব, কোরআন, মৃত্যু-জন্ম সব কালো। শেষে বলল, কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকলে কাঁদো কেন? অর্থাৎ উদ্দীপকের প্রথম কবিয়াল কালের যে বর্ণনা দিয়েছেন- তা 'রুপাই' কবিতার রুপাইয়ের

বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। রুপাই কালো হলেও সে কালো ভ্রমরের মতোই সবার প্রিয়। রুপাই এতটাই করিৎকর্মা যে রং পেলে রামধনুকের হার গড়ে দিতে পারে। গ্রামের সামান্য চাষির ছেলে কবির বর্ণনায় তাই অসামান্য হয়ে উঠেছে।

(ঘ) "গায়ের রং নয়, মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তার কর্মে।" উক্তিটি যথার্থ।

'রুপাই' কবিতায় রুপাই এক অনবদ্য চরিত্র। চাষার ছেলে তার চেহারা কালো হওয়ার পরও সবার অতিপ্রিয়। তার সুন্দর ব্যবহার। সুন্দর গানের সুর সবার মন জয় করেছে। সে হয়ে উঠেছে বাপের ব্যাটা। এমন গুণবান ছেলে যেন কেউ কোথাও দেখেনি। সে অচিরেই গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে এবং গ্রামটি হয়ে উঠবে নামিদামি।

উদ্দীপকে কবিগানের পালায় সাদা-কালো নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। সেখানে সাদার পক্ষে যুক্তি থাকলেও কালোর পক্ষের যুক্তি বেশি জোরালো হয়ে উঠেছে। কালো যদি মন্দ হবে তবে কেশ পাকলে কাঁদো কেন? এই উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় কালোকে পরিহার করা সম্ভব নয়। বরং কালোই জগতের আলো।

উদ্দীপকে কবিগানের বিতর্কে কালো যেমন জয়যুক্ত হয়েছে তেমনি কবিতার রুপাই তার কালো মুখেই রঙিন ফুলকেও হার মানিয়েছে। কাজেই একথা সচেতনভাবেই বলা যায় যে, গায়ের রং নয়, মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তার কর্মে।

প্রশ্ন -০৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অফিসের পিয়ন কামাল খুব বুদ্ধিমান। সে সারাদিন কাজে ফাঁকি দেয়। সে দেখতে সুন্দর কিন্তু খুবই হিংসুটে। অফিসের বড় সাহেব যা বলে তা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে। কিন্তু অফিসের অন্য কারো কথা সে শোনে না। অফিসের সব গোপন কথা সে বড় সাহেবের কাছে বলে। এজন্য সবাই তাকে অপছন্দ করলে ও বড় সাহেব তার প্রশংসা করেন।

(ক) 'নকসী কাঁথার মাঠ' কী ধরনের কাব্য? ১

(খ) 'শাল-সুন্দি-বেত'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকের সাথে রুপাই কবিতার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের কামাল রুপাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চরিত্র"- কথাটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

উত্তর

(ক) 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাহিনিকাব্য।

(খ) 'রুপাই' কবিতায় রুপাইকে শাল-সুন্দি-বেতের মতো উপকারী বলা হয়েছে।

শাল অর্থ শালগাছ বা মূল্যবান কাঠ। সুন্দি অর্থ শ্বেতপদ্ম। আর বেত দিয়ে তৈরি হয় নানা উপকরণ। রুপাইকে শাল-সুন্দি, বেতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই উক্ত চরণটি দ্বারা রুপাই কবিতায় রুপাইয়ের উপকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'রুপাই' কবিতার রুপাইয়ের জনপ্রিয়তা বিবেচনায় উদ্দীপকের কামালের বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

'রুপাই' কবিতায় রুপাইকে সবাই ভালোবাসে। খেলার সাথিরা রুপাইকে নিয়ে টানাটানি করে। জারির গানের গলায় সবাই মুগ্ধ। শাল-সুন্দি বেতের মতো সে সবার কাজে লাগে। কালো হলেও সে সবার মন ভুলিয়েছে। মন জয় করেছে। রুপাইয়ের মতো বাপের বেটা কেউ যেন কখনো দেখেনি।

উদ্দীপকের কামাল কাজে ফাঁকি দেয়। দেখতে সে সুন্দর হলেও খুব হিংসুটে। অফিসের বড় সাহেবের কথা শুনলেও সে আর কারো কথা শোনে না। অফিসের সব গোপন কথা বড় সাহেবকে বলে তাই সে সবার অপ্রিয়। যদিও বড় সাহেব তার প্রশংসা করেন। কিন্তু রুপাই, সবার কাছে খুব জনপ্রিয়। তাই জনপ্রিয়তা বিবেচনায় উদ্দীপকের কামালের সাথে কবিতায় রুপাইয়ের বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

(ঘ) "উদ্দীপকের কামাল রুপাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চরিত্র।"- কথাটি যুক্তিযুক্ত।

'রুপাই' কবিতায় রুপাই একজন চাষার ছেলে। তার গায়ের রং কালো। কিন্তু তার গুণে মুগ্ধ পুরো এলাকাবাসী। গাঁয়ের মানুষ যেন এমন বাপের বেটা আর দেখেনি। এই কালো ছেলেটিই সবার মন জয় করেছে। কারণ সে সকল কাজের কাজি। গাঁয়ের লোকেরা মনে করে এই ছেলেটির কারণেই এই গাঁয়ের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

উদ্দীপকের পিয়ন কামাল ধূর্ত প্রকৃতির। সে সবার স্নেহ-ভালোবাসা প্রত্যাশা করে না। সে শুধু তার চাকরি দাতা বড় সাহেবের কথা মেনে চলে। সকলের দোষত্রুটি বড় সাহেবের নিকট তুলে ধরে। সবাই তাকে অপছন্দ করে। তার চেহারা সুন্দর হলেও তার ব্যবহার ভালো না হওয়ায় সে সবার অপ্রিয়। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উদ্দীপকের কামাল রুপাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চরিত্র।

প্রশ্ন -০৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শাহাদাত ভালো লাঠি খেলোয়াড়। এলাকায় তার সুনাম আছে। লাঠি খেলার পাশাপাশি সে ভালো কুস্তিও খেলে। তার শরীরে যেমন শক্তি তেমনি তার ভয়ঙ্কর চেহারা। তার চেহারা দেখেই প্রতিপক্ষ হতাশ হয়ে পড়ে। এমন কোনো কাজ নেই যা শাহাদাত পারে না। ভালো খারাপ সব কাজই সে করে টাকার বিনিময়ে।

(ক) জসীমউদ্দীন রচিত উপন্যাসের নাম কী? ১

(খ) 'আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী' কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকের সাথে রুপাই কবিতার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য যুক্তি দিয়ে দেখাও। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের শাহাদাত রুপাই কবিতার রুপাইর মতো নামি-দামি হলেও রুপাই কবিতার মূল বক্তব্য প্রতিফলিত হয়নি।" কথাটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

উত্তর

(ক) জসীমউদ্দীন রচিত উপন্যাসের নাম 'বোবা কাহিনি'।

(খ) "আখড়াতে তার, বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী"- কথাটির মধ্যদিয়ে রুপাইয়ের বীরত্বের কথা বলা হয়েছে।

লাঠিয়াল, পালায় রুপাই ছিল সবার সেরা। তাই আখড়ার সবাই তার লাঠিটাকে সম্মান করে। সে সম্মানটি মূলত রুপাইর নিজেরই।

(গ) লাঠি খেলায় পারদর্শিতা ও ন্যায়নীতির দিক দিয়ে উদ্দীপক ও রূপাই কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই আছে।
‘রূপাই’ কবিতায় রূপাই লাঠি খেলায় ওস্তাদ। তার সাথে কেউ পেরে ওঠে না। এজন্য আখড়ায় সবাই তাকে সম্মানের চোখে দেখে তার বীরত্ব ও কৃতিত্বের জন্য। লেখক নিজেই বলেছেন– এমন বাপের বেটা কেউ কখনো দেখেনি।
উদ্দীপকের শাহাদাত ভালো লাঠি খেলোয়ার। কুস্তিতেও সে ভালো। তার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে প্রতিপক্ষ ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার ভেতর ন্যায় অন্যায়বোধ নেই। সে টাকার জন্য সব করতে পারে। লাঠি খেলায় পারদর্শিতার দিক দিয়ে রূপাইয়ের সাথে শাহাদাতের সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু রূপাই শাহাদাতের মতো লোভী নয়। আবার রূপাইয়ের চেহারা মায়াবী কিন্তু শাহাদাতের চেহারা ভয়ঙ্কর যা দেখে অন্যরা ভীত বা হতাশ হয়ে পড়ে। তাই উদ্দীপকের শাহাদাতের সাথে রূপাইয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই আছে।

(ঘ) “শাহাদাত ‘রূপাই’ কবিতার রূপাইয়ের মতো নামিদামি হলেও- ‘রূপাই’ কবিতার মূল বক্তব্য উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি”- কথাটি যথার্থ।
‘রূপাই’ কবিতায় রূপাই তার সুন্দর ব্যবহার পরোপকার ও বীরত্বের জন্য সবার প্রিয়। মুরব্বি লোকেরা বলে, ছেলে না, ও যেন পাগাল লোহা। যেকোনো কাজেই সে দক্ষ। তার ন্যায়নীতিবোধের জন্য সে সকলের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে।
উদ্দীপকের শাহাদাত লাঠি ও কুস্তি খেলায় পারদর্শী। এ ব্যাপারে তার সুনাম রয়েছে। শাহাদাত সব কাজ করতে পারে। টাকায় বিনিময়ে সে ভালোকাজ খারাপকাজ সবই করে। ‘রূপাই’ কবিতায় রূপাই শুধু একটি চাষা পরিবারের সন্তান না। সে দিন দিন কৃষক সমাজের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে সে বেড়ে উঠেছে। কবিতায় গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি কৃষকের রূপ ও কর্মোভোগ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে কালো, ভ্রমর, রঙিন ফুল, কাঁচা ধানের পাতা, কচি মুখের মায়াবি রূপ ইত্যাদি উপমা ও উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। কবি অপরিসীম দক্ষতায় নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কিন্তু উদ্দীপকে শুধু শাহাদাত প্রসঙ্গেই আলোচনা করা হয়েছে। তাই ‘রূপাই’ কবিতার মূল বক্তব্য উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি।

০১। ‘রূপাই’ কবিতা কে লিখেছেন?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ কবি জসীমউদ্‌দীন গ কবি জীবনানন্দ দাশ ঘ কবি ফররুখ আহমদ

০২। কবি জসীমউদ্‌দীন কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ১৯০৩ খ ১৯১০ গ ১৯৩৩ ঘ ১৯৩৫

০৩। কবি জসীউদ্‌দীন কত খ্রিষ্টাব্দে এমএ পাস করেন?
ক ১৯২০ খ ১৯৩১ গ ১৯৩৪ ঘ ১৯৩৫

০৪। জসীমউদ্‌দীন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাস করেন?
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় গ করাচি বিশ্ববিদ্যালয় ঘ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

০৫। জসীমউদ্‌দীন কত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন?
ক ১০ বছর খ ৫ বছর গ ১৫ বছর ঘ ১২ বছর

০৬। জসীমউদ্‌দীন সরকারের কোন বিভাগে উচ্চ পদে যোগ দেন?
ক তথ্য ও প্রচার বিভাগ খ সংস্কৃতি ও তথ্য বিভাগ গ যোগাযোগ ও তথ্য বিভাগ ঘ প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ

০৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় কোন কবিতাটি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়?
ক রূপাই খ কবর গ মুক্তিযোদ্ধা ঘ আসমানি

০৮। ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ কোন ধরনের রচনা?
ক উপন্যাস খ নাটক গ কাহিনিকাব্য ঘ ছোটগল্প

০৯। ‘রাখালি’ কার লেখা কাব্যগ্রন্থ?
ক কবি জসীমউদ্‌দীন খ কবি শামসুর রাহমান গ কবি আল মাহমুদ ঘ কবি সৈয়দ শামসুল হক

১০। জসীমউদ্‌দীন রচিত নাটক কোনটি?
ক নীলদর্পণ খ ভ্রান্তিবিলাস গ বেদের মেয়ে ঘ কৃষ্ণকুমারী

১১। ‘রঙিলা নায়ের মাঝি’ কোন ধরনের রচনা?
ক কাব্য খ উপন্যাস গ গীতি কবিতা ঘ গানের সংকলন

১২। কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জসীমউদ্‌দীন সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেন?
ক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়

১৩। জসীমউদ্‌দীন কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৯৭৬ খ ১৯৭০ গ ১৯৮০ ঘ ১৯৭৩

১৪। জসীমউদ্‌দীনের লেখা শিশুতোষ গ্রন্থ—
র. হাসু *রর.* রাখালি *ররর.* ডালিম কুমার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১৫। কবি জসীমউদ্‌দীন সরকারের উচ্চপদে যোগ দেন—
র. সরকারের তথ্য বিভাগে *রর.* সরকারের প্রচার বিভাগে *ররর.* সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর　খ র ও ররর　গ রর ও ররর　ঘ র, রর ও ররর

১৬। জসীমউদ্‌দীনের লেখা কাহিনি কাব্য—

র. বোবা কাহিনি　রর. নক্সী কাঁথার মাঠ　ররর. সোজন বাদিয়ার ঘাট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর　খ র ও ররর　গ রর ও ররর　ঘ র, রর ও ররর

১৭। কবি জসীমউদ্‌দীন পদক পেয়েছেন—

র. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ডিগ্রি　রর. বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক

ররর. বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর　খ র ও ররর　গ রর ও ররর　ঘ র, রর ও ররর

১৮। রুপাই কার ছেলে?

ক চাষার ছেলে　খ বেদের ছেলে　গ ধনীর ছেলে　ঘ কুমোরের ছেলে

১৯। চাষার ছেলের মাথার চুল কেমন ছিল?

ক কোঁকড়ানো　খ খাটো　গ লম্বা　ঘ কালো

২০। 'রুপাই' কবিতায় ভ্রমর কেমন?

ক কালো　খ লাল　গ নীল　ঘ হলুদ

২১। কচি মুখের মায়া কীরূপ?

ক ফুলের পাপড়ির মতো　খ শরতের শেফালির মতো　গ কাঁচা ধানের পাতার মতো　ঘ লাল-নীল প্রজাপতির মতো

২২। 'রুপাই' কবিতায় কীসের ছায়া মাখিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে?

ক নবীন তৃণের ছায়া　খ বট বৃক্ষের ছায়া　গ বন-বনানীর ছায়া　ঘ নবীন ধানের ছায়া

২৩। বাহু দুখান কীসের মতো সরু?

ক গাছের সরু শাখার মতো　খ জালি লাউয়ের ডগার মতো　গ সজনে ডাঁটার মতো　ঘ জালি কুমড়ার ডগার মতো

২৪। কার বাহু দুখান লাউয়ের ডগার মতো সরু?

ক গায়ের চাষা　খ খেলার সাথির　গ চাষার ছেলের　ঘ গায়ের ছেলের

২৫। 'রুপাই' কবিতার গা খানি কীসের মতো?

ক তমাল তরুর মতো　খ হিজল তমালের মতো　গ কল্পতরুর মতো　ঘ পদ্মপাতার মতো

২৬। বাদল-ধোয়া মেঘে কী মাখিয়ে দিয়েছে?

ক মধু　খ তেল　গ সুগন্ধ　ঘ কাদা

২৭। 'রুপাই' কবিতায় কে পিছলে পড়ে?

ক রুপাই　খ চাষা　গ বিজলি মেয়ে　ঘ চাষার ছেলে

২৮। বিজলি মেয়ে কী ছড়ায়?

ক আলোর খেল　খ হাসি　গ লালিমা　ঘ মুক্তো

২৯। কচি ধানের চারা কে তুলে?

ক রুপাই　খ চাষি　গ চাষির ছেলে　ঘ চাষির বউ

৩০। 'রুপাই' কবিতায় রুপাইয়ের মুখে কতকটা কী জড়িয়ে গেছে?

ক কান্না　খ বেদনা　গ হাসি　ঘ আনন্দ

৩১। 'রুপাই' কবিতায় কী দিয়ে সকল ধরা দেখার কথা বলা হয়েছে?

ক দু চোখ দিয়ে　খ মনে চোখ দিয়ে　গ রুপাইয়ের চোখ দিয়ে　ঘ কালো চোখের তারা দিয়ে

৩২। কবিতার কালো দাঁতের কালি দিয়ে কী লেখে?

ক কেতাব কোরান　খ খাতা পত্র　গ চিঠি লেখে　ঘ মানপত্র লেখে

৩৩। রুপাই কবিতার কে সব জয় করেছে?

ক গায়ের চাষা　খ চাষিদের কালো ছেলে　গ বিজলি মেয়ে　ঘ কবি নিজে

৩৪। 'রুপাই' কবিতায় কার 'গরব' এর কথা বলা হয়েছে?

ক যে-জন সোনা বানায়　খ যে-জন ফসল ফলায়　গ যে-জন ধানের চারা তোলে　ঘ রুপাইয়ের

৩৫। রুপাই কবিতার রং পেলে কী গড়তে পারে?

ক তৈলচিত্র　খ বিশাল ছবি　গ রামধনুকের হার　ঘ সোনার হার

৩৬। কে সবার মন ভুলায়?

ক রুপাই　খ শাওন　গ সাহিনা　ঘ সাহিদা

৩৭। 'রুপাই' কবিতার কে সবার বুক জুড়ায়?

ক চাষি | খ চাষির ছেলে | গ আখড়ার লোক | ঘ বাদল- ধোয়া মেঘ

৩৮। আখড়াতে কীসের লাঠি আছে?

ক বেতের | খ কাঠের | গ বাঁশের | ঘ পিতলের

৩৯। খেলার দলে কাকে নিয়ে সবাই টানাটানি করে?

ক রুপাইকে | খ গাঁয়ের ছেলেকে | গ যে সোনা বানায় | ঘ যে ধানের চারা বোনে

৪০। 'রুপাই' কবিতায় মাঠের ধানের রং কেমন?

ক রূপালি | খ সোনালি | গ কালো | ঘ হলুদ

৪১। আখড়াতে অনেক মানী কী?

ক হাতের লাঠি | খ বাঁশের লাঠি | গ বেতের লাঠি | ঘ কাঠের লাঠি

৪২। 'রুপাই' কবিতার রুপার চেয়ে দামি কী?

ক রুপাই | খ চাষি | গ আখড়া | ঘ রামধনুকের হার

৪৩। এক কালে কার নামে গাঁ নামি হবে?

ক জসীমউদ্‌দীনের | খ চাষিদের | গ রুপাইয়ের | ঘ আখড়ার লোকদের

৪৪। রুপাই কবিতায় প্রধানত কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?

ক প্রকৃতির পটভূমিতে গ্রামীণ কৃষকের শৈল্পিক দিক | খ রুপাইয়ের অবয়বের সৌন্দর্যের দিক

গ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ক্ষেত্র প্রচারের দিক | ঘ কৃষকের চাষাবাদের দক্ষতার দিক

৪৫। "কালো দাঁতের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লিখি" -এ চরণটিতে 'কালো দাত? কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক ভাতরান্নার পাত্র বিশেষ | খ লেখার কালি রাখার পত্র বিশেষ

গ মুড়ি ভাজার বালি রাখার পাত্র বিশেষ | ঘ জালে গাব দেবার পাত্র বিশেষ

৪৬। "শাল সুন্দি বেত' যেন ও সকল কাজে লাগে"-পঙ্‌ক্তিটিতে কবির কোন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে?

ক সৌন্দর্য চেতনার | খ কৃষকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধের

গ গ্রামীণ জীবনের প্রতি গভীর মমতাবোধের | ঘ গ্রামীণ অনুভূতি প্রকাশের

৪৭। 'রুপাই' কবিতায় কালো বলা হয়েছে—

i. জনমকে | *ii.* মরণকে | *iii.* মেঘকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *i* ও *ii* | খ *i* ও *iii* | গ *ii* ও *iii* | ঘ *i*, *ii* ও *iii*

৪৮। 'মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি'- বলতে বোঝানো হয়েছে—

i. মলিন মুখ | *ii.* হাস্যোজ্জ্বল চেহারা | *iii.* হাসি-খুশি ভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *i* ও *ii* | খ *ii* ও *iii* | গ *i* ও *iii* | ঘ *ii* ও *iii*

৪৯। তারির পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন-এ প্রকাশিত হয়েছে—

i. বৃন্দাবনের সৌন্দর্য | *ii.* রুপাইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব | *iii.* রুপাইয়ের জনপ্রিয়তা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *i* ও *ii* | খ *ii* ও *iii* | গ *i* ও *iii* | ঘ *ii* ও *iii*

৫০। কীসের রঙিন ফুল! বলতে রঙিন 'ফুল' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—

i. তুচ্ছার্থে | *ii.* রঙিন আর্থে | *iii.* তুলনার্থে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *i* ও *ii* | খ *i* ও *iii* | গ *ii* ও *iii* | ঘ *i*, *ii* ও *iii*

৫১। তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতে কুসুম ফুটাই

উল্লিখিত কবিতাংশের সাথে রুপাই কবিতার যে দিকের সাদৃশ্য রয়েছে—

i. প্রকৃতিপ্রেম প্রকাশের | *ii.* গ্রামীণ সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত করার | *iii.* কৃষকের গুণগান প্রকাশের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *i* ও *ii* | খ *i* ও *iii* | গ *ii* ও *iii* | ঘ *i*, *ii* ও *iii*

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কৃষক জমির তার জমিতে ফসল ফলায়। সেদিন শিশুপুত্রকে নিয়ে তার জমিতে গেল। সরিষা খেতের হলুদের সমারোহ দেখে তারা খেতের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। জমির মৃদু হেসে বলল, দেখছিস খোকা কী সুন্দর রঙিন ফুল!

৫২। উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক দুই বিঘা জমি | খ আবার আসিব ফিরে | গ রূপাই | ঘ প্রার্থী

৫৩। উদ্দীপকে উক্ত কবিতায় প্রতিফলিত দিক হচ্ছে—

র. গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি | *রর.* রঙিন ফুল | *ররর.* কৃষকের মুখের হাসি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *রর* ও *ররর* | গ *র* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫৪। 'পদ-রজ' শব্দ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক পদযাত্রা | খ চরণধূলি | গ পথিক | ঘ পদকর্তা

৫৫। 'পাগাল' অর্থ কী?

ক লোহা | খ তামা | গ ইস্পাত | ঘ সিসা

৫৬। 'আখড়া' শব্দের অর্থ কী?

ক আড্ডার স্থান | খ বাজার | গ আস্তানা | ঘ মেলা

৫৭। 'নবীন তৃণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক কচি পাতা | খ নতুন ঘাস | গ নতুন গাছ | ঘ কচি চারা

৫৮। 'শাওন' শব্দের অর্থ কী?

ক শ্রাবণ | খ সন্ধ্যা | গ সাগর | ঘ রাত

৫৯। 'কালো দাত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক কালো রঙের দাঁত | খ ময়লা দাঁত | গ দোয়াত | ঘ বিষ দাঁত

৬০। 'গরব' শব্দের অর্থ কী?

ক গর্ব | খ হিংসা | গ নিন্দা | ঘ উপহাস

৬১। 'সিনান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক সূর্য | খ চন্দ্র | গ গোসল | ঘ সাঁতার

৬২। 'বৃন্দাবন' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক তীর্থস্থান | খ শাল বন | গ গভীর বন | ঘ পাহাড়ি বন

৬৩। 'উজল' বলতে বোঝায়—

র. উজ্জ্বল | *রর.* দীপ্তিমান | *ররর.* উৎফুল্ল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *র* ও *রর* | ঘ *রর* ও *ররর*

৬৪। 'ভ্রমর' শব্দের অর্থ হচ্ছে—

র. মৌমাছি | *রর.* প্রজাপতি | *ররর.* মধুকর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* খ *র* ও *রর* | গ *র* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৬৫। 'জালি' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—

র. কুমড়ো | *রর.* কচি | *ররর.* সদ্য অঙ্কুরিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *রর* ও *ররর* | গ *র* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৬৬। রোদে পুড়ে কৃষকের শরীরের কী রং হয়?

ক কালো | খ শ্যামলা | গ ফর্সা | ঘ গৌরবর্ণ

৬৭। সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয় কীসে?

ক শ্রমিকের ঘামে | খ কৃষকের শ্রমে | গ বিদ্যা শিক্ষায় | ঘ মানবসেবায়

৬৮। 'রূপাই' কবিতায় পৃথিবীর সবকিছু কে জয় করেছে?

ক কালো কৃষক | খ রূপাই | গ আখড়ায় লোকজন | ঘ খেলার সাথিরা

৬৯। 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাহিনিকাব্য থেকে কোন কবিতা সংকলিত?

ক মুক্তিযোদ্ধা | খ রূপাই | গ আসমানি | ঘ কবর

৭০। সকল কাজে পারদর্শী কে?

ক গায়ের বুড়োরা | খ আখড়ার লাঠিয়াল | গ কালো কৃষক | ঘ খেলার দল

৭১। গ্রাম-বাংলার প্রকৃতিতে প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায়—

র. রঙিন ফুল | *রর.* কাঁচা ধানের পাতা | *ররর.* কালো ভ্রমর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ রর ও ররর গ র ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৭২। **পৃথিবীর সমস্ত কেতাব লেখা হয়—**

র. কালো কালিতে রর. নীল কালিতে ররর. লাল কালিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র খ র ও রর গ র ও ররর ঘ রর ও ররর

প্রার্থনা

কায়কোবাদ

প্রশ্ন -০১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।

(ক) স্তুতি কথার অর্থ কী? ১
(খ) 'তোমার দুয়ারে আজি রিক্ত করে' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
(গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'প্রার্থনা' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকটি 'প্রার্থনা' কবিতার একটি বিশেষ দিককে নির্দেশ করলেও সমগ্রভাব প্রকাশে সক্ষম নয়—যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

অনুশীলনীর ১নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) স্তুতি কথার অর্থ প্রশংসা।

(খ) 'তোমার দুয়ারে আজি রিক্ত করে' বলতে কবি শূন্য হাতে স্রষ্ঠার কাছে আত্মসমর্পণ করাকে বোঝাতে চেয়েছেন।
স্রষ্টাকে যেকোনো উপায়ে ডাকা যায়। প্রভুকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করার মতো কোনো সহায় সম্বল কবির নেই। তবু সৃষ্টিকর্তার দুয়ারে শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে নিজেকে সঁপেছেন খোদার মহিমায়, আত্মসমর্পণ করেছেন চোখের জলে।

(গ) বিপদে-আপদে, সুখে-শান্তিতে সবসময় বিধাতার কাছ থেকে শক্তি কামনা করার দিকটি 'প্রার্থনা' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে যা উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
সৃষ্টিকর্তার পরম গুণ হলো তিনি দয়াময়। সেই দয়াময়তার কারণে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করলে আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়।
উদ্দীপকে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করা হয়ছে। আনন্দের মুহূর্ত ও প্রাচুর্যের দিনে স্রষ্টাকে ভুলে না যাওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। সেইসাথে দুঃখে-বিপদে, অভাবে-প্রয়োজনে স্রষ্টাকে স্মরণ করার কথাও বলা হয়েছে, একইভাবে 'প্রার্থনা' কবিতায় বিপদে-আপদে, সুখে-শান্তিতে সবসময় বিধাতার কাছ থেকে শক্তি কামনা করা হয়েছে। কেননা সুখে-দুখে, শয়নে-স্বপনে তিনি আমাদের একমাত্র ভরসা। এভাবে আমরা ভাবগত দিক দিয়ে উদ্দীপক ও 'প্রার্থনা' কবিতার সাদৃশ্য খুঁজে পাই।

(ঘ) উদ্দীপকটি 'প্রার্থনা' কবিতার যেকোনো অবস্থায় স্রষ্টাকে স্মরণ করার বিশেষ দিককে নির্দেশ করেছে মাত্র, সমগ্রভাব নয়।
স্রষ্টার দেখানো পথই মানবের কল্যাণ বয়ে আনে। জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে স্রষ্টার আরাধনা হয়, সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।
উদ্দীপকে পূর্ণ ভক্তিতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিনে খোদাকে স্মরণ করার কথা উঠে এসেছে। অনুরূপভাবে বিপদে-আপদে, জীবনে কঠিন পরিস্থিতি নেমে আসলেও খোদার প্রতি আস্থা রাখার কথা ব্যক্ত হয়েছে।
'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্রষ্টার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা কবিতায় কবি স্রষ্টার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কবি ভক্তি বা প্রশংসা করতে না জেনেও কেবল চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেন। স্রষ্টার অফুরন্ত দয়ায় জগতের সবকিছু চলছে। তাঁর কাছেই সকলে সাহায্য প্রার্তনা করে। শূন্য হাতে পরম ভক্তিভরে স্রষ্ঠার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, তাঁর আরাধনায় নিজেকে নিবেদন করার জন্য স্রষ্টা যাতে আমাদের দেহে ও হৃদয়ে শক্তি দান করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'প্রার্থনা' কবিতার সমগ্রভাব ধারণ করতে পারেনি।

প্রশ্ন -০২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রহিম মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে দেখল, ইমাম সাহেব মুনাজাত করছেন। তিনি মোনাজাতে আল্লাহ্‌র কাছে বিনয়ের সাথে সবার জন্য ক্ষমা চাচ্ছেন। সবার জানা-অজানা অপরাধের জন্য ক্ষমা চাচ্ছেন এবং বলছেন- প্রভু তুমি অন্তর্যামী, আমাদের অন্তরের কালিমা দূর কর।

(ক) 'প্রার্থনা' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? ১
(খ) 'বিভো, দেহ হৃদে বল'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
(গ) উদ্দীপকের ইমাম সাহেবের মুনাজাতের সাথে প্রার্থনা কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) 'প্রভু তুমি অন্তর্যামী, আমাদের অন্তরের কালিমা দূর কর।'- কথাটি 'প্রার্থনা' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) ‘প্রার্থনা’ কবিতাটি ‘অশ্রুমালা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

(খ) ‘বিভো, দেহ হৃদে বল’ বলতে স্রষ্টার কাছে দেহে ও হৃদয়ে শক্তি কামনা করাকে বোঝানো হয়েছে।
সৃষ্টিকর্তার সাহায্য ও দয়া ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। তাই কবি স্রষ্টার কাছেই দেহে ও হৃদয়ে শক্তি কামনা করেছেন। কারণ আমরা যেন স্রষ্টার আরাধনায় নিজেকে নিবেদন করতে পারি।

(গ) ‘প্রার্থনা’ কবিতায় নত হয়ে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা জানানোর দিক দিয়ে কবিতার সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।
‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি স্রষ্টার প্রতি আরাধনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি স্বীকার করেছেন স্রষ্টার প্রতি তাঁর সেই রকম ভক্তি নেই। তিনি জানেন না কীভাবে স্রষ্টার প্রশংসা করতে হবে। তাই কবি নিঃস্ব রিক্ত হয়ে শুধু চোখের জল নিয়ে স্রষ্টার সামনে দাঁড়িয়েছেন। স্রষ্টা যেন মনে ও দেহে বল দেন। জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে বিধাতাই একমাত্র পথের সম্বল।
উদ্দীপকে ইমাম সাহেব মুনাজাতে আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে সবার জন্য ক্ষমা চান। উপস্থিত সকল মানুষের জানা- অজানা অপরাধের ক্ষমা চান। তিনি বলেন, প্রভু তুমি অন্তর্যামী। আমাদের অন্তরের কালিমা দূর কর। সৃষ্টিকর্তার প্রতি ইমাম সাহেবের বিনয় মিশ্রিত প্রার্থনা ছিল খুবই আবেগপূর্ণ। তার এই আবেগ ‘প্রার্থনা’ কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) ‘প্রভু তুমি অন্তর্যামী আমাদের অন্তরের কালিমা দূর কর, উদ্দীপকে উল্লিখিত ইমাম সাহেবের এই মোনাজাত ‘প্রার্থনা’ কবিতায়ও সত্য হয়ে উঠেছে।
‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি বিপদে-আপদে, সুখে, শান্তিতে সব সময় বিধাতার কাছে শক্তি কামনা করেছেন। সৃষ্টিকর্তার দয়া ছাড়া মানুষ এক পাও চলতে পারে না। সর্বাবস্থায় তাই সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র ভরসা। তাই কবি রিক্তহস্তে ভক্তি ভরে তার প্রার্থনা জানায়- হে প্রভু আমাদের দেহে ও হৃদয়ে শক্তি দাও।
উদ্দীপকে ইমাম সাহেব সকলের জন্য দোয়া করেছেন। বিনীতভাবে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে জানা- অজানা অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন এবং বলেছেন, প্রভু তুমি অন্তর্যামী, আমাদের অন্তরের কালিমা দূর কর।
উদ্দীপকের ইমাম সাহেবের প্রার্থনা যেমন খুবই আবেগপূর্ণ যুক্তিযুক্ত। তিনি ইমাম হিসেবে সবার ক্ষমা কামনা করেছেন। ‘প্রার্থনা’ কবিতায়ও বিনয়ের সাথে একইরূপ প্রার্থনা জানিয়েছেন। কারণ আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া কেউ চলতে পারে না।

প্রশ্ন -০৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পাহাড় সমুদ্র রাত্রি
সবই গড়েছেন তিনি।
সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে
স্মরণে রাখি আমরা তারে।

(ক) কবি কায়কোবাদের গ্রামের নাম কী? ১
(খ) ‘ভুলিনি তোমারে এক পল’- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
(গ) উদ্দীপকের কবিতাংশের সাথে ‘প্রার্থনা’ কবিতার ভাবার্থের মিল আছে কি?- ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) “স্মরণে রাখি আমরা তারে”- কথাটির সাথে ‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি কায়কোবাদের একাগ্র হৃদয়ে স্মরিলে তোমারে নিভে শোকানল”- কথাটি কীভাবে সম্পর্কিত বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) কবি কায়কোবাদের গ্রামের নাম আগলা পূর্বপাড়া।

(খ) ‘ভুলি নি তোমারে এক পল’- বলতে বিধাতাকে এক মুহূর্তের জন্য না ভোলার কথা বলা হয়েছে।
‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি বলেছেন, চরম দারিদ্র্যে ও বিপদে যখন ছিলাম তখনো তোমাকে ভুলিনি আবার সম্পদে সুখের সাগরে যখন ভেসেছি তখনো তোমাকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলিনি।

(গ) স্রষ্টার মহিমা ও গুণগান প্রকাশের দিক দিয়ে উদ্দীপকের কবিতাংশের সাথে ‘প্রার্থনা’ কবিতার ভাবার্থের মিল রয়েছে।
‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি মূলত স্রষ্টার অপার মহিমা তুলে ধরে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে আবেদন- নিবেদন করেছেন। পৃথিবীর ফুল-ফল, তরুলতা সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন জাতের পাখি তাঁরই গুণগান করে। তাঁরই মহিমা গায়। স্রষ্টার অপার করুণা লাভ করেই বিশ্ব সংসারের প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদ প্রাণ ধারণ করে আছে।
উদ্দীপকে স্রষ্টার ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। তিনিই পাহাড়, সমুদ্র, রাত্রি সবই গড়েছেন। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি সর্বব্যাপী। সবই তাঁর সৃষ্টি। মানুষের পক্ষে স্রষ্টার সৃষ্টি জগতের বাহিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সৃষ্টিকর্তা সুমহান। সুখে-দুখে, বিপদে-আপদে আমরা তাঁকে স্মরণে রাখি। ‘প্রার্থনা’ কবিতা ও উদ্দীপক উভয়স্থানে স্রষ্টার মহিমা ও গুণগান প্রকাশিত হয়েছে। তাই উদ্দীপকের সাথে কবিতার ভাবনার মিল রয়েছে।

(ঘ) মনের প্রশান্তি লাভের দিক দিয়ে উদ্দীপকের চরণটি ‘প্রার্থনা’ কবিতার চরণের সাথে সম্পর্কিত।
‘প্রার্থনা’ কবিতার শেষাংশে বলা হয়েছে মানুষ যদি একাগ্র হৃদয়ে স্রষ্টাকে স্মরণ করে তবে তার মনের শোকানল নিভে যায়। কারণ যিনি স্রষ্টার করুণা লাভে ধন্য হন তার মনে কোন দুঃখ-বেদনা থাকে না। মনেপ্রাণে স্রষ্টাকে ডাকলে মন প্রশান্ত হয়। মনের দারিদ্র্য দূর হয়। মনে কোনো অভাববোধ থাকে না। মনের বা আত্মার অভাব দূর হলেই সে সুখী হয়ে ওঠে।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে, স্মরণে রাখি আমরা তারে। যারা সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণে রাখে তারাইতো পরিপূর্ণ মানুষ। কারণ যার মনে স্রষ্টা সবসময় স্থান পায় সে পাপ পঙ্কিলতা থেকে আপনা আপনি দূরে থাকে। তার মন পবিত্র হয়ে ওঠে স্রষ্টাকে স্মরণের মধ্যদিয়ে। স্রষ্টার স্মরণ যে মনে জাগরূক থাকে সে দুঃখ বেদনার উর্ধ্বে উঠে যায়। স্রষ্টাই তার দুঃখ বেদনা লাঘব করে দেন।

উদ্দীপক ও প্রার্থনা কবিতার এই অংশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। উভয় স্থানে স্রষ্টাকে স্মরণের মধ্য দিয়ে মনে প্রশান্তি লাভের অভিপ্রায় রয়েছে। তাই উভয়ে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন -০৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রুনু তার বাবার সাথে পাহাড় দেখতে গেল। কী অপূর্ব সুন্দর! সবুজ গাছ পালায় ভরা পাহাড়। হরেকরকমের পাখি আর বুনো ফুলের মিষ্টি সুবাস। একটা ঝরনার কাছে গেল তারা। এত সুন্দর জলের ধারা মানুষ কি বানাতে পারে? রুনু মনে মনে ভাবল। নাহ্ এত অপার-অপূর্ব সৌন্দর্য মানুষের সৃষ্টি নয়। এই অসীম সৌন্দর্যের স্রষ্টা একজনই।

(ক) 'নিকুঞ্জ' অর্থ কী? ১

(খ) 'সদা আত্মহারা তব গুণগানে'- কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের রুনুর ভাবনা 'প্রার্থনা' কবিতার তৃতীয় স্তবকের ভাব ধারণ করেছে-ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'প্রার্থনা' কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।" - যুক্তি সহকারে আলোচনা কর। ৪

উত্তর

(ক) 'নিকুঞ্জ' অর্থ বাগান।

(খ) 'সদা আত্মহারা তব গুণগানে' -চরণটি দ্বারা স্রষ্টার গুণগানের কথা বলা হয়েছে।
কবি বলেছেন- বাগানের বিভিন্ন জাতের পাখিরাও স্রষ্টার গুণগানে ব্যস্ত থাকে। পাখিরা তাঁর গুণগানে আত্মহারা। স্রষ্টার গুণগান আর কলকাকলিতেই তারা প্রকৃতিকে মুখরিত করে তোলে।

(গ) প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য প্রকাশের দিক দিয়ে উদ্দীপকের রুনুর ভাবনা 'প্রার্থনা' কবিতার তৃতীয় স্তবকের ভাব ধারণ করেছে।
'প্রার্থনা' কবিতার তৃতীয় স্তবকে বলা হয়েছে, গাছে গাছে নানা জাতের পাখি, বাগানের ফুল সবই সৃষ্টিকর্তার গুণগান করে। সুন্দর ফুল ফল সবই স্রষ্টার দান। কারণ এই ফুল ফল অন্য কেউ সৃষ্টি করেনি। পাখিরা তাই সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রকাশে আত্মহারা হয়ে ওঠে।
উদ্দীপকের রুনু পাহাড়ের দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়। সবুজ গাছপালায় ভরা পাহাড়। যেখানে হরেকরকমের পাখি আর বুনো ফুলের মিষ্টি সুবাস। আরো অবাক হয় একটি ঝরনা দেখে। তার মনে প্রশ্ন জাগে এত সুন্দর ঝরনা কি মানুষ বানাতে পারে? সে বুঝতে পারল এটি সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। 'প্রার্থনা' কবিতায় তৃতীয় স্তবক ও উদ্দীপক বিবেচনা করলে আমরা লক্ষ করি এখানে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায় উদ্দীপকটি 'প্রার্থনা' কবিতার তৃতীয় স্তবকের ভাব ধারণ করেছে।

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'প্রার্থনা' কবিতায় সমগ্রভাব প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছে।"- কথাটি যুক্তিযুক্ত।
'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্রষ্টার মহিমা তুলে ধরেছেন আর স্রষ্টার নিকট হৃদয়ে শক্তি সাহস প্রদানের প্রার্থনা জানিয়েছেন। ভক্তি ও প্রশংসা প্রকাশে নিমগ্ন কবি চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেন। বিপদে-আপদে সুখে-শান্তিতে বিধাতার কাছে শক্তি ও সাহায্য কামনা করেন। গাছের পাখি কিংবা বনের ফুল সকলেই স্রষ্টাকে স্মরণ করে। স্রষ্টাই একমাত্র ভরসা।
উদ্দীপকে পাহাড় ও ঝরনার রূপে মুগ্ধ রুনুর মনে প্রশ্ন জেগেছে কে এসব সৃষ্টি করেছে। সে নিশ্চিতই জানে কোনো মানুষের পক্ষে এসব সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সে স্বীকার করে নিয়েছে পাহাড় ও ঝরনার অসীম সৌন্দর্যের স্রষ্টা একজনই।
উদ্দীপকে স্রষ্টার মহিমা প্রকাশিত হলেও কবিতায় যেরূপ শক্তি ও সাহায্য কামনা করা হয়েছে উদ্দীপকে তা নেই। বিধাতাকে স্মরণ ও তাঁকে আরাধনা করার বিষয়টিও উদ্দীপকে অনুপ্রাণিত। তাই বলা যায় উদ্দীপকটি 'প্রার্থনা' কবিতায় সমগ্রভাব ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রশ্ন -০৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সামান্য কারণে হাফিজ তার চাকরি হারালেন। বেকার হয়ে তিনি পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। মনে মনে তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। তবুও তার চাকরির ব্যবস্থা হলো না। তিনি প্রভুর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। কয়েক দিন পরে হাফিজ শুনল তার আগের অফিসে দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদি তিনি অফিসে থাকতেন তবে দুর্ঘটনায় তার মারাত্মক ক্ষতি হতো। তিনি বিপদে পড়তেন। যেটা চাকরি হারানোর থেকেও ভয়াবহ। হাফিজ মনে মনে প্রভুকে ধন্যবাদ দিলেন। তার মনের ক্ষোভ দূর হলো।

(ক) মহাশ্মশান কবি কায়কোবাদের কী ধরনের রচনা? ১

(খ) "তব নামে অশেষ মঙ্গল"- কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকের হাফিজের ক্ষোভ দূর হওয়া, 'প্রার্থনা' কবিতায় প্রকাশিত কবি কায়কোবাদের অনুভবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ- ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, ক্ষোভ-বিষাদ যাই আসুক না কেন, - ঈশ্বর প্রেম মানুষকে মুক্তি দেয়"— উক্তিটি উদ্দীপক ও প্রার্থনা কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) 'মহাশ্মশান' কবি কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্য।

(খ) 'তব নামে অশেষ মঙ্গল' -কথাটিতে স্রষ্টার নাম স্মরণের মাধ্যমে অশেষ কল্যাণ লাভের কথা বলা হয়েছে।
স্রষ্টাকে স্মরণ করার মধ্যেই মানুষের সীমাহীন মঙ্গল নিহিত। স্রষ্টার নাম স্মরণের মধ্য দিয়েই মানুষ আত্মিক পবিত্রতা লাভ করে। তার দুঃখ কষ্ট দূর হয়। কারণ সে তার অভাব অভিযোগের কথা স্রষ্টার কাছেই নিবেদন করে।

(গ) মানুষ সর্বাবস্থায় সৃষ্টিকর্তার দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যেই বেঁচে থাকে। সেদিক দিয়ে উদ্দীপকের হাফিজের ক্ষোভ দূর হওয়া 'প্রার্থনা' কবিতায় প্রকাশিত কবি কায়কোবাদের অনুভবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি কায়কোবাদ মানবজীবনের গভীরতম সত্যকে তুলে ধরেছেন। মহান সৃষ্টিকর্তার অফুরন্ত দয়ায় জগতের সবকিছু চলছে। তাঁর কাছেই সকলে সাহায্য প্রার্থনা করে। বিপদে-আপদে, সুখে-শান্তিতে সব সময় তিনি বিধাতার কাছ থেকে শান্তি কামনা করেন। সুখে-দুখে, শয়নে-স্বপনে তিনি আমাদের একমাত্র ভরসা।

উদ্দীপকের হাফিজ চাকরি হারিয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেও কোনো চাকরির ব্যবস্থা হয়নি। প্রভুর প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। আগের অফিসে দুর্ঘটনা ঘটার পর বুঝতে পারলেন সেখানে থাকলে তার কী ভয়াবহ ক্ষতিই না হতো। হাফিজ মনে মনে প্রভুকে ধন্যবাদ দিলেন। ‘প্রার্থনা’ কবিতায় সৃষ্টিকর্তার দয়া ও অনুগ্রহের দিকটি উদ্দীপকের হাফিজের ঘটনার মধ্যদিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই উদ্দীপকের হাফিজের ক্ষোভ দূর হওয়া ‘প্রার্থনা’ কবিতায় প্রকাশিত কবি কায়কোবাদের অনুভবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) “সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, ক্ষোভ-বিষাদ যাই আসুক না কেন- ঈশ্বর প্রেম মানুষকে মুক্তি দেয়”- এ উক্তিটি যথার্থ।

‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি বিপদে, আপদে, সুখে শান্তিতে সব সময় তিনি বিধাতার কাছ থেকে শান্তি কামনা করেন। গাছে গাছে পাখি, বনে বনে ফুল সবই বিধাতাকে স্মরণ করে। তাঁর অফুরন্ত দয়ায় জগতের সবকিছু চলছে। তাঁর কাছে সকলেই সাহায্য প্রার্থনা করে। তাঁর অপার করুণা লাভ করেই বিশ্ব সংসারের প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদ প্রাণ ধারণ করে আছে। সুখে-দুখে, শয়নে-স্বপনে তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

উদ্দীপকেও হাফিজ চাকরি হারিয়ে পথে পথে ঘুরতে থাকেন এবং স্রষ্টাকে ডাকেন। কিন্তু তার কোনো ব্যবস্থা না হওয়ায় প্রভুর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কিছুদিন পরে জানতে পারলেন অফিসে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেখানে চাকরি করলে হাফিজের মারাত্মক ক্ষতি হতো। যেটা তার চাকরি হারানোর চেয়েও ভয়াবহ। হাফিজ পরবর্তীতে ভুল বুঝতে পেরে প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করেন।

‘প্রার্থনা’ কবিতা ও উদ্দীপকের আলোচনা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ক্ষোভ-বিষাদ যাই আসুক না কেন- ঈশ্বর প্রেম আমাদের মুক্তি দেয়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

০১। কবি কায়কোবাদ কত খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন?
ক ১৮৫৬ খ ১৮৫৭ গ ১৮৫৯ ঘ ১৮৬০

০২। কবি কায়কোবাদের জন্ম কোন জেলায়?
ক বরিশাল খ যশোর গ গাজীপুর ঘ ঢাকা

০৩। কবি কায়কোবাদের গ্রামের নাম কী?
ক আগলা পূর্বপাড়া খ বায়রা দক্ষিণপাড়া গ নবগ্রাম পূর্বপাড়া ঘ হিজুলিয়া পূর্বপাড়া

০৪। আগলা পূর্বপাড়া গ্রাম কোন থানায় অবস্থিত?
ক সাভার খ ধামরাই গ নবাবগঞ্জ ঘ দোহার

০৫। কবি কায়কোবাদের আসল নাম কী?
ক মুহম্মদ কাজেম আলী খ মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী গ কায়কোবাদ আল কুবায়শী ঘ মুহম্মদ কায়কোবাদ

০৬। তিনি কোন পর্যন্ত পড়াশোনা করেন?
ক প্রবেশিকা খ উচ্চ মাধ্যমিক গ স্নাতক ঘ স্নাতকোত্তর

০৭। কবি কায়কোবাদ কোন বিভাগে চাকরি নেন?
ক ডাক বিভাগ খ শিক্ষা বিভাগ গ সমাজসেবা বিভাগ ঘ শিল্পকলা বিভাগ

০৮। কবি ‘কায়কোবাদ’ কোথায় পোস্টমাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন?
ক ঢাকায় খ রাজশাহী গ নিজগ্রাম আগলা ঘ নবাবগঞ্জ

০৯। কবি কায়কোবাদের কবিতা লেখায় হাতেখড়ি হয় কখন?
ক ছেলেবেলায় খ কৈশোরে গ যৌবনে ঘ মধ্যবয়সে

১০। ‘মহাশ্মশান’ কোন ধরনের রচনা?
ক কাব্যগ্রন্থ খ গল্পগ্রন্থ গ উপন্যাস ঘ মহাকাব্য

১১। কত খ্রিষ্টাব্দে কবি কায়কোবাদ মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৯৫০ খ ১৯৫১ গ ১৯৫৬ ঘ ১৯৬০

১২। ‘অশ্রুমালা’ কোন ধরনের রচনা?
ক গল্পগ্রন্থ খ উপন্যাস গ কাব্যগ্রন্থ ঘ প্রবন্ধ

১৩। কবি কায়কোবাদ কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
ক কলিকাতায় খ ঢাকায় গ মানিকগঞ্জে ঘ সিরাজগঞ্জে

১৪। কবি কায়কোবাদের কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে—
র. মহরম শরিফ *রর.* অমিয়ধারা *ররর.* সঞ্চিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* খ *রর* ও *ররর* গ *র* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১৫। কবি কায়কোবাদ ক্রমাগত কবিতা লিখেছেন—
র. আপন স্বভাবে | রর. জীবিকার জন্য | ররর. কারো দেখাদেখি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক র খ রর | গ রর ও ররর | ঘ র, রর ও ররর

১৬। কবি কায়কোবাদের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে—
র. অশ্রুমালা | রর. কিশলয় | ররর. শিবমন্দির
নিচের কোনটি সঠিক?
ক র ও রর | খ র ও ররর | গ রর ও ররর | ঘ র, রর ও ররর

১৭। 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি কোথায় বল চেয়েছেন?
ক হৃদয়ে | খ শরীরে | গ চেতনায় | ঘ বাহুতে

১৮। কবি নিজেকে কী মনে করেছেন?
ক চিত্তবান | খ জ্ঞানী | গ নিঃসম্বল | ঘ জ্ঞানহীন

১৯। কবিতায় বলা হয়েছে, 'কি দিয়া করিব, তোমার—
ক গুণগান | খ আরতি | গ সেবা | ঘ প্রশংসা

২০। 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি কোথায় দাঁড়িয়েছেন?
ক দুয়ারে | খ বাহিরে | গ ভেতরে | ঘ দূরে

২১। প্রভুর দুয়ারে আজ কীভাবে দাঁড়িয়েছে?
ক অপরাধীর মতো | খ ভয়ে ভয়ে | গ রিক্ত হাতে | ঘ দু'হাত তুলে

২২। কবি প্রভুকে কী সঁপিতে দাঁড়িয়েছে?
ক আঁখি জল | খ আবেদন-নিবেদন | গ ভক্তি | ঘ স্তুতি

২৩। কবি কার কাছে বল বা শক্তি চেয়েছেন?
ক মানুষের কাছে | খ সূর্যের কাছে | গ ঝড়ের কাছে | ঘ প্রভুর কাছে

২৪। প্রভুকে পথের কী বলা হয়েছে?
ক প্রদর্শক | খ সম্বল | গ স্রষ্টা | ঘ আলো

২৫। নিকুঞ্জ বিতানে কারা আত্মহারা?
ক পশুপাখি | খ কত জাতি পাখি | গ ঘাস-ফুল | ঘ মৌমাছিরা

২৬। 'প্রার্থনা' কবিতার বিধাতার প্রসাদ কী?
ক ফুলফল | খ গাছপালা | গ পশুপাখি | ঘ নীল আকাশ

২৭। বিধাতার স্নেহকণা কী?
ক ফসল | খ ফুলফল | গ জগতের আয়ু | ঘ ধান-চাল

২৮। একাগ্র হৃদয়ে কাকে স্মরণ করতে বলা হয়েছে?
ক বিধাতাকে | খ তরুলতাকে | গ বসন্তের বায়ুকে | ঘ কলকলকে

২৯। বিধাকে স্মরণ করলে কী নিভে?
ক আগুন | খ শোকানল | গ ক্রোধানল | ঘ দাবানল

৩০। 'প্রার্থনা' কবিতায় শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয় কী?
ক ধর্মবোধ জাগ্রত করা | খ নিসর্গ প্রেম জাগ্রত করা | গ সাম্যবোধ জাগ্রত করা | ঘ বাস্তবজীবনে অনুপ্রবেশ করা

৩১। বিপুল বিপদে, আপদে ও সুখে সবসময় বিধাতার কাছে শক্তি কামনা করে। বিপুলের চেতনা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতার চেতনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক নদীর স্বপ্ন | খ প্রার্থনা | গ প্রার্থী | ঘ বঙ্গভূমির প্রতি

৩২। 'প্রার্থনা' কবিতায় যে বিষয় না জানার কথা বলা হয়েছে—
র. ভকতি | রর. স্তুতি | ররর. জ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক র ও রর | খ র ও ররর | গ রর ও ররর | ঘ র, রর ও ররর

৩৩। কবি এক মুহূর্তে প্রভুকে ভুলেননি তাঁর—
র. দারিদ্র্য পেষণে | রর. বিপদের ক্রোড়ে | ররর. সুখের সাগরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক র ও রর | খ রর ও ররর | গ র ও ররর | ঘ র, রর ও ররর

৩৪। 'প্রার্থনা' কবিতায় প্রভু পথের সম্বল হন—
র. জীবনে-মরণে | রর. শয়নে-স্বপনে | ররর. দিনে-রাতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ রর ও রর গ র ও ররর ঘ র, রর ও ররর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

এই সুন্দর ফল, সুন্দর ফুল
মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবাণী।

৩৫। অনুচ্ছেদের সাথে 'প্রার্থনা' কবিতায় কোন অংশের মিল রয়েছে?

ক তোমারি প্রসাদ চারু ফুল ফল খ তুমি মোর পথের সম্বল গ তব স্নেহ কণা জগতের আয়ু ঘ দাঁড়ায়েছি প্রভো, সঁপিতে তোমারে

৩৬। অনুচ্ছেদে 'প্রার্থনা' কবিতায় প্রতিফলিত দিক হলো—

র. প্রকৃতির সৌন্দর্য রর. মৃত্যু চিন্তা ররর. সৃষ্টিকর্তার স্তুতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ রর ও ররর গ র ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৩৭। 'বিষাদ' শব্দের অর্থ কী?

ক বিষণ্নতা খ অনুগ্রহ গ আনন্দবোধ ঘ সুন্দর

৩৮। 'রিক্ত করে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক নিঃস্ব করে খ শূন্য হাতে গ অসহায় করে ঘ ছন্নছাড়া করে

৩৯। 'পেষণে' শব্দটি দ্বারা কী বোঝায়?

ক পরিবর্তে খ কষ্টে গ অত্যাচারে ঘ পিষ্ট হয়ে

৪০। 'ক্রোড়' শব্দের অর্থ কী?

ক কোল খ কোটি গ মুদ্রা ঘ টাকা-পয়সা

৪১। 'প্রসাদ' শব্দের অর্থ কী?

ক ভবন খ প্রভাত গ অনুগ্রহ ঘ খাবার

৪২। 'স্তুতি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক প্রশংসা খ দোষ বর্ণনা গ আলোচনা ঘ নিন্দা

৪৩। 'আরতি' অর্থ কী?

ক ভয় খ খুশি গ প্রার্থনা ঘ গুণগান

৪৪। 'চারু' বলতে কী বোঝায়?

ক হরিণ খ সুন্দর গ ফাঁদ ঘ জাল

৪৫। 'নিকুঞ্জ' মানে কী?

ক বন খ গাছপালা গ পাখি ঘ বাগান

৪৬। 'পল' শব্দের অর্থ কী?

ক মুহূর্তকাল খ আজকাল গ আদিকাল ঘ মৃত্যুকাল

৪৭। 'বিভো' শব্দের অর্থ কী?

ক প্রকৃতি খ স্রষ্টা গ কবি ঘ লেখক

৪৮। প্রার্থনা বলতে বোঝায়—

র. অনুরোধ রর. মুনাজাত ররর. আবেদন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৪৯। 'বিভো' বলতে বোঝায়—

র. বিভু রর. বাঁশি ররর. স্রষ্টা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৫০। 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি কীভাবে নিজেকে নিবেদন করেন?

ক দীঘির জলে খ নদীর জলে গ চোখের জলে ঘ পরিশ্রম ও ঘামে

৫১। কবি হৃদয়ে শক্তি চেয়েছেন কেন?

ক স্রষ্টার আরাধনার জন্য খ কাব্য চর্চার জন্য গ ভ্রমণ করার জন্য ঘ কাজ করার জন্য

৫২। বিধাতাকে স্মরণ করে—

র. গাছে গাছে পাখি রর. বনে বনে ফুল ররর. নদীনালা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ রর ও রর গ র ও ররর ঘ র, রর ও ররর

ভাব ও কাজ

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রশ্ন -০১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তুমি স্বপ্নে রাজা হতে পার, কোটি কোটি টাকা, বাড়ি-গাড়ির মালিক হতে পার। কল্পলোকের সুন্দর গল্পও হতে পার, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন এক জগৎ। এখানে বড় হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। শিক্ষার দ্বারা নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে সঠিক কর্মানুশীলনের মাধ্যমে বড় হতে হবে। সুতরাং কল্পনার জগতে হাবু-ডুবু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

(ক) যিনি ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জনসাধারণকে নাচাবেন তাকে কেমন হতে হবে? ১

(খ) লেখক 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন কেন? ২

(গ) উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের যে দিকটি নির্দেশক করে তা বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) 'কল্পনার জগতে হাবু-ডুবু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক'– মন্তব্যটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

অনুশীলনীর ১নং প্রশ্নের উত্তর :

(ক) যিনি ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জনসাধারণকে নাচাবেন তাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হতে হবে।

(খ) কর্মে শক্তি আনার জন্য লেখক 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন।

কর্মের মাধ্যমে সফলতা মানব জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে। এক্ষেত্রে কর্ম-পরিকল্পনা সঠিক ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। তার জন্য কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দরকার হয়। ভাবের দ্বারা মানুষ এগিয়ে গেলেও কর্মে শক্তি আনার জন্য আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তোলা অপরিহার্য।

(গ) উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে বর্ণিত ভাবের সঙ্গে পরিকল্পিত কর্মশক্তি ও বাস্তব উদ্যোগের প্রয়োজনীয় দিকটি নির্দেশ করে।

ভাব ও কাজের পার্থক্য অনেক। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু ভাব দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দরকার। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম ভাব ও যথাযথ কাজের সমন্বয়কে বিশ্লেষণ করেছেন।

উদ্দীপকটিতে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ন্যায় ভাবের সাথে কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। শুধু চিন্তা, কল্পনা বা ভাবের দ্বারা কোনো কিছু অর্জন করা যায় না। বাস্তবতার আসল রূপ হলো পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষার দ্বারা নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে সঠিক কর্মানুশীলনের মাধ্যমে বড় হতে হবে। তাই উদ্দীপকের সাথে প্রবন্ধের সামগ্রিকতা মিলে যায়।

(ঘ) জীবনকে কল্পনার জগতে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

ব্যক্তিজীবনকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালিত করলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল হওয়ার পাশাপাশি দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা যায়।

উদ্দীপকে কল্পনা ও ভাবের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। স্বপ্নলোকে মানুষ জীবনকে রঙিনভাবে সাজাতে পারে, জীবন সোনার রূপকাঠি দিয়ে কল্পনার জগতে রাজা হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কল্পনার জগত ও বাস্তবতার দুনিয়া কখনো এক নয়। চরম বাস্তবতার প্রতিটি মুহূর্তে জীবনকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে দেশের স্বার্থে কাজে লাগে।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। ভাব ও কল্পনার গুরুত্ব আছে কিন্তু কল্পনা দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দরকার হয়। কল্পনার দ্বারা মানুষকে জাগিয়ে তোলা যায় কিন্তু যথাযথ পরিকল্পনা ও কাজের স্পৃহা ছাড়া দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা যায় না। আর সঠিক উদ্যমের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মধ্যেই মনুষ্যত্বের আসল পরিচয় নিহিত। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন -০২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সমাজে এমন অনেক মানুষদের আমরা দেখি যারা কাজের চেয়ে কথা বলেন বেশি। এরা কারণে অকারণে কথা বলেন। নিজে যা না তার চেয়ে বেশি বলেন। ফলে তাদের কথার মধ্যে প্রচুর মিথ্যা কথা চলে আসে। অনেকের ভাব ভঙ্গি দেখে ও চলনে-বলনে মনে হয় এরা সবজান্তা, আসলে এরা মূর্খের অধম।

(ক) কাজ জিনিসটা কাকে রূপ দেয়? ১

(খ) মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হলে তার কোমল জায়গায় ছোঁয়া দেওয়া প্রয়োজন কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের সাথে ভাব ও কাজ প্রবন্ধের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) অনেকের ভাব ভঙ্গি, দেখে ও চলনে- বলনে মনে হয়- এরা সবজান্তা। আসলে এরা মূর্খের অধম- কথাটি উদ্দীপক এবং ভাব ও কাজ প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) কাজ জিনিসটা ভাবকে রূপ দেয়।

(খ) কোমল (হৃদয়) জায়গায় স্পর্শ করতে হবে তাহলেই মানুষ দ্রুত জেগে ওঠে এবং তাকে দিয়ে অধিক কাজ করানো যায়।

মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হলে তার কোমল জায়গায় ছোঁয়া দেয়া প্রয়োজন। কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে না পারলে তার দ্বারা কোনো কাজ করানো যায় না। আমাদের এই ভাব পাগল দেশে এটি খুবই অপরিহার্য।

(গ) উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধে বলা হয়েছে জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাদের মধ্যে ভাব বা অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। যিনি এই ভাব বা অনুভূতির সঞ্চার করবেন তাকে অবশ্যই নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হতে হবে। জনগণের এই জাগরণকে সততার সাথে পরিচালন করতে হবে। সাময়িক উত্তেজনার মুখে ত্যাগের অভিনয় করলে জনগণের ‘স্পিরিট’ বা আত্মার শক্তি পবিত্রতা নষ্ট হবে। লেখক বলেছেন সাপ নিয়ে খেলতে চাইলে দুস্তর মতো সাপুড়ে হতে হবে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে সমাজে এমন মানুষ আছেন যারা কাজের চেয়ে কথা বেশি বলেন। যারা কারণে অকারণে কথা বলেন। নিজে যা না তার চেয়ে বেশি বলেন। এরা প্রচুর মিথ্যে বলেন। নিজেদের সবজান্তা ভাবলেও এরা মূর্খ। আসলে এদের সততা বা সাধুতা নেই। প্রবন্ধে বলা হয়েছে যারা সমাজকে জাগিয়ে তুলবেন তাদের আবশ্যই ত্যাগী ঋষি হতে হবে। তাই উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) অনেকের ভাব-ভঙ্গি দেখে ও চলনে-বলনে মনে হয়- এরা সবজান্তা। আসলে এরা মূর্খের অধম। উদ্দীপকের এই কথার সমর্থন মেলে ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধে।

‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধে পাই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা বহু মানুষের সম্পদ দেশের নামে, কল্যাণের নামে বাজে লোকেরা নিজেদের উদরপূর্ণ করে। এদের কারচুপিতে ঢাকা পড়ে যায় সত্যিকার দেশকর্মী। মুখোশপরা ওই মানুষগুলো সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের খেলো, ঝুটা প্রমাণ করে দেয়। এরা এদের মিথ্যাচার দিয়ে ঐ সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে বিষিয়ে তোলে।

উদ্দীপকে সমাজের অসৎ চাপাবাজদের কথা বলা হয়েছে। যারা কারণে অকারণে বেশি কথা বলে, কাজের চেয়ে কথা বেশি বলে। ফলে প্রচুর মিথ্যে কথাও চলে আসে তাদের মুখে। তাদের চলনে-বলনে সবজান্তা মনে হলেও এরা মূর্খ।

‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধে যে অসৎ ও মুখোশপরা শ্রেণির কথা বলা হয়েছে। এরা দেশপ্রেমিক সেজে মানুষের সাথে প্রতারণা করে আর উদ্দীপকে চাপাবাজ ও মিথ্যাবাদী শ্রেণি সমাজে ভাঙন ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এরা দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। এরা নিজেদের যতই সজ্জন ও মহাপুরুষ দাবি করেন না কেন লেখকের ভাষায় এরা ভাবের ঘরে চুরি করে।

প্রশ্ন -০৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছাত্রসমাজ শক্তি, ন্যায় ও নতুনত্বের প্রতীক। ছাত্রসমাজকে তাদের সততা ও দক্ষতা দিয়ে যেকোনো কাজে নামালে সে কাজ সফল হয়। আমাদের দেশে অতীতেও এমন ঘটেছে। কিন্তু ছাত্রসমাজের ক্ষমতাকে বিনা কারণে বিপথে ব্যবহার করলে সমাজের বিশেষ উন্নয়ন হয় না। তাই, ছাত্রসমাজকে সঠিক পথে চালাতে হলে চাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর নেতৃত্ব।

(ক) ‘সাম্যবাদী’ কার রচিত কাব্যগ্রন্থ? ১

(খ) হঠকারিতার ফলে সৃষ্ট অনুশোচনা ছাত্ররা কেন মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না? ২

(গ) উদ্দীপকে ছাত্রসমাজের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তার সাথে ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধে ছাত্রসমাজের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) ‘ছাত্রসমাজকে সঠিক পথে চালাতে হলে চাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর নেতৃত্ব।’- উদ্দীপকের এ কথাটি ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধের চেতনারই প্রতিভূ— বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) ‘সাম্যবাদী’ কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাব্যগ্রন্থ।

(খ) হুজুগে মেতে হঠকারিতার ফলে সৃষ্ট অনুশোচনা ছাত্ররা মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

সৎ সংকল্প ও মহৎ ত্যাগকে স্থায়ীরূপে বরণ করতে না পারলে তা অকল্যাণই ডেকে আনে। ছাত্রসমাজ সাময়িক উত্তেজনার বশে অনেক সময় হঠকারী কর্মকান্ড করে বসে। এই হঠকারিতার ফলে সৃষ্ট গ্লানি ও অনুশোচনা তারা ভুলতে পারে না।

(গ) উদ্দীপকের ছাত্রসমাজের বৈশিষ্ট্যের সাথে ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধের ছাত্রসমাজের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে।

‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধে লেখক ছাত্রদের স্পিরিট বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। ছাত্রসমাজ বা যুবসমাজই জাতির প্রাণশক্তি। জাতির আশা ভরসার কেন্দ্রস্থল যুবকরা যদি নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে তবে মুখোশধারী তথাকথিত ত্যাগী ব্যক্তিরা তাদের কাপুরুষের মতো ব্যবহার করে থাকে। ফলে সত্যিকার সত্যের ডাক এলেও সেদিন তারা সাড়া দিতে পারে না।

উদ্দীপকে ছাত্রসমাজের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। তারা শক্তি, ন্যায় ও নতুনত্বের প্রতীক। ছাত্রসমাজকে সততা দক্ষতা দিয়ে কোনো কাজে নামলে তা সফল হয়। অতীতেও ছাত্রসমাজ বড় বড় কাজ করেছে। ছাত্রসমাজের ক্ষমতাকে বিনা কারণে বিপথে ব্যবহার করলে তা সমাজের কোনো উন্নয়ন বয়ে আনে না। সাময়িক উত্তেজনার বশে হঠকারী কর্মকান্ডে তাদের জড়িত হলে চলবে না। সেটা করলে তাদের ভেতরের স্পিরিট বা আত্মার শক্তি নষ্ট হবে। তাই উদ্দীপক ও প্রবন্ধ উভয় ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজের এরূপ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

(ঘ) ‘ছাত্রসমাজকে সঠিক পথে চালাতে হলে চাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর নেতৃত্ব’ উদ্দীপকের উক্তিটি ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধের চেতনার প্রতিভূ।

‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধে সমাজসচেতন লেখক কাজী নজরুল ইসলাম দেশের প্রাণশক্তি তরুণদের ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তারা অনেক সময় ভাবের বশবর্তী হয়ে হঠকারী কর্মকান্ড করে ফেলে। যার প্রায়শ্চিত্ত তারা নিজেরাই করে। হুড়মুড় করে হুজুগে মেতে তারা যে কাজটা করে তাদের সে ত্যাগ স্থায়ী কোনো ফলাফল বয়ে আনে না। লেখকের মতে, জাতির প্রাণশক্তি তরুণদের পরিচালনার জন্য ত্যাগী নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব প্রয়োজন।

উদ্দীপকেও ছাত্রসমাজকে শান্তি ও ন্যায়ের প্রতীক বলা হয়েছে। সততা, দক্ষতা দিয়ে তাদের কোনো কাজে নামালে সেকাজ সফল হয়। অতীতে ছাত্রসমাজ সেই সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। ছাত্রসমাজের ক্ষমতাকে বিনা কারণে ব্যবহার করলে তা জাতির জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আনে না। তা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। তাদের পরিচালনার জন্য প্রয়োজন প্রাণশক্তিতে ভরপুর নেতৃত্ব।

উদ্দীপক এবং ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধ বিবেচনা করলে দেখা যায়, উদ্দীপকের মন্তব্য ও লেখকের মতামত একই সত্যকে ধারণ করে। উদ্দীপকে যুবসমাজকে পরিচালনার জন্য প্রাণশক্তি সম্পন্ন নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষির কথা। যারা যুবসমাজ ও ছাত্রসমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করবে।

প্রশ্ন -০৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিষ্ণুপুর গ্রামে করিম নামে এক নেতা গোছের লোক আছে। তিনি সবসময় দলবল নিয়ে চলেন। এই করিম যেকোনো ছলছুতায় মানুষের কাছ থেকে চাঁদা ওঠায়। তার দল কখনো উন্নয়নের কথা বলে, কখনো সমাজ সেবার কথা বলে, কখনো দুর্যোগে সহায়তার কথা বলে। আসলে এরা কখনো অন্যের উপকার করে না। নিজের স্বার্থ হাসিল করে। এদের উৎপাতে সত্যিকার ত্যাগী মানুষগুলো কোনো কাজই করতে পারে না। এদের মতো ত্যাগী মানুষের চাইতে বেশি প্রয়োজন সত্যিকার কর্মী।

(ক) কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? ১

(খ) 'দশচক্রে ভগবান ভূত'- কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকের করিমের সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'ত্যাগী মানুষের চাইতে বেশি প্রয়োজন সত্যিকার কর্মী।' —'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তর

(ক) কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

(খ) 'দশচক্রে ভগবান ভূত' বলতে দশজনের চক্রান্তে সাধুও অসাধু প্রতিপন্ন হতে পারে- সে কথাই বোঝানো হয়েছে।
যখন কোনো বিষয়ে বহুলোক ষড়যন্ত্র করে তখন অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়। দশজন যখন মিথ্যাচার করে তখন মিথ্যাটাই সত্যের মতো প্রচারিত হতে থাকে। তখন দশজনের চক্রান্ত সাধুও অসাধু ব্যক্তিতে প্রতিপন্ন হতে পারে।

(গ) ত্যাগ স্বীকারে অনভ্যস্ত উদ্দীপকের করিমের সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের তথাকথিত কর্মীর মধ্যে মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে।
'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক মত দিয়েছেন, দেশ ও জাতি গঠনে সত্যিকার কর্মীর প্রয়োজন। সাপ খেলতে গেলে যেমন সামান্য বাঁশি বাজালেই চলে না। তাকে দস্তুরমতো সাপুড়ে হতে হয়। দেশে যদি সত্যিকার কর্মী থাকত তবে কোনো সুবর্ণ সুযোগই মাঠে মারা যেত না। দেশে অনেক ত্যাগী মানুষ আছেন। কিন্তু তারা তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সত্য সাধনার অভাবে তাঁরা কোনো ভালো কাজে অর্থ ব্যয় করতে চান না। কোনো ত্যাগ স্বীকারেও রাজি হন না।
উদ্দীপকের করিম নেতা গোছের লোক। যেকোনো ছলছুতায় মানুষের কাছ থেকে চাঁদা ওঠায় দলবল নিয়ে। উন্নয়ন, সেবা ও সহায়তার কথা বললেও কারো কোনো উপকার করে না। নিজের স্বার্থই শুধু হাসিল করে। এদের উৎপাতে ত্যাগী মানুষেরা কোনো কাজই করতে পারে না। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লোক দেখানো তথাকথিত কর্মীর সাথে তাই উদ্দীপকের করিমের সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) আলোচ্য উদ্দীপক ও 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে সত্যিকার কর্মীর প্রয়োজনীয়তার কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।
'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে সমাজ সচেতন লেখক কাজী নজরুল ইসলাম একটি সমৃদ্ধ দেশ, সমৃদ্ধ জাতি গঠনে জনগণের মাঝে প্রকৃত ভাব সৃষ্টি ও কর্তব্য কাজের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তার মতে, যারা জনগণের মাঝে ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জাগরণ সৃষ্টি করতে চান তাঁদের নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হতে হবে। হঠকারী কর্মকান্ডের জন্য অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। দরকার সঠিক নেতৃত্ব। আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলে সত্যিকার কর্মী হিসেবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেক্ষেত্রে তিনি যুবকদের প্রতি বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উদ্দীপকের করিম জনগণের উন্নয়ন ও সেবার কথা বলে নিজের আখের গোছায়। অর্থনৈতিক ফায়দা লাভ করে। সে ও তার দলবলের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ। তাদের উৎপাতে সত্যিকার ত্যাগী ও কর্মী মানুষ ভালো কোনো কাজই করতে পারে না। অথচ এই ত্যাগী ও সত্যিকার কর্মী মানুষের সমাজে বেশি প্রয়োজন।
উদ্দীপক ও 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি সত্যিকার কল্যাণের জন্য প্রয়োজন সত্যিকার কর্মী। যারা নিস্বার্থভাবে সমাজের কল্যাণ করবে। ব্যক্তিস্বার্থকে কখনো প্রাধান্য দেবে না।

প্রশ্ন -০৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মানুষ বড় হয় তার কর্মের মাধ্যমে। সঠিক কর্মের মাধ্যমে মানুষ কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে। কর্ম ও নিজস্ব চিন্তা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করে। তাই চিন্তা যদি পরিচ্ছন্ন না হয়; তবে মানুষকে ভাবের সাগরে হাবুডুবু খেতে হয়। যা তাকে প্রকৃত মানুষ হওয়া থেকে বিরত রাখে।

(ক) হুজুগ কী? ১

(খ) লোকের কোমল জায়গায় স্পর্শ করে কার্যসিদ্ধি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকটি বর্ণিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "চিন্তা যদি পরিচ্ছন্ন না হয়; তবে মানুষকে ভাবের সাগরে হাবুডুবু খেতে হয়"- কথাটি উদ্দীপক এবং 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) লক্ষ নির্ধারণ না করে সাময়িক কোনো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া গুজবকে হুজুগ বলে।

(খ) লোকের কোমল জায়গায় স্পর্শ করে কার্যসিদ্ধি করা বলতে বোঝায়নো হয়েছে- মানুষকে উদ্দীপ্ত করে তার চেতনা পরিবর্তনের মাধ্যমে সফলতা সৃষ্টি করা ।
প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা অনুভব আছে। তার নিজস্ব একটা চিন্তা ও চেতনা আছে। ব্যক্তির চিন্তার জায়গাটা তার নিজস্ব একটি কোমল জায়গা। মানুষ কোমল জায়গায় অর্থাৎ তার অনুভূতিকে জাগিয়ে তার মাধ্যমে কঠিন কাজও সহজে করা যায়।

(গ) উদ্দীপকে ভাব ও কাজ প্রবন্ধে উল্লিখিত সঠিক কর্ম ও চিন্তার মধ্যদিয়ে সাফল্য লাভের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।
'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক মানুষের মাঝে ভাবের জাগরণ ঘটিয়ে মহৎকর্ম সম্পাদনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের মনের সঠিক ভাব বা চিন্তা তাকে কল্যাণকর্মী কাজ সম্পাদনে প্রেরণা জোগায়। মানুষের মনের সবচেয়ে কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিয়ে মাতিয়ে তুলতে না পারলে তার দ্বারা কোনো কাজ করানো সম্ভব হয় না। ভাবকে তাই কাজের দাস বানিয়ে কাজ সম্পাদন করতে হয়।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে মানুষ বড় হয় তার কাজের মাধ্যমে। সঠিক কর্মের মাধ্যমে মানুষ কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে। কর্ম ও নিজস্ব চিন্তা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। উদ্দীপকের এই দিকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধেও উল্লিখিত হয়েছে। তাই সাফল্য লাভের পূর্বশর্ত হলো সঠিক চিন্তা ও কর্ম।

(ঘ) 'চিন্তা যদি পরিচ্ছন্ন না হয় তবে মানুষকে ভাবের সাগরে হাবু-ডুবু খেতে হয়'- কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, ভাব জিনিসটা খুবই ভালো মানুষকে আয়ত্তে আনার জন্য তার সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিতে হয়। আবার শুধু ভাব নিয়েই থাকব। লোককে শুধু কথায় জাগিয়ে রাখব। এটি একটা মস্ত বদখেয়াল। ভাবকে কাজের দাসরূপে নিয়োগ করতে না পারলে ভাবের কোনো সার্থকতাই থাকে না।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে মানুষ বড় হয় কর্মের মাধ্যমে। সঠিক কাজের মাধ্যমে মানুষ কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে। কর্ম ও নিজস্ব চিন্তা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করে । তাই চিন্তা পরিচ্ছন্ন না হলে মানুষকে ভাবের সাগরে হাবু-ডুবু খেতে হয়। যা তাকে প্রকৃত মানুষ হওয়া থেকে বিরত রাখে।

উদ্দীপক এবং 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে ভাব বা চিন্তার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন বা পরিশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। ভাব বা চিন্তাটা যদি সঠিক হয় তবে কাজটাও সঠিক হতে বাধ্য। সঠিক কর্মের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ সম্ভব। চিন্তার জগতের পরিচ্ছন্নতা তাই অপরিহার্য।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

০১। কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ১৮৯৩ খ ১৮৯৫ গ ১৮৯৭ ঘ ১৮৯৯

০২। কাজী নজরুল কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ২১ মে খ ২৩ মে গ ২৫ মে ঘ ২৭ মে

০৩। কাজী নজরুল ইসলামের গ্রামের নাম কী?
ক চুরুলিয়া খ চুরুলিয়া গ আসানলোল ঘ দরিরামপুর

০৪। নজরুল ইসলাম কোন ক্লাসের ছাত্র থাকাবস্থায় প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়?
ক ৭ম খ ৮ম গ ৯ম ঘ ১০ম

০৫। কাজী নজরুল ইসলাম কোন পল্টনের সৈনিক ছিলেন?
ক হিন্দি খ বাঙালি গ তামিল ঘ উর্দু

০৬। 'বিদ্রোহী' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক সাপ্তাহিক বিজলী খ সাপ্তাহিক দর্শন গ সাধনা ঘ কৃষান

০৭। কার রচনা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জ্বল?
ক কবি কাজী নজরুল ইসলামের খ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ কবি জসীমউদ্‌দীনের ঘ কবি কায়কোবাদের

০৮। কত বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম কঠিন রোগে আক্রান্ত হন?
ক ৪১ খ ৪৩ গ ৪৫ ঘ ৪৭

০৯। কত খ্রিষ্টাব্দে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকায় আনা হয়?
ক ১৯৭১ খ ১৯৭২ গ ১৯৭৩ ঘ ১৯৭৪

১০। কবি কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৪ গ ১৯৭৬ ঘ ১৯৭৮

১১। 'অগ্নিবীণা' কে রচনা করেছেন?
ক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ কাজী নজরুল ইসলাম গ কবি কায়কোবাদ ঘ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১২। 'যুগবাণী' কাজী নজরুল ইসলামের কী ধরনের গ্রন্থ?
ক কবিতা খ নাটক গ গল্পগ্রন্থ ঘ প্রবন্ধ

১৩। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক মৃত্যুক্ষুধা খ ঝিলিমিলি গ চক্রবাক ঘ সর্বহারা

১৪। 'ঝিলিমিলি' কাজী নজরুল ইসলামের কী ধরনের গ্রন্থ?
ক উপন্যাস খ নাটক গ কবিতা ঘ প্রবন্ধ

১৫। কাজী নজরুল ইসলাম তার কাব্যে কোন শব্দের ব্যবহারে কুশলতা দেখিয়েছেন?
ক ইংরেজি তামিল খ বাংলা হিন্দি গ আরবি-ফারসি ঘ তামিল-উর্দু

১৬। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে—
র. অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ *রর.* অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ *ররর.* সাম্প্রদায়িক চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র ও রর* খ *র ও ররর* গ *রর ও ররর* ঘ *র, রর ও ররর*

১৭। কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। কারণ—
র. তিনি সব দেখে চুপ থাকতেন *রর.* তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন *ররর.* অসাম্যের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র ও রর* খ *র ও ররর* গ *রর ও ররর* ঘ *র, রর ও ররর*

১৮। কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেছেন—
র. শ্যামা সংগীত *রর.* ইসলামি গান *ররর.* সাম্যের কবিতা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১৯। **কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য—**

র. বিষের বাঁশি রর. সিন্ধু-হিন্দোল ররর. আলেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

২০। **ভাব ও কাজের মধ্যে কী পরিমাণ তফাৎ?**

ক আসমান-জমিন সমান খ জমিন সমান গ আকাশের সমান ঘ পৃথিবীর সমান

২১। **কী ভাবকে রূপ দেয়?**

ক ভাব খ কাজ গ স্পৃহা ঘ সৌন্দর্য

২২। **লোককে কথায় মাতাইয়া রাখাটা কবি নজরুরে ইসলামের মতে কী?**

ক ভালো কাজ খ শুভ খেয়াল গ বদখেয়াল ঘ আনন্দের কাজ

২৩। **ভাবের সার্থকতা থাকে না—**

ক ভাবকে কাজের বন্ধু না বানাতে পারিলে
খ ভাবকে কাজের শত্রু না বানাতে পারিলে
গ ভাবকে কাজের যম না বানাতে পারিলে
ঘ ভাবকে কাজের দাস না বানাতে পারিলে

২৪। **ভাবাবেশ কখন কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়?**

ক লোককে শুধু মাতাইয়া তুললে
খ লোককে ঝিমিয়া দিলে
গ লোককে মাতাইয়া গরমাগরম কার্যসিদ্ধি না করিলে
ঘ লোককে নিজের মতের বাহিরে নিয়ে গেলে

২৫। **নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি কাকে হতে হবে?**

ক যিনি ভাবের বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে নাচান
খ যিনি শুধু ভাব ধরে থাকেন
গ যিনি শুধু সবাইকে নাচান
ঘ যিনি শুধু নিজে নাচেন

২৬। **কোথায় ঘা দেওয়া পাপ?**

ক লোকের মাথায় খ লোকের পায়ে গ লোকের হাতে ঘ লোকের অনুভূতিতে

২৭। **অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত হলে কী হয়?**

ক সুফল ফলে খ কুফল ফলে গ সুফল না হয়ে কুফল ফলে ঘ কোনো কিছুই হয় না

২৮। **কখন কাউকে আর জাগানো যায় না?**

ক কেউ ঘুমাইলে খ কেউ জাগিয়া ঘুমাইলে গ কেউ হাসাহাসি করলে ঘ কেউ কান্নাকাটি করলে

২৯। **কার নিদ্রা ঢোল কাঁসি বাজিয়ে ভাঙানো যায় না?**

ক দ্রৌপদীর খ কুম্ভকর্ণের গ যশোদার ঘ সীতার

৩০। **আমরা কী উপায়ে শিখেছি?**

ক পড়িয়া খ লিখিয়া গ বুঝিয়া ঘ ঠেকিয়া

৩১। **অভিনয় করতে গিয়ে কোন জিনিসকে মুখ ভ্যাঙচানো হলো?**

ক হাইরেট খ হাই স্পিরিট গ স্পিরিট ঘ রেট

৩২। **স্পিরিট কী?**

ক আত্মার শক্তি খ গতি গ তেল বিশেষ ঘ তেজ

৩৩। **যুবসমাজ কী মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না?**

ক হঠকারিতা খ হঠকারিতার অনুশোচনা গ ভ্রম ঘ ত্যাগের মহিমা

৩৪। **কার অভাবে সুযোগ মাঝ মাঠে মারা যাচ্ছে?**

ক সমাজকর্মী খ সাপুড়ে গ সত্যিকার কর্মী ঘ সত্যিকার ভাবুক

৩৫। **দেশে কী আছে?**

ক ত্যাগী খ কর্মী গ সাপুড়ে ঘ মহাপুরুষ

৩৬। **তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের কীসের অভাব আছে?**

ক যোগ সাধনার খ সত্য সাধনার গ ত্যাগের ঘ ভোগের

৩৭। **বাজে লোক কী করছে?**

ক নিজের উদরপূর্ণ খ নিজের ভাগ্য ত্যাগ গ নিজের শ্রম ত্যাগ ঘ নিজের শরীর ত্যাগ

৩৮। **কারা সত্যিকার কর্মীদের ঝুট বানায়?**

ক মুখোশ-পরা সৎমানুষেরা
খ মুখোশ-পরা মহাপুরুষরা
গ মুখোশ-পরা মহাপুরুষ নামি ভন্ড জ্ঞানীরা
ঘ মুখোশ-পরা মহামানবরা

৩৯। **জনসাধারণের মন কেন সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া ওঠে?**

ক মুখোশধারীদের ভন্ডামি বুঝতে না পেরে
খ মুখোশধারীদের কষ্ট বুঝতে না পেরে
গ মুখোশধারীদের হট্টগোল বুঝতে না পেরে
ঘ মুখোশধারীদের চালাকি বুঝতে না পেরে

৪০। ভাবকে নিজের দাস বানানো অর্থ হচ্ছে—

ক ভাবের সাগরে গা ভাসানো | খ ভাবের মধ্যে ডুবে থাকা
গ ভাবের অনুগত হওয়া | ঘ ভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে উন্নয়নের পথে কাজে লাগানো

৪১। কেন ভাব সাধনা করতে হবে?

ক কর্মে শক্তি আনতে | খ কর্মে জোশ আনতে | গ কর্মে বেদনা আনতে | ঘ কর্মে অনীহা আনতে

৪২। কী দেশকে আগাইয়া দেবে?

ক ব্যক্তিগত গুণ | খ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য | গ ব্যক্তির আচরণ | ঘ ব্যক্তিত্ববোধ

৪৩। কোমর বেঁধে নামার আগে কী দেখতে হবে?

ক কাজের লাভ | খ কাজের দোষ | গ কাজের ফল | ঘ কাজের গুণ

৪৪। উদ্‌মো ষাঁড়ের মতো দেওয়ালে গা ঘেঁষড়াইলে কী হয়?

ক চামড়া উঠে | খ জ্ঞান আহরণ হয় | গ লাভ হয় | ঘ মূর্খ হয়

৪৫। বন্ধন দেওয়াল ভাঙতে হলে কী করতে হবে?

ক দেওয়াল ঠেলতে হবে | খ ভিত্তিমূলে শাবল মারতে হবে | গ জোরে ঠাক্কা দিতে হবে | ঘ উদ্‌মো ষাঁড়ের মতো ঘেঁষটাতে হবে

৪৬। কোথায় চুরি করতে নিষেধ করা হয়েছে?

ক নিজের ঘরে | খ পরের ঘরে | গ ভাবের ঘরে | ঘ মালিকের ঘরে

৪৭। কী করলে উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হয় না?

ক সম্ভাবনা অসম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে কাজে নামলে | খ সম্ভাবনা দেখে কাজে নামলে
গ উৎসাহ নিয়ে কাজে নামলে | ঘ অসম্ভাবনা দেখে কাজে নামলে

৪৮। কী কাজে মানুষের নিজের অধিকার নাই?

ক আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করতে | খ আত্মার শক্তি বিলাতে
গ আত্মার শক্তিকে অন্যের অধিকারে দিতে | ঘ আত্মার শক্তিকে শুধু ভোগ করতে

৪৯। ভাবের ঘরে চুরি করা বলতে বোঝায়—

র. ভাবকে কাজে পরিণত না করা
রর. ভাবের সাদৃশ্যে কাজ না করা
ররর. ভাবের আবেশ মনে রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *রর* ও *ররর* | গ *র* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫০। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যা করে—

র. দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায় | *রর.* দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যায় | *ররর.* মুক্তির দিকে নিয়ে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *র* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫১। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যার মতো চলতে নিষেধ করেছেন—

র. অন্ধের মতো কিছু না বুঝে | *রর.* ভেড়ার মতো পিছন ধরে | *ররর.* ঘোড়ার মতো দ্রুত বেগে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *রর* ও *ররর* | গ *র* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫২। মানুষকে কব্জায় আনা যায় যেভাবে—

র. মানুষের সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিয়ে | *রর.* মানুষকে ভয় দেখিয়ে | *ররর.* মানুষকে মাতিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫৩। মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে—

র. মানুষের লোভ পূরণের জন্য | *রর.* মানুষের কল্যাণের জন্য | *ররর.* নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫৪। মানুষের উৎসাহ কাদা ঢাকা পড়ে—

র. মানুষের কল্যাণ কামনা নিয়ে ভাবের বন্যা না থাকা | *রর.* মহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবের আবেগ না থাকা
ররর. নিজের সার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *রর* ও *ররর* | গ *র* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৫ ও ৫৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রহমত সাহেব একটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তার এলাকার লোকজন সবসময় তার ভয়ে থাকে। কারণ তিনি যাকে তাকে বিপদে ফেলেন। এলাকার উন্নয়নের চেয়ে নিজে ঠাট-বাটে চলতে বেশি পছন্দ করেন। তাই মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে।

৫৫। রহমত সাহেবের স্বভাব 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কীসের মতো?

র. ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হওয়ার মতো
রর. আত্মারশক্তি জাগিয়ে তোলার মতো
ররর. কান্ডজ্ঞান হারানোর মতো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫৬। ঠাটবাটে চলার মধ্য দিয়ে যাই প্রকাশ পাক এতে আত্মার উন্নতি হয় না। কারণ—

ক এতে আত্মশক্তির উন্নতি হয় | খ ঠাটবাটে কর্মশক্তির উন্নতি হয় | গ এতে বুদ্ধি লোপ পায় | ঘ এতে মানুষ ভাবের দাসে পরিণত হয়

৫৭। 'আসমান' অর্থ কী?

ক বাতাস | খ জমি | গ আকাশ | ঘ সাগর

৫৮। 'সুবর্ণ' অর্থ হচ্ছে—

ক সোনা | খ রুপা | গ সুন্দর বর্ণ | ঘ তামা

৫৯। 'কান্ডাকান্ড' বলতে কী বোঝায়?

ক বোঝা অবোঝ | খ দোষ-গুণ | গ ভালোমন্দ | ঘ আয়-ব্যয়

৬০। 'প্ররোচনা' অর্থ কী?

ক বুঝানো | খ উসকানি | গ জ্বালা | ঘ গুতা দেওয়া

৬১। 'লা-পরওয়া' বলতে কী বোঝায়?

ক অনুমান করা | খ বুঝতে না পারা | গ গ্রাহ্য না করা | ঘ কথা মতো চলা

৬২। 'সংকল্প' অর্থ কী?

ক জ্ঞান | খ রাগ | গ ক্ষোভ | ঘ শপথ

৬৩। 'ঋষি' শব্দটির অর্থ কী?

ক বটগাছে বসা | খ ঘুমানো ব্যক্তি | গ যোগী | ঘ মুনিব

৬৪। 'মশগুল' শব্দটির অর্থ কী?

ক মগ্ন | খ না বোঝা | গ জানা | ঘ গলে যাওয়া

৬৫। 'উদমো ষাঁড়' বলতে কী বোঝায়?

ক বাঁধা ষাঁড় | খ খোদাই ষাঁড় | গ তেজি ষাঁড় | ঘ বন্ধনমুক্ত ষাঁড়

৬৬। 'অনর্থক' অর্থ কী?

ক নিষ্ফল | খ কাজে আসা | গ অর্থসহ | ঘ অর্থপূর্ণ

৬৭। 'কুম্ভকর্ণ' বলতে কী বোঝায়?

ক যাকে সহজে জাগানো যায় না | খ যে সহজেই ঘুম থেকে উঠে | গ যে বৃদ্ধ ক্ষেত্রে ঘুমায় | ঘ যে কখনো ঘুমায় না

৫৩। ভাব ও কাজের মধ্যে কী আছে?

ক পার্থক্য | খ সাদৃশ্য | গ একই | ঘ মিল

৫৪। শুধু কি দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন সম্ভব নয়?

ক কাজ দিয়ে | খ জোর দিয়ে | গ ভাব দিয়ে | ঘ সাহস দিয়ে

৫৫। কী ছাড়া ভালো উদ্যোগ নষ্ট হয়?

ক বোধ বুদ্ধি | খ পরিকল্পনাস্পৃহা | গ জ্ঞান-চেতনা | ঘ কাজ-গুণ

৫৬। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী-কর্মে তৎপর হওয়ার জন্য বলা হয়েছে কেন?

র. দেশের উন্নতি ও মুক্তির জন্য
রর. মানুষের চেতনার জন্য
ররর. মানুষের কল্যাণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫৭। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম কিন্তু শুধু ভাব দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য দরকার—

র. কর্মশক্তি
রর. কর্মতৎপরতা
ররর. সঠিক উদ্যোগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

০১। কাদের বাগানে আম কুড়াতে কালবোশেখি উপেক্ষা করে সবাই ছুটছিল?

ক চাটুয্যেদের খ মুখুয্যেদের গ বাড়ুয্যেদের ঘ গাঙ্গুলিদের

০২। **চাঁপাতলীর আমের ব্যাপারে এত আগ্রহের কারণ তা—**

র. প্রচুর পাওয়া যায় রর. খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু ররর. নির্বিঘ্নে কুড়ানো যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র খ রর গ র ও রর ঘ ররর

০৩। **লেখকের চমৎকার অর্থে ব্যবহৃত 'দিব্যি' শব্দটি আমরা আর কোন অর্থে ব্যবহার করে থাকি?**

ক শপথ খ বিশ্বাস গ সংশয় ঘ অনবরত

নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

স্কুলের ঝাড়ুদার শচী। পরীক্ষা শেষে কক্ষ পরিষ্কার করতে গিয়ে সে একটি মূল্যবান ঘড়ি পেল। তার লোভ হলো। ভাবল, ঘড়িটা মেয়ের জামাইকে উপহার দেবে। মেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। কিন্তু রাতে ঘুমুতে গিয়ে মনে হলো— এ অন্যায়, অনুচিত। যার ঘড়ি তার মনোকষ্টের কারণে মেয়ের চরম অকল্যাণ হতে পারে। ঘড়িটা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়া তার কর্তব্য। সে পরদিন তাই করল।

০৪। **শচী 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিভূ?**

ক বাদল খ বিধু গ কথক ঘ সিধু

০৫। **উল্লিখিত তুলনাটা কোন মানদন্ডে বিচার্য? উভয়েই—**

র. ন্যায় ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ রর. লোকলজ্জার ভয়ে ভীত ররর. অকল্যাণ চিন্তায় তাড়িত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র খ রর গ র ও রর ঘ রর ও ররর

০৬। **'পড়ে পাওয়া' গল্পটি পাঠ করে শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্টি হবে—**

র. নৈতিক চেতনা রর. কর্তব্যপরায়ণতা

ররর. সততা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

০৭। **দুজনেই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম। -উক্তিটিতে বালকদের চরিত্রের যে দিকটি প্রকাশ পায়—**

র. বিবেচনাবোধ রর. নৈতিকতাবোধ ররর. ঐক্য চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

০৮। **বিধুর বাবার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না কেন?**

ক বিধুর বুদ্ধিমত্তা দেখে খ ছেলেদের চঞ্চলতা দেখে গ লোকটির কান্না দেখে ঘ গ্রামের মানুষের কর্মতৎপরতা দেখে

০৯। **সব বন্ধুর মনের শঙ্কা দূর করল কে?**

ক বিধু খ নিধু গ বাদল ঘ তিনু

১০। **কার হাতের লেখা ভালো?**

ক বিধুর খ তিনুর গ সিধুর ঘ বাদলের

১১। **নিধুকে কে ধমক দিয়েছিল?**

ক সিধু খ বিধু গ তিনু ঘ বাদল

১২। **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম—**

র. পুরোহিতপুর গ্রামে রর. পিত্রালয়ে ররর. মাতুলালয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১৩। **'আজ এখানে দুটি ডালভাত খেও'–কাপালিকে বলা এ কথায় রয়েছে–**

ক সৌজন্যতা খ সাম্যবাগিতা গ ন্যায়বোধ ঘ স্বজাত্যবোধ

১৪। **বালকদলের গুপ্ত মিটিং বসে বাদলদের—**

ক চন্ডীমন্ডপে খ নাটমন্দিরের কোণে গ পাশের জামতলায় ঘ বিচুলি গাদার পাশে

১৫। **'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল'– 'পড়ে পাওয়া গল্পে কাপালিকের উক্ত অনুভূতির কারণ কী?**

ক বাক্স হারানো খ বন্যায় আশ্রয়হীনতা গ ডাল-ভাতের আমন্ত্রণ ঘ বাক্স ফেরত পাওয়া

১৬। **'হীরামানিক জ্বলে'–কিশোর উপন্যাসটি রচনা করেন কে?**

ক সৈয়দ মুজতবা আলী খ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ বিপ্রদাশ বড়ুয়া

১৭। **ঘুড়ির মাপে কাটা কাগজগুলো কীসের আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছিল?**

ক আমের খ কাঁঠালের গ বাবলার ঘ বেলের

১৮। **কোন চরের কাপালিরা বন্যার কারণে নিরাশ্রয় হয়ে গেল?**

ক মেহেরপুর খ অম্বরপুর গ বিষুবপুর ঘ আজিবপুর

১৯। তেঁতুল গাছের ভূতের ভয় মন থেকে চলে যাওয়ার কারণ কী?

ক সন্দেশ খাওয়ার পরিকল্পনা করায় খ প্রচন্ড শীতের প্রকোপে
গ পড়ে পাওয়া বাক্সের ভাবনায় ব্যস্ত থাকায় ঘ পড়ে পাওয়া বাক্সটি কীভাবে ভাঙতে হবে তাতে ব্যস্ত থাকায়

২০। ভাঙা নাটমন্দিরটি কাদের?

ক বাদলদের খ লেখকদের গ বিধুদের ঘ তিনুদের

২১। 'দিব্যি' শব্দের অর্থ কী?

ক চমৎকার খ দিব্য গ নেহায়েত ঘ আলোকিত

২২। ডাবল টিনের বাক্সে যা থাকে তা হলো—

র. টাকা কড়ি *রর.* গুপ্তধন *ররর.* গহনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* খ *রর* গ *র* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

নিচের অনুচ্ছেদে পড়ে ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্কুল থেকে ফেরার সময় পুতুল রাস্তায় একটি মানিব্যাগ পেল। ফিরে গিয়ে, সে সরাসরি প্রধান শিক্ষকের নিকট জমা দিল।

২৩। উদ্দীপকের বিষয়বস্তু তোমার পঠিত কোন রচনার প্রতি ইঙ্গিত করে?

ক অতিথির স্মৃতি খ পড়ে পাওয়া গ সুখী মানুষ ঘ তৈলচিত্রের ভূত

২৪। উক্ত রচনায় প্রকাশ পেয়েছে—

র. নৈতিকতাবোধ *রর.* জীবনপ্রেমের পরিচয় *ররর.* মানবিকতাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

২৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

ক ১৮৯৪ খ ১৮৯৫ গ ১৮৯৬ ঘ ১৮৯৭

২৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক দিনাজপুর খ চব্বিশ পরগনা গ রাজশাহী ঘ খুলনা

২৭। কে দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছেন?

ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ প্রমথ চৌধুরী ঘ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন কত সালে?

ক ১৯১০ খ ১৯১২ গ ১৯১৫ ঘ ১৯১৮

২৯। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর কত বছর পর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিয়ে করেন?

ক ২০ খ ২২ গ ২৪ ঘ ২৬

৩০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি?

ক মেঘমল্লার খ তৃণাঙ্কুর গ পথের পাঁচালী ঘ স্মৃতির রেখা

৩১। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে কোন উপন্যাসটির নাম যুক্তিযুক্ত?

ক অপরাজিত খ অক্টোপাস গ এলো সে অবেলায় ঘ ইছামতী

৩২। কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা?

ক অচল পদাবলী খ কুহেলিকা গ জীবন কথা ঘ মৌরীফুল

৩৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে মারা যান?

ক ১৯২০ খ ১৯৩০ গ ১৯৪০ ঘ ১৯৫০

৩৪। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায় রচিত সাহিত্যে কোন বিষয় অখন্ড অবিচ্ছিন্ন সত্তায় সমন্বিত হয়েছে?

ক প্রকৃতি ও রাজনীতি খ প্রকৃতি ও মানবজীবন গ মানবজীবন ও রাজরীতি ঘ প্রকৃতি ও সমাজবাস্তবতা

৩৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে আনন্দ খুঁজে পান?

ক সাহিত্য রচনায় খ গান রচনায় গ অভিনয় করে ঘ বই পড়ে

৩৬। নৈতিক চেতনা ছাড়া 'পড়ে পাওয়া' গল্পে কোন চিত্র ফুটে উঠেছে?

ক পারস্পরিক প্রতিদানের খ দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসার গ পূজা-পার্বণের ঘ সামন্তদের বিলাস-ব্যসনের

৩৭। বিধু, সিধু, নিধু, তিনুদের মধ্যে বয়সে বড় ছিল কে?

ক বিধু খ তিনু গ নিধু ঘ বাদল

৩৮। আকাশের কোন দিকে মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ শোনা গেল?

ক পূর্ব খ পশ্চিম গ উত্তর ঘ দক্ষিণ

৩৯। বৈশাখ মাসে পশ্চিম দিকে মেঘ ডাকার মানে কী?

ক ঘূর্ণিঝড় হওয়ার সম্ভাবনা খ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা গ জলোচ্ছ্বাস হওয়ার সম্ভাবনা ঘ কালবৈশাখী ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা

৪০। **বাড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে কী আম বিখ্যাত?**
ক ফজলি আম খ ল্যাংড়া আম গ চাঁপাতলীর আম ঘ রূপাতলীর আম

৪১। **কালবৈশাখীর সময় শিলাবৃষ্টির মতো কী পড়ছিল?**
ক জাম খ লিচু গ আম ঘ সফেদা

৪২। **'পড়ে পাওয়া' গল্পে কীসের ভারে একেকজন নুয়ে পড়ছিল?**
ক আম খ কাঁঠাল গ লিচু ঘ জাম

৪৩। **লেখক কার সঙ্গে সন্ধ্যের অন্ধকারে বাড়ি ফিরছিলেন?**
ক তিনু খ বাদল গ নিধু ঘ বিধু

৪৪। **লেখক কোন দিকের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন?**
ক বাগানের খ নদীর ধারের গ স্কুলের পাশের ঘ মসজিদের পাশের

৪৫। **কীসের ভয়ে লেখক ও বাদল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ চলছিল?**
ক পোকা খ ডালের আঘাত গ সাপ ঘ কাঁটা

৪৬। **বাদলের পায়ে কী বেঁধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল?**
ক একটি টিনের বাক্স খ একটি গাছের ডাল গ একটি পাথর ঘ একটি বাঁশ

৪৭। **পাড়াগাঁয়ের লোকেরা ডাবল টিনের ক্যাশবাক্সে কী রাখে?**
ক টাকাকড়ি ও গহনা খ জমির দলিল ও টাকাকড়ি গ দামি কাপড় ও শীতের কাপড় ঘ দামি জিনিস ও পুরনো ছবি

৪৮। **টিনের বাক্স হাতে গল্পকথক ও বাদল কোথায় বসে পড়ল?**
ক আমতলায় খ কাঁঠালতলায় গ তেঁতুলতলায় ঘ বাঁশতলায়

৪৯। **কুড়িয়ে পাওয়া বাক্সটি কোথায় লুকিয়ে রাখা হলো?**
ক বাদলদের বাড়ির বিচুলিগাদায় খ বিধুদের বাড়িতে মাটির নিচে
গ তিনুদের বাড়ির গোয়াল ঘরে ঘ সিধুদের বাড়ির বিচুলিগাদায়

৫০। **'পড়ে পাওয়া' গল্পে বর্ষার হাওয়ার সঙ্গে কোন ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে?**
ক গন্ধরাজ খ গোলাপ গ চাঁপাফুল ঘ রজনীগন্ধা

৫১। **কোন ডোবায় ব্যাঙ ডাকছিল?**
ক রহিমদের ডোবায় খ বাদলদের দিদিমার ডোবায় গ নরহরি বোস্টমের ডোবায় ঘ গ্রামের উত্তর পাড়ের ডোবায়

৫২। **কার নির্দেশমতো গুপ্ত মিটিং বসেছিল?**
ক বাদল খ সিধু গ তিনু ঘ বিধু

৫৩। **বিধু সবাইকে কী কেটে নিয়ে আসার হুকুম দিল?**
ক ঘুড়ির মাপে কাগজ খ ঘুড়ির মাপে কলাপাতা গ টেবিলের মাপে কাপড় ঘ বইয়ের মাপে কাগজ

৫৪। **বাক্সের মালিককে কোন বাড়িতে খোঁজ করার কথা বলা হয়?**
ক মল্লিক বাড়িতে খ রায় বাড়িতে গ খান বাড়িতে ঘ চৌধুরী বাড়িতে

৫৫। **কাগজ তিনটি কীসের আঠা দিয়ে গাছে গাছে মেরে দেয়া হলো?**
ক বেলের আঠা খ কাঁঠালের আঠা গ রাবারের আঠা ঘ বটগাছের আঠা

৫৬। **নিরাশ্রয় লোকটিকে দু আড়ি ধান কারা ধার দিয়েছিল?**
ক বাদলরা খ নিধুরা গ আক্কাসরা ঘ গোয়ালারা

৫৭। **নিরাশ্রয় লোকটি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে নির্বিষখোলার হাট থেকে কী বেচে ফিরছিল?**
ক ঢেঁড়স খ কুমড়া গ শাক ঘ পটোল

৫৮। **টিনের বাক্সে কত টাকার গহনা ছিল?**
ক সাড়ে তিনশ টাকার খ আড়াইশ টাকার গ পাঁচশ টাকার ঘ তিনশ টাকার

৫৯। **টিনের বাক্সটিতে পটোল বিক্রির কত টাকা ছিল?**
ক ত্রিশ খ চল্লিশ গ পঞ্চাশ ঘ একশত

৬০। **টিনের বাক্সটি কী রঙের ছিল?**
ক সবুজ খ লাল গ রুপালি ঘ সোনালি

৬১। **'পড়ে পাওয়া' গল্পে সবাই কার সম্পর্কে উকিল হওয়ার ধারণা করত?**
ক তিনু খ বাদল গ বিধু ঘ সিধু

৬২। **বিধু, সিধু, নিধু, তিনু, বাদল নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছিল কেন?**
ক ভ্যাপসা গরম থেকে মুক্তির জন্য খ গায়ের ময়লা পরিষ্কারের জন্য
গ পুকুরে পানি না থাকার জন্য ঘ মাছ ধরার জন্য

৬৩। **ঝড়ের সময় বড় বড় আমবাগানের তলাগুলো ছেলেমেয়েদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল কেন?**
ক পাতা কুড়ানোর জন্য খ ঝড়ের হাত হতে বাঁচার জন্য গ আম পাড়ার জন্য ঘ আম কুড়ানোর জন্য

৬৪। **বাদল ও লেখক সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে পথ ডিঙিয়ে চলছিল কেন?**
ক নোনাগাছের ডালে ব্যথা পাবার ভয়ে
খ সাঁইবাবলার কাঁটা ফুটবার ভয়ে
গ বড় কোনো পোকার কামড়ের ভয়ে
ঘ সাপের কামড়ের ভয়ে

৬৫। **লেখক ও বাদল বাক্সটি ভাঙতে অস্বীকৃতি জানাল কেন?**
ক বিপদ হবে বলে
খ অধর্ম হবে বলে
গ বাবা-মা'র বকা শুনবে বলে
ঘ গ্রামের লোক চোর বলবে বলে

৬৬। **বাদলদের দলের গুপ্ত মিটিং বসল কেন?**
ক বাক্সের ভিতরের টাকা সকলকে ভাগ করে দেবার জন্য
খ বাক্সের মালিককে খুঁজে পাবার উপায় বের করার জন্য
গ বাক্সের তালাটি ভাঙার উপায় বের করার জন্য
ঘ বাক্সের ভেতরের জিনিসগুলো বের করার জন্য

৬৭। **বাড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম এ অঞ্চলে বিখ্যাত কেন?**
ক বড় বড় বলে
খ অধিক মিষ্টি বলে
গ কাঁচামিঠা বলে
ঘ প্রচুর পাওয়া যায় বলে

৬৮। **লেখকের পিতার কাছে দুজন প্রজা কেন এসেছিল?**
ক নালিশ করার জন্য
খ হুমকি দেয়ার জন্য
গ টাকা নেয়ার জন্য
ঘ চাকরির জন্য

৬৯। **কাপালি কেন গহনা গড়িয়ে এনেছিল?**
ক স্ত্রীকে খুশি করার জন্য
খ ছোট মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্য
গ বড় মেয়েকে দেয়ার জন্য
ঘ দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য

৭০। **অম্বরপুর চরের কাপালিরা নিরাশ্রয় হয়ে গেল কেন?**
ক ভীষণ বন্যার কারণে
খ ঝড়ের কারণে
গ অধিক বৃষ্টির কারণে
ঘ নদীভাঙনের কারণে

৭১। **নিরাশ্রয় লোকটি কথকের বাবার কাছে এসেছিল কেন?**
ক চাকরির খোঁজে
খ চালের খোঁজে
গ সাহায্যের খোঁজে
ঘ বাক্সের খোঁজে

৭২। **বৈশাখ মাসে দূর পশ্চিম আকাশে ক্ষীণ গুড়্গুড় মেঘের আওয়াজ শুনে বিধু বুঝতে পারল কালবৈশাখী ঝড় আসবে। এতে তার কোন গুণটি প্রকাশ পায়?**
ক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা
খ বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতা
গ সচেতনতা ও সহনশীলতা
ঘ জ্ঞান ও গরিমা

৭৩। **দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে বন্ধু মহলে রতনকে সবাই মেনে চলে। রতনের সঙ্গে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ?**
ক বিধু
খ তিনু
গ বাদল
ঘ সিধু

৭৪। **আসলাম ও রাতুল দুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে চলার পথে একটি মানিব্যাগ পেল। কিন্তু তারা দুজনই তা মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আসলাম ও রাতুলের চরিত্র 'পড়ে পাওয়া' গল্পে কাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?**
ক নিধু ও সিধু
খ নিধু ও তিনু
গ লেখক ও বাদল
ঘ বিধু ও বাদল

৭৫। **বিধু ও তার দল সকলে বাক্সটি ফেরত দেয়ার ব্যাপারে একমত হলো এবং তারা বাক্সের মালিককে খোঁজার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করল। এ আচরণ দ্বারা তাদের কোন গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে?**
ক নিষ্ঠার
খ ঐক্যবদ্ধতার
গ দায়িত্বশীলতার
ঘ একাগ্রতার

৭৬। **বাক্স নিজের বলে দাবি করা লোকটি বিধুকে চৌকিদারের ভয় দেখালেও বিধু তাকে বাক্সটি দিল না। বিধুর এ আচরণ দ্বারা তার কোন গুণের প্রকাশ পায়?**
ক কর্তব্যপরায়ণতা
খ সাহসিকতা
গ চারিত্রিক দৃঢ়তা
ঘ বিচক্ষণতা

৭৭। **রহমান নামে এক দরিদ্র লোক বন্যায় সর্বহারা হয়ে রসুলপুরের চেয়ারম্যানের কাছে চাকরির খোঁজে গেল। রহমানের সঙ্গে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কার চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ?**
ক নির্বিষখোলার গোয়ালা
খ চৌকিদারের
গ বন্যায় সর্বস্বান্ত কাপালির
ঘ কালো মতো রোগা লোকটির

৭৮। **বাক্সের মালিককে বাক্সটি হস্তান্তর করে দেয়ার সময় বিধু সাক্ষী হিসেবে সিধু ও তিনুকে নিয়ে আসল। বিধুর এ আচরণের দ্বারা তার কোন গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে?**
ক তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ ও বুদ্ধিমত্তা
খ কর্তব্যপরাণয়তা ও একতা
গ সহনশীলতা ও বিচক্ষণতা
ঘ দায়িত্বশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা

৭৯। **'পড়ে পাওয়া' গল্পে লেখক ও বাদলের চরিত্র হতে শিক্ষণীয় বিষয় কী?**
ক নিষ্ঠা ও দানশীলতা
খ সম্মান ও কর্তব্যপরায়ণতা
গ লোভহীনতা ও সততা
ঘ ধৈর্যশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতা

৮০। **'পড়ে পাওয়া' গল্পে বিধু চরিত্রটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কী?**
ক দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা
খ সততা ও নিষ্ঠা
গ সহনশীলতা ও দয়া
ঘ ভালোবাসা ও করুণা

৮১। **তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে বাদল ও লেখক আশ্রয় নিল কেন?**
ক ডাকাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য
খ ঝড়ের ঝাঁপটা থেকে বাঁচার জন্য
গ শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য
ঘ স্কুল পালানোর জন্য

৮২। **মনিরা ও প্রিয়া দুজনে রাস্তায় একটি গহনার বাক্স কুড়িয়ে পেলে মনিরা এগুলো বিক্রি করে সুন্দর জামা কেনার প্রস্তাব করল। মনিরার সাথে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কার সাদৃশ্য রয়েছে?**
ক গল্প কথকের
খ বাদলের
গ তিনুর
ঘ সিধুর

৮৩। **বাক্সটি পাবার পর লেখক ও বাদল সবার সাথে একত্রিত হয়ে মিটিং করে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের এ আচরণের মাধ্যমে কীসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে?**
ক ঐক্যচেতনার
খ পরোপকারিতা
গ ধৈর্যশীলতার
ঘ কর্মনিষ্ঠার

৮৪। **বিচুলি গাদা' বলতে কী বোঝায়?**

ক ধানের খড়ের স্তূপ খ কাঠের স্তূপ গ ধানের স্তূপ ঘ আখের খেত

৮৫। **'কাপালি' বলতে কী বোঝায়?**

ক জোড় কপালবিশিষ্ট খ তান্ত্রিক হিন্দু সম্প্রদায় গ সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় ঘ সমগ্র যোগী সম্প্রদায়

৮৬। **হরিনাম সংকীর্তন করে যে জীবিকা অর্জন করে তাকে কী বলে?**

ক বৈষ্ণব খ বৈদ্য গ বোষ্টম ঘ কাপালি

৮৭। **'পড়ে পাওয়া' গল্পের কিশোরদের কাজের মাধ্যমে কোনটির প্রকাশ লক্ষ করা যায়?**

ক ঐক্যচেতনা খ ধৈর্যশীলতা গ শৃঙ্খলা ঘ একাগ্রতা

৮৮। **'পড়ে পাওয়া' গল্প বিভূতিভূষণের কোন সময়ের?**

ক কর্মজীবনের স্মৃতি খ শৈশব স্মৃতি গ বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতি ঘ কৈশোর স্মৃতি

৮৯। **'পড়ে পাওয়া' গল্পের কিশোরদের কাজের মধ্যে কোন নৈতিক গুণটির প্রকাশ লক্ষণীয়?**

ক দায়িত্বশীলতা খ পরিশ্রমপ্রিয়তা গ ধৈর্যশীলতা ঘ পরোপকারিতা

৯০। **'পড়ে পাওয়া' গল্পের লেখকের নাম কী?**

ক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯১। **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে যে বিষয়ের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—**

র. প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য *রর.* গ্রামবাংলার মানুষের জীবনাচরণ *ররর.* হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবনাচরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র ও রর* খ *র ও ররর* গ *রর ও ররর* ঘ *র, রর ও ররর*

৯২। **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কিশোর উপন্যাস হলো—**

র. চাঁদের পাহাড় *রর.* পথের পাঁচালী *ররর.* হীরামানিক জ্বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র ও রর* খ *র ও ররর* গ *রর ও ররর* ঘ *র, রর ও ররর*

৯৩। **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস—**

র. আরণ্যক *রর.* ইছামতী *ররর.* তাল নবমী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র ও রর* খ *র ও ররর* গ *রর ও ররর* ঘ *র, রর ও ররর*

৯৪। **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্পগ্রন্থ—**

র. তৃণাঙ্কুর *রর.* মেঘমল্লার

ররর. স্মৃতির রেখা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র ও রর* খ *র ও ররর* গ *রর ও ররর* ঘ *র, রর ও ররর*

৯৫। **মেঘের আওয়াজ শুনে বিধু নদীর জলে নামতে নিষেধ করল যে কারণে—**

র. ঝড় উঠবে বলে *রর.* আম কুড়াতে যাবে বলে *ররর.* ভয় পেয়েছে বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র ও রর* খ *র ও ররর* গ *রর ও ররর* ঘ *র, রর ও ররর*

৯৬। **ঝড় উঠলে বাড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে ভিড় হয়—**

র. আম কুড়ানোর জন্য *রর.* চাঁপাতলীর মিষ্টি আমের জন্য *ররর.* গাছের তলায় আশ্রয় নেয়ার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র ও রর* খ *র ও ররর* গ *রর ও ররর* ঘ *র, রর ও ররর*

৯৭। **'পড়ে পাওয়া' গল্পে ভীষণ বন্যায় যা ভেসে যেতে দেখা গেল—**

র. বড় বড় গাছ *রর.* দু-একটা গরু *ররর.* খড়ের চালাঘর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র ও রর* খ *র ও ররর* গ *রর ও ররর* ঘ *র, রর ও ররর*

৯৮। **বাদল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল—**

র. ডবল টিনের ক্যাশবাক্স দেখে *রর.* বাক্সে টাকাকড়ি থাকতে পারে ভেবে *ররর.* বাক্সে গহনা থাকতে পারে ভেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র ও রর* খ *র ও ররর* গ *রর ও ররর* ঘ *র, রর ও ররর*

৯৯। **'পড়ে পাওয়া' গল্পে বয়োজ্যেষ্ঠরা বিস্মিত ও অভিভূত হয়—**

র. কিশোরদের সততা দেখে *রর.* কিশোরদের নিষ্ঠা দেখে *ররর.* কিশোরদের কর্তব্যবোধ দেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০০। গল্পকথক বাক্সটি পাবার পরও গরিব মানুষের মনে করে ও অধর্ম হবে ভেবে বাক্সটির তালা ভাঙতে অস্বীকৃতি জানায়। এ আচরণ দ্বারা বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার—

র. সততার রর. ধার্মিকতার ররর. নিষ্ঠার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০১। 'পড়ে পাওয়া' গল্পটির তাৎপর্য হলো—

র. গল্পটি পড়ার মাধ্যমে সকরে মাঝে জীবপ্রেম জাগ্রত হয় রর. গল্পটি পড়ার মাধ্যমে সবার নৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়

ররর. গল্পটি পড়ার মাধ্যমে সবার সততা ও নিষ্ঠা জাগ্রত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০২। 'পড়ে পাওয়া' গল্পের বিধুর চরিত্র হতে শিক্ষণীয় বিষয় হলো—

র. বিচক্ষণতা রর. তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ ররর. চারিত্রিক দৃঢ়তা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০৩। 'অপ্রতিভভাবে' বলতে বোঝায়—

র. আশাতীতভাবে রর. বিব্রত ররর. লজ্জিতভাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০৪। দিব্যি বলতে বোঝায়—

র. চমৎকার রর. আশাতীতভাবে ররর. অদ্ভুত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০৫। 'পড়ে পাওয়া' গল্পটি পাঠের শিক্ষণীয় বিষয়—

র. কর্তব্যপরায়ণতা বৃদ্ধি রর. অসাম্প্রদায়িক চেতনার জাগরণ ররর. নৈতিক চেতনা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০৬। 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল বিষয়বস্তু হলো—

র. কিশোরদের বিচক্ষণতার প্রকাশ রর. কিশোরদের দায়িত্ববোধের প্রকাশ ররর.কিশোরদের চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০৭ ও ১০৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আকাশে অনেকগুলো তারা দেখে মাসুদ তার ছোট বোনকে বলল যে, আজ বৃষ্টি হবে না। মাসুদের ছোট বোন দেখল দুপুরে মেঘ থাকলেও কোনো বৃষ্টি হয়নি।

১০৭। উদ্দীপকের মাসুদের সাথে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন কিশোরের মিল আছে?

ক কথক খ নিধু গ বিধু ঘ বাদল

১০৮। উদ্দীপকের মাসুদ ও 'পড়ে পাওয়া' গল্পের উক্ত কিশোরের মধ্যে যা প্রত্যক্ষ করা যায়—

র. সহানুভূতিশীল রর. বুদ্ধিমান ররর. প্রতিনিধিত্বকারী ও বিজ্ঞ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০৯ ও ১১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মনি ও জনি মাঠে ফুটবল খেলার সময় একটি মানিব্যাগ পেল। ব্যাগে অনেক টাকা ছিল। তারা ব্যাগে কোনো ঠিকানা না পেয়ে মাঠের পাশে ব্যাগ পেয়েছে বলে ৫-৬টি সাইনবোর্ড লাগাল ও কাছের থানায় খবরটি জানাল এবং ব্যাগটি আমানত হিসেবে সাবধানে রাখল।

১০৯। মনি ও জনির ঘটনার সঙ্গে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কাদের ঘটনাটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক লেখক ও বাদলের টিনের বাক্স পাবার ঘটনাটি খ বিধুর কালবৈশাখী ঝড়ের আগাম খবর দেয়ার ঘটনাটি

গ বিধু, তিনু, মিঠু, বাদল সকলের গোপন মিটিং করার ঘটনাটি ঘ বিধুর দলের আম কুড়ানোর ঘটনাটি

১১০। 'পড়ে পাওয়া' গল্পের আলোকে মনি ও জনির আচরণ হতে শিক্ষণীয় বিষয় হলো—

র. সততা রর. দায়িত্বশীলতা ররর. কর্তব্যপরায়ণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১১ ও ১১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাজিব ও মামুন একটি যাত্রী ছাউনিতে বসে আছে বাসের জন্য। রাজিব হঠাৎ দেখল তার পেছন দিকে একটি কালো রঙের ব্রিফকেস পড়ে রয়েছে। সে মামুনকে সেটির ভেতর কী আছে দেখতে বলল। কিন্তু মামুন তাকে জানাল যে, এটি করা মোটেও ঠিক হবে না। এটি কোনো দরিদ্র অসহায় লোকেরও হতে পারে। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যেকোনোভাবে হোক ব্রিফকেসের প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করে ব্রিফকেসটি ফেরত দেবে।

১১১। উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন রচনাকে ইঙ্গিত করে?

ক পড়ে পাওয়া খ তৈলচিত্রের ভূত গ মংডুর পথে ঘ অতিথির স্মৃতি

১১২। উদ্দীপক ও উক্ত রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে—

র. সততা *রর.* শৃঙ্খলাবোধ *ররর.* নির্লোভ মানসিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

প্রশ্ন -০১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আরিফ ট্যাক্সিক্যাব চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একবার একজন আরোহীকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে সে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সহসা গাড়ির ভিতরে দৃষ্টি পড়তে সে দেখতে পেল একটি মানিব্যাগ পড়ে আছে সিটের ওপর। ব্যাগে অনেকগুলো ডলার। কিন্তু ব্যাগে কোনো ঠিকানা পাওয়া গেল না। সে সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করল। নিরুপায় হয়ে সে পত্রিকা অফিসে গিয়ে সম্পাদককে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে দেবার অনুরোধ জানায়।

(ক) 'পড়ে পাওয়া' কী ধরনের রচনা?

(খ) 'ওর মতো কত লোক আসবে'। বিধুর এ কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

(গ) উদ্দীপকের আরিফকে কোন যুক্তিতে বিধুদের সঙ্গে তুলনা করা যায়?—বুঝিয়ে লেখ।

(ঘ) কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও আরিফ চরিত্রটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল সুরকেই ধারণ করে আছে।— মূল্যায়ন কর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) 'পড়ে পাওয়া' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি বিখ্যাত কিশোর গল্প।

(খ) 'ওর মতো কত লোক আসবে'– 'পড়ে পাওয়া' গল্পে বিধু, লোভী চরিত্রের মানুষদের উদ্দেশে এ কথাটি বলেছে।
আম কুড়াতে গিয়ে একটি বাক্স কুড়িয়ে পেয়ে বিধু ও তার বন্ধুরা মিলে বাক্সটি প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে কাগজে খবরটি লিখে রাস্তার ধারে গাছে গাছে লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে নানা ধরনের অসৎ লোকেরা ভুয়া মালিক সেজে আসতে থাকে। প্রকৃত অর্থে লোভ সামলাতে না পেরে নিজেদের বাক্স না হওয়া সত্ত্বেও তারা বাক্স নিতে আসে। এসব লোভী অসৎ মানুষদের উদ্দেশে বিধু এ মন্তব্যটি করেছে।

(গ) সৎ ও দায়িত্বশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আরিফকে বিধু চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়।
'পড়ে পাওয়া' গল্পের বিধুরা বাক্সের প্রকৃত মালিকের কাছে বাক্সটা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে লিফলেট ছাপিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল। এতে তাদের নির্লোভ মনমানসিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।
উদ্দীপকের আরিফ ট্যাক্সিক্যাব চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একবার একজন আরোহীকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে সে বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় গাড়ির ভেতরে একটি মানিব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে এবং ব্যাগে অনেক ডলার দেখতে পায়। কিন্তু সে লোভের বশবর্তী না হয়ে মালিককে ব্যাগটি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ছাপানোর ব্যবস্থা করে।
কোথাও কোনো জিনিস কুড়িয়ে পেলে তা মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া মানব চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ। এই গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণটিরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের আরিফ এবং গল্পের বিধুদের মধ্যে। উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়– নৈতিকতা ও সৎ মানসিকতার দিক থেকে আরিফ ও বিধু চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) "কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও আরিফ চরিত্রটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল সুরকেই ধারণ করে আছে।" –মন্তব্যটি যথার্থ।
'পড়ে পাওয়া' গল্পের লেখক এ গল্পটিতে একদল কিশোরের নির্লোভ মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন।
গল্পে এক ঝড়ের রাতে বাদল ও গল্পকথক একটি টিনের বাক্স কুড়িয়ে পায়। বিধুর নেতৃত্বে একদল গ্রাম্য কিশোর লোভ-লালসার উর্ধ্বে উঠে সেই টিনের বাক্সের প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করতে তৎপর হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তারা টিনের বাক্সের প্রকৃত মালিক খুঁজেও পায় এবং তাকে টিনের বাক্সটি ফিরিয়ে দেয়। উদ্দীপকের আরিফও তার ট্যাক্সিক্যাবে কোনো এক আরোহীর ফেলে যাওয়া মানিব্যাগটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তা এ সততা ও নৈতিকতারই পরিচায়ক।
সততা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা এগুলো একজন সৎ লোকের গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এসব আদর্শে উজ্জীবিত মানুষ নৈতিক চেতনায় সবার উর্ধ্বে থাকেন। আর এ আদর্শেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের আরিফের মধ্যে।
'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল বিষয় সততা ও নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার প্রতিফলন উদ্দীপকের স্বল্প পরিসরে আরিফের মধ্যে উঠে আসায় প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন -০২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সন্ধ্যায় দেখা গেল, নিজেদের ছাগলের সাথে অতিরিক্ত একটি ছাগলও আথালে ঢুকছে। এশার নামাজ পার হয়ে গেল, কিন্তু কেউ খোঁজ নিতে এলো না। দাদু বললেন, না, না, চুপ করে থাকা ঠিক হবে না। এক কাজ কর, রফিক-শফিক বেরিয়ে পড়। প্রতিবেশী নাবিল আর তালিমকে সাথে নিয়ে দুজন দুদিকে যেও। মসজিদ থেকে চোঙ্গা নিয়ে গাঁয়ে ঘোষণা দিয়ে আস। কিছুক্ষণের মধ্যে দু ভাই দাদুর পরামর্শমতো বলতে লাগল, ভাইসব, একটি ছাগল পাওয়া গেছে। যাদের ছাগল তারা দয়া করে মতিন শিকদারের বাড়ি থেকে নিয়ে যান।

(ক) লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন ধরনের লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত?
(খ) 'দুজনই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম।' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
(গ) রফিক-শফিকের চোঙ্গা ফোঁকার ঘটনাটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) উদ্দীপকের দাদু যেন 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল চেতনারই প্রতিভূ– বিশ্লেষণ কর।

২নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতিপ্রেমী ও জীবনধর্মী লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত।

(খ) 'দুজনেই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম'– কথাটিতে কিশোরদের সৎ ও নির্লোভ মানসিকতার দিকটিকে বোঝানো হয়েছে।
'পড়ে পাওয়া' গল্পে এ দুজন হচ্ছে বাদল এবং গল্পকথক। আম কুড়াতে গিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া বাক্সটি হয়তো কোনো গরিব লোকের হবে, সে হয়তো বাক্সের চিন্তায় রাতে ঘুমোচ্ছে না, তার কষ্ট হবে এই চিন্তা করে কথক বাদলকে বাক্সের তালা ভাঙতে নিষেধ করে এবং বাক্সটি ফেরত দেয়ার কথা চিন্তা করে। গরিব মানুষের প্রতি তাদের এ ভালোবাসা ও সহানুভূতি ধর্মেরই অঙ্গ। তাই বলা হয়েছে, দুজনেই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম।

(গ) রফিক-শফিকের চোঙা ফোঁকার ঘটনাটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের বিধু, নিধু, বাদলদের গাছে কাগজের লিফলেট লাগানোর ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ।
সততা, নির্লোভ মানসিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি মানব চরিত্রের মহৎ গুণ। 'পড়ে পাওয়া' গল্পটির মধ্যে এই নীতিবোধগুলোর প্রকাশ লক্ষণীয়। লেখক এখানে গল্প বলার ছলে একদল কিশোরের নির্লোভ ও দায়িত্বশীল মানসিকতার চিত্র অঙ্কন করেছেন।
গল্পে বিধুরা নদীর ধারে রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন গাছে কাগজের লিফলেট লাগায়। কারণ তারা বাক্সের প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করে বাক্সটি ফেরত দিতে চায়। এর মধ্য দিয়ে তাদের উন্নত নৈতিকতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্দীপকে রফিক ও শফিকের বাড়িতে নিজেদের ছাগলের সঙ্গে অন্য একজনের ছাগল আথালে ঢুকে পড়ে। তাই তারা দাদুর পরামর্শমতো ছাগলের প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করার জন্য চোঙ্গা নিয়ে গাঁয়ে ঘোষণা দেয়–যার ছাগল সে যেন এসে মতিন শিকদারের বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। সুতরাং রফিক-শফিকের চোঙ্গা ফোঁকার ঘটনাটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের বাক্সটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য গাছে লিফলেট টানানোর ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ।

(ঘ) "উদ্দীপকের দাদু যেন 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল চেতনারই প্রতিভূ" মন্তব্যটি যথার্থ।
'পড়ে পাওয়া' গল্পে কিশোরদের ঐক্যচেতনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার পাশাপাশি তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিশোরদের এমন সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধে বয়োজ্যেষ্ঠরাও বিস্মিত, অভিভূত। গল্পকার কিশোরদের চরিত্রের দ্বারা আলোচ্য চেতনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তারা বাক্সের মালিককে খুঁজে বের করে তার হাতে বাক্সটি বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে।
উদ্দীপকের রফিক, শফিক দাদুর কথামতো মসজিদ থেকে চোঙ্গা নিয়ে ছাগল পাওয়ার ঘোষণার প্রচার করে। কারণ দাদু জানে ছাগলটি তাদের নয়, আর যে ব্যক্তির ছাগলটি হারিয়েছে সে হয়তো ছাগলের চিন্তায় রাতে ঘুমাতে পারবে না। তাই তিনি তাদেরকে ঘোষণা দিতে বলেন। অথচ ইচ্ছা করলে তিনি ছাগলটি নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু তার নির্লোভ মানসিকতা এবং কর্তব্যবোধ তাকে সততার ব্যাপারে অটল থাকতে সাহায্য করেছে, যা গল্পের মূল চেতনাকে ধারণ করেছে।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকের দাদু 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল চেতনার প্রতিভূ।

প্রশ্ন -০৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রিকশাওয়ালা জাভেদ রাস্তায় ব্যাগ ভর্তি টাকা পড়ে পেল। প্রথমে সে মনে করল এই টাকা দিয়ে সে ব্যবসা করে বড়লোক হবে। কিন্তু সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে ভাবল যার টাকা সে কতটা কষ্ট পাচ্ছে। একথা ভেবে সে সিদ্ধান্ত নিল যে, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রকৃত মালিককে টাকা ফিরিয়ে দিবে। এজন্য সে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিল।

(ক) 'পত্রপাঠ বিদায়' কথাটির অর্থ কী? ১
(খ) 'এখন জলে নামব না'–কথাটির প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের জাভেদের সিদ্ধান্ত 'পড়ে পাওয়া' গল্পের যে দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকে জাভেদের মনোভাব ও 'পড়ে পাওয়া' গল্পের বালকদের অনুভূতি একই সূত্রে গাঁথা।"– উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) 'পত্রপাঠ বিদায়' কথাটির অর্থ হচ্ছে তৎক্ষণাৎ বিদায়।

(খ) ঝড় শুরু হতে পারে সে কারণে বিধু বন্ধুদেরকে বলেছিল 'এখন পানিতে নামব না।'
কালবৈশাখীর ঝড় শুরু হলে আম কুড়ানোর আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। বিশেষ করে বাড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম যেমন সুস্বাদু, তেমনি মিষ্টি। বন্ধুদের মধ্যে বিধুর কথা সকলে মানে। তাই যদি ঝড় শুরু হয় তাহলে আম কুড়াতে হবে, শুধু শুধু আর নদীতে স্থান করে লাভ নেই। বিধুর বিজ্ঞতাসুলভ উক্তিটি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

(গ) 'পড়ে পাওয়া' গল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক কিশোরদের সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ। গল্পের এ দিকটির সাথে উদ্দীপকের জাভেদের সিদ্ধান্ত সাদৃশ্যপূর্ণ।
লোভ সহজাত হলেও উদ্দীপক ও গল্পে তা ক্ষণস্থায়ী হয়েছে দায়িত্বশীলতার কাছে। বয়সে ছোট হলেও গল্পের কিশোররা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে পড়ে পাওয়া অর্থ সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে। অনুরূপ দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছে রিকশাওয়ালা জাভেদ।
উদ্দীপকের রিকশাওয়ালা জাভেদ ব্যাগভর্তি টাকা পেয়ে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধের কাছে সব স্বপ্ন যেন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সে প্রকৃত মালিকের খোঁজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনুরূপ পরিকল্পনা দেখা যায় গল্পের কিশোরদের মধ্যে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জাভেদের সিদ্ধান্ত 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কিশোর চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) "উদ্দীপকের জাভেদের মনোভাব ও 'পড়ে পাওয়া' গল্পের বালকদের অনুভূতি একই সূত্রে গাঁথা।" উক্তিটি যেকোনো বিচারেই যথার্থ।
মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই উন্নত মানবিক বোধের পরিচয় দেয়। স্বার্থের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে হয়ে ওঠে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। এ ধরনের দৃষ্টান্তের দেখা পাওয়া যায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে।

উদ্দীপকের জাভেদ রিকশাওয়ালা। অবর্ণনীয় কষ্টে তার জীবিকা নির্বাহ হয়। এ অবস্থায় ব্যাগভর্তি টাকা তার চরম প্রার্থিত। যে টাকার লোভ সংবরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু উন্নত মানবিকতাবোধসম্পন্ন জাভেদ তার মনোভাব পাল্টে ফেলে। সে উন্নত কর্তব্যবোধের পরিচয় দেয়। তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে যে ব্যক্তির টাকা হারিয়েছে তার কষ্টের চিত্র। এ মনোভাবের যথাযথ মূল্য দিয়ে সে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয় প্রকৃত মালিককে টাকা ফিরিয়ে দিতে। অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় মেলে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের বালকদের অনুভূতিতে। বালকরা অর্থ সম্পদ পেয়ে তা ভোগের চিন্তা পরিহার করে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

উল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন -০৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রাস্তায় যাওয়ার পথে একটি লোককে চিৎকার করে কাঁদতে দেখে থমকে দাঁড়ায় মুহসীন। কী হয়েছে জানতে চাইলে লোকটি বলে একটি চোর তার মানিব্যাগ চুরি করেছে। মুহসীন চারদিকে তাকিয়ে চোরের গতিবিধি লক্ষ করে তার পিছু নিল। অনেক কষ্টে চোরটিকে ধরল, কিন্তু ততক্ষণে মানিব্যাগের মালিক অন্যত্র চলে গেল। মানিব্যাগ ভর্তি টাকা ছিল। মানিব্যাগে পাওয়া ঠিকানা অনুযায়ী টাকাসহ মানিব্যাগটি ফেরত দিয়ে আসল মুহসীন।

(ক) কোথায় ভূত আছে বলে সবাই জানে? ১

(খ) কালবৈশাখীর ঝড় মানেই আম কুড়ানো! উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকের ঘটনাটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'সততা ও নির্লোভ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই মুহসীন মানিব্যাগ ফেরত দিয়েছিল'— 'পড়ে পাওয়া' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) তেঁতুলগাছে ভূত আছে বলে সবাই জানে।

(খ) 'কালবৈশাখীর ঝড় মানেই আম কুড়ানো!'— উক্তিটি দ্বারা গ্রামবাংলার বৈশাখের চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
কালবৈশাখীর ঝড় এলেই গ্রামের দুরন্ত ছেলেরা আম কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কালবৈশাখী মানেই ধ্বংস আর দুর্যোগের ঘনঘটা। কিন্তু বিভীষিকাময় এ ঝড়ও ছেলেমেয়েদের দুরন্তপনার কাছে পরাজিত হয়। বৈশাখে আম পাকে। আর দুরন্ত গতির হাওয়ায় সেসব পাকা আম টপাটপ গাছ থেকে ঝরে পড়ে। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা শত দুর্যোগের মধ্যেও মনের আনন্দে সেসব আম কুড়ায়।

(গ) উদ্দীপকের ঘটনাটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কিশোরদের বাক্স পেয়ে সেটি প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেয়ার ঘটনাকে ইঙ্গিত করে।
গল্পে লেখক ও বাদল এক ঝড়ের রাতে একটি টিনের বাক্স পায়। এ বাক্সটি তারা নিজেরা আত্মসাৎ না করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায় এবং অবশেষে তারা সফল হয়। প্রকৃত মালিকের কাছে শেষ পর্যন্ত বাক্সটি ফিরিয়ে দেয় কিশোররা।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মুহসীন রাস্তায় কাঁদতে দেখা লোকটিকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য সে চোরের পেছনে ছোটে। অবশেষে কান্নারত লোকটির মানিব্যাগ সংগ্রহ করে তাতে প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও সে মানিব্যাগটি লোকটিকে ফেরত দিতে চায়। লোকটিকে না পেয়ে তার ঠিকানামতো মানিব্যাগটি পৌঁছে দেয়। পথেঘাটে বা অন্য কোথাও কারও কোনো জিনিস পেলে তা মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়াই প্রকৃত বিবেকবান মানুষের কাজ। এমনই একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'পড়ে পাওয়া' গল্পে ও উদ্দীপকে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এ ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের বাক্স ফেরত দেয়ার ঘটনাটিকেই ইঙ্গিত করে।

(ঘ) সততা ও নির্লোভ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই মুহসীন মানিব্যাগ ফেরত দিয়েছিল। মন্তব্যটি যথার্থ।
'পড়ে পাওয়া' গল্পে গল্পকথক ও তার বন্ধু একটি টিনের বাক্স পড়ে পায়। ইচ্ছা করলে তারা এটি নিজেরা নিতে পারত। কিন্তু সততায় উৎসাহিত হয়ে নির্লোভ মানসিকতা থেকে তারা দায়িত্বশীলতার সাথে প্রকৃত মালিককে বাক্সটি ফেরত দেয়।
বর্তমান সমাজে লোভ ও অসততা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে।
উদ্দীপকে রাস্তায় যাওয়ার পথে একজন লোকের মানিব্যাগ চুরি হলে সেটি উদ্ধারে মুহসীন চোরের পিছু নেয়। কিন্তু মানিব্যাগ উদ্ধার করে নিয়ে এসে সেই লোকটিকে আর পায় না। সে ইচ্ছা করলে এই মানিব্যাগ নিজেই হস্তগত করতে পারত। কিন্তু সততা ও নির্লোভ মানসিকতা থাকলে কেউ অন্যের জিনিস আত্মসাৎ করতে পারে না। সততা এবং নির্লোভ মানসিকতা মানুষকে সত্যিকারের মানুষে উন্নীত করতে পারে। এই মানসিকতার কারণেই মুহসীন মানিব্যাগে পাওয়া ঠিকানা অনুযায়ী ব্যাগের মালিককে ব্যাগটি ফেরত দিয়ে আসে। এই উন্নত নীতিবোধেরই প্রকাশ দেখা যায় উদ্দীপক এবং 'পড়ে পাওয়া' গল্পে।
সুতরাং বলা যায়, সততা ও নির্লোভ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই উদ্দীপকের মুহসীন ও 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কিশোররা প্রকৃত মালিককে জিনিসটি ফেরত দেয়।

প্রশ্ন -০৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মাঠে অনেক শিশু-কিশোর মিলে খেলা করছিল। হঠাৎ মিল্টন বলল তার বলটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের মধ্যে শফিক ছিল সবার বড়। তাই শফিক মিল্টনকে শান্ত হতে পরামর্শ দিল। এবং সবাইকে বলল, বলটি খুঁজে বের করার চেষ্টা কর। শফিকের নির্দেশমতো সবাই বল খোঁজা শুরু করল এবং বিজু বলটি খুঁজে পেয়ে মিল্টনকে দিয়ে দিল।

(ক) 'পড়ে পাওয়া' গল্পটি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে? ১

(খ) 'অল্পক্ষণ পরেই প্রমাণ হলো, ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ।' উক্তিটি কেন করা হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকের শফিকের সাথে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটেছে'— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) 'পড়ে পাওয়া' গল্পটি লেখকের 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

(খ) 'অল্পক্ষণ পরেই প্রমাণ হলো, ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ' 'পড়ে পাওয়া' গল্পে বিধু সম্পর্কে লেখক উক্তিটি করেছিলেন।

একদিন পশ্চিম আকাশে মেঘের ক্ষীণ গুড় গুড় আওয়াজ শুনে বিধু বুঝতে পারে এটি ঝড়ের পূর্বাভাস। তার সঙ্গীরা প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করেনি কিন্তু বিধু চাঁপাতলীর আম কুড়াতে একাই যেতে চাইলে সবাই ততক্ষণে তার সাথে একমত হয়। এর কিছুক্ষণ পরই প্রচন্ড বেগে ঝড় শুরু হয়। এ প্রসঙ্গেই গল্পকথক বলেন, 'অল্পক্ষণ পরেই প্রমাণ হলো ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ।'

(গ) সৎ মানসিকতা এবং দায়িত্বশীল নেতৃত্বের দিক থেকে উদ্দীপকের শফিকের সাথে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের বিধু চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

'পড়ে পাওয়া' গল্পে বিধুর নির্দেশেই অন্যরা আম কুড়াতে গিয়েছিল এবং কুড়িয়ে পাওয়া টিনের বাক্সটির মুখ খোলা থেকে বিরত করেছিল। পরে বিধুর নির্দেশেই বাক্সটি যথাযোগ্য মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয় এবং অনেকদিন অপেক্ষার পর বাক্সটি প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছিল। এখানে দেখা যাচ্ছে বিধুই গল্পের মূল নায়ক এবং দলনেতা হিসেবে গল্পের অন্য চরিত্রগুলো বিধুকে মান্য করছে। দলনেতার নির্দেশমতো কাজ করে তারা সুন্দর ও সুচারুভাবে একটি মহৎ কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, মিল্টনের বলটি হারিয়ে গেলে শফিক বিজ্ঞের মতো মিল্টনকে শান্ত হওয়ার পরামর্শ দেয়। সবাইকে বলটি খুঁজে বের করতে বলে। তার নির্দেশমতো বলটি খুঁজে বের করে মিল্টনকে ফেরত দেওয়া হয়। এখানে শফিক বিধুর মতো দলনেতা হয়ে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। তাই বলা যায় যে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উদ্দীপকের শফিক চরিত্রের সাথে বিধু চরিত্রের মিল রয়েছে।

(ঘ) উদ্দীপকে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটেছে– মন্তব্যটি যথার্থ।

'পড়ে পাওয়া' গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো কিশোরদের সুদৃঢ় নৈতিক অবস্থান। এ গল্পে কিশোরদের ঐক্যচেতনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি তাদের উন্নত মানবিক বোধেরও প্রকাশ ঘটেছে। এখানে কিশোরদের সততা, নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ ও তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া ঐক্যচেতনা ও নেতার নির্দেশ মান্য করাও এ গল্পের শিক্ষণীয় দিক।

উদ্দীপকে মিল্টনের বল হারিয়ে গেলে শফিক দলনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বলটি খোঁজার পরামর্শ দেয়। অন্য বালকরা তার নির্দেশমতো বল খুঁজে বের করে মিল্টনকে ফেরত দেয়। এতে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের বিবেচনাবোধ, ঐক্যচেতনা ও নেতার নির্দেশ মান্য করার বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে। যা উদ্দীপকের মূলসুরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, 'পড়ে পাওয়া' গল্পের শিক্ষণীয় বিষয় পরিপূর্ণভাবে উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

০১। নগেন কার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত?

ক মাসির　　খ পিসির　　গ মামার　　ঘ দাদার

০২। নগেনের সাথে পরাশর ডাক্তারের প্রথম দেখা হয় কখন?

ক ২ মাস আগে　　খ ৩ মাস আগে　　গ ৪ মাস আগে　　ঘ ৫ মাস আগে

০৩। নগেন প্রায়ই তার মামাকে যমের বাড়ি পাঠাত কেন?

ক পড়ার খরচ না দেয়ায়　　খ ভালো ব্যবহার না করায়　　গ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করায়　　ঘ অনাদর অবহেলা করায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আদনান সন্ধ্যাবেলা হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিল। একসময় মনে হলো তার পেছনে পেছনে কেউ হাঁটছে। সে পেছনে ফিরে তাকায় কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। ফলে সে ভয়ে কাঁপছিল। এমন সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে সে জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে। তার মা বাতি নিয়ে ছুটে এসে দেখেন আদনানের পায়ের জুতার তলে পেরেক গাঁথা একটা কাঠি। এতক্ষণে আদনান ভয়ের কারণ খুঁজে পায়।

০৪। উদ্দীপকের আদনান-এর সাথে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের সাদৃশ্যের কারণ—

ক তাদের বয়স কম　　খ তারা অন্ধকারকে ভয় করত　　গ তারা ভীষণ ভিতু ছিল　　ঘ তারা ভূত দেখেছিল

০৫। এরূপ সাদৃশ্যের মূলে কোনটি বিদ্যমান?

ক বাস্তবজ্ঞানের অভাব　　খ প্রকৃত শিক্ষা না পাওয়া　　গ মানসিক বিকাশ না হওয়া　　ঘ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা

০৬। তৈলচিত্রের ভূত গল্পে প্রকাশ পেয়েছে নগেনের—

র. অজ্ঞানতা　　*রর.* বিচারবুদ্ধিহীনতা　　*ররর.* কুসংস্কারাচ্ছন্নতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর*　　খ *র* ও *ররর*　　গ *রর* ও *ররর*　　ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শনিবারে গজার মাছ খেলে অমঙ্গল হয়। বাড়ি থেকে বের হবার সময় খালি কলস দেখলে যাত্রা শুভ হয় না।

০৭। উদ্দীপকটি 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কার চিন্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক পরেশ　　খ নগেন　　গ পরাশর ডাক্তার　　ঘ নগেনের মামা

০৮। উক্ত সাদৃশ্যের ভিত্তি—

র. বিচারবুদ্ধির অভাব　　*রর.* কুসংস্কারে বিশ্বাস　　*ররর.* বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর*　　খ *র* ও *ররর*　　গ *রর* ও *ররর*　　ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

০৭। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য কী?
ক ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি	খ আলোকিক ঘটনার সমাবেশ	গ শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করা	ঘ পাঠকদের নিছক আনন্দ দান

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
"ইলিয়াস মাঝে মাঝে রাতে ভয়ে জেগে ওঠে। তার মনে হয় ভূতে তাকে তাড়া করছে। সে কাউকে বলে না। দিন দিন আরো ভয় বাড়ছে এবং শরীর খারাপ হচ্ছে।

১০। "তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের আলোকে ইলিয়াসের ভয় পাওয়ার কারণ—
ক শিক্ষার অভাব	খ মানসিক বিপর্যয়	গ ভীতিকর মানসিকতা	ঘ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব

১১। উক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায়—
র. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন	*রর.* আধুনিক চেতনা ধারণ	*ররর.* কুসংস্কার মুক্ত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর*	খ *র* ও *ররর*	গ *রর* ও *ররর*	ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১২। তৈলচিত্র থেকে কি যেন তার ভিতর থেকে কাঁপিয়ে তুলেছিল?
ক বিদ্যুৎ	খ ভূত প্রেত	গ এসিড	ঘ অশরীরী আত্মা

১৩। পরাশর ডাক্তার রাত কয়টায় নগেনদের বাড়িতে আসেন?
ক ১০টায়	খ ১১টায়	গ ১২টায়	ঘ ১টায়

১৪। 'প্রাগৈতিহাসিক' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন জাতীয় রচনা?
ক উপন্যাস	খ নাটক	গ ছোটগল্প	ঘ কাব্য

১৫। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে লেখক নগেন চরিত্রের মধ্যে কীসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন?
ক ভূত বিশ্বাসের	খ কুসংস্কারের	গ কাল্পনিকতার	ঘ বিজ্ঞান বুদ্ধির

১৬। 'পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে'– পরাশর ডাক্তারের এ কথায় রয়েছে—
র. উপহাস	*রর.* তাচ্ছিল্য	*ররর.* প্রতিহিংসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর*	খ *র* ও *ররর*	গ *রর* ও *ররর*	ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

নিচের অংশটুকু পড় এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সন্ধ্যারাতে অন্ধকারে কলপাড়ে গিয়ে দড়ির ওপর পা পড়ায় চিৎকার দিয়ে ওঠে বানেছা। বড়ভাই দৌড়ে এসে পায়ের নিচ থেকে টেনে বের করা দড়ি দেখিয়ে বলে– সাপ কই, এ তো দড়ি।

১৭। উদ্দীপকের বানেছা 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?
ক নগেন	খ পরেশ	গ মামা	ঘ পরাশর ডাক্তার

১৮। উক্ত প্রতিনিধিত্বের কারণ—
র. অন্ধবিশ্বাস	*রর.* অন্তঃসারশূন্যতা	*ররর.* বিচারবুদ্ধিহীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর*	খ *র* ও *ররর*	গ *রর* ও *ররর*	ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১৯। নগেনের বর্ণিত কাহিনীকে পরাশর ডাক্তার চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য কাহিনী বলেছেন কেন?
ক বাস্তবতাবর্জিত	খ কল্পকাহিনী বলে	গ ভৌতিক বলে	ঘ অলৌকিক বলে

২০। নিচের কোনটি পরাশর ডাক্তারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
ক সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ	খ বুদ্ধিমান ও আধুনিক	গ জ্ঞানী ও সৎ	ঘ নম্র ও বিনয়ী

২১। পরাশর ডাক্তার পড়ে গেলেন কেন?
ক বিদ্যুতের ধাক্কায়	খ পা হড়কে	গ ভূতের ধাক্কায়	ঘ দুর্বলতার কারণে

২২। 'মরলে তো মানুষ সব জানতে পারে'–এটি কার উক্তি?
ক ডাক্তারের	খ দরবেশের	গ আত্মার	ঘ নগেনের

২৩। রাত বারোটায় পরাশর ডাক্তার নগেনকে কোথায় অপেক্ষা করতে বললেন?
ক বাইরের ঘরে	খ বাড়ির সামনে	গ লাইব্রেরিতে	ঘ নিজ কক্ষে

২৪। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পটিতে কোন মাসের উল্লেখ আছে?
ক বৈশাখ	খ জ্যৈষ্ঠ	গ ফাল্গুন	ঘ চৈত্র

২৫। 'ভর্ৎসনা' অর্থ কী?
ক কান্না	খ তিরস্কার	গ হাসি	ঘ উৎসাহ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আজ সানির জেএসসি পরীক্ষা। মা তাকে সকালে কলা ও ডিম খেতে দিল না।

২৬। মায়ের ধারণাটি 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কার চিন্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক পরেশ	খ পরাশর ডাক্তার	গ নগেন	ঘ মামা

২৭। উক্ত সাদৃশ্যের ভিত্তি——

র. কুসংস্কারে বিশ্বাস   রর. বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব   ররর. বিচারবুদ্ধির অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর   খ র ও ররর   গ রর ও ররর   ঘ র, রর ও ররর

২৮। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন?

ক ১৯৪৩   খ ১৯৫৬   গ ১৯৬০   ঘ ১৯৬৫

২৯। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটির লেখক কে?

ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   খ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়   গ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়   ঘ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৩০। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

ক ১৯০৭   খ ১৯০৮   গ ১৯০৯   ঘ ১৯১০

৩১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক চব্বিশ পরগনায়   খ সাঁওতাল পরগনার দুমকায়   গ রাজশাহীর চারঘাটে   ঘ সিলেটের শ্রীমঙ্গলে

৩২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর উপযোগী গল্পের সংখ্যা কতটি?

ক ২৩   খ ২৫   গ ২৬   ঘ ২৭

৩৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস কোনটি?

ক শাহবাজপুর   খ জয়দেবপুর   গ বিক্রমপুর   ঘ শ্রীপুর

৩৪। 'পদ্মানদীর মাঝি'– কী ধরনের রচনা?

ক উপন্যাস   খ ভ্রমণকাহিনী   গ রম্যরচনা   ঘ নাটক

৩৫। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের রচয়িতা কে?

ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়   খ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়   গ আবু জাফর শামসুদ্দিন   ঘ শওকত ওসমান

৩৬। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' কোন ধরনের রচনা?

ক কাব্যগ্রন্থ   খ ছোটগল্প   গ নাটক   ঘ প্রবন্ধ

৩৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাঝির ছেলে' কোন ধরনের রচনা?

ক কিশোর-উপন্যাস   খ কিশোর-উপযোগী ছোটগল্প   গ ভ্রমণকাহিনী   ঘ রম্যরচনা

৩৮। কে চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল?

ক নগেন   খ পরাশর ডাক্তার   গ দাদামশায়   ঘ দিদিমা

৩৯। কে মুখ না তুলেই নগেনকে বসতে বললেন?

ক দাদামশায়   খ নিরঞ্জন   গ পরাশর ডাক্তার   ঘ দিদিমা

৪০। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে কার চাউনি একটু উদ্‌ভ্রান্ত ছিল?

ক দিদিমার   খ নগেনের   গ পরাশর ডাক্তারের   ঘ নগেনের মামার

৪১। নগেন কোথায় থেকে কলেজে পড়ে?

ক মামাবাড়ি   খ দাদাবাড়ি   গ মাসির বাড়ি   ঘ পরাশর ডাক্তারের বাড়ি

৪২। নগেনের মামা কেমন ছিলেন?

ক কৃপণ   খ উদার   গ উগ্র মেজাজি   ঘ ভদ্র ও নম্র

৪৩। কার জন্য শ্রদ্ধা-ভক্তিতে নগেনের মন ভরে গেল?

ক মামার জন্য   খ পরাশর ডাক্তারের জন্য   গ দিদিমার জন্য   ঘ পরেশের জন্য

৪৪। নগেন মরিয়া হয়ে কখন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল?

ক রাত একটায়   খ রাত দুইটায়   গ রাত তিনটায়   ঘ রাত সাড়ে তিনটায়

৪৫। লাইব্রেরিটি কোন আমলের ছিল?

ক নগেনের বাবার আমলের   খ নগেনের বড় ভাইয়ের আমলের   গ নগেনের দাদামশায়ের আমলের   ঘ নগেনের মামাদের আমলের

৪৬। লাইব্রেরির আলমারির ভেতরগুলোতে কী ছিল?

ক মামার প্রয়োজনীয় বই   খ অদরকারি বাজে বই   গ জরুরি বইপত্র   ঘ দাদামশায়ের বিভিন্ন ফাইল

৪৭। লাইব্রেরির দেয়ালে কয়টি বড় বড় তৈলচিত্র ছিল?

ক ২ খ ৩   গ ৪   ঘ ৫

৪৮। লাইব্রেরির দেয়ালে টানানো ক্যালেন্ডারে ইংরেজি কোন মাসের তারিখ লেখা কাগজের ফলক ঝুলছিল?

ক জানুয়ারির   খ মার্চের   গ ডিসেম্বরের   ঘ সেপ্টেম্বরের

৪৯। অন্ধকারে নগেন কার তৈলচিত্রের সামনে এগিয়ে গেল?

ক দাদামশায়ের   খ মামার   গ দিদিমার   ঘ মায়ের

৫০। কখন নগেনের জ্ঞান ফিরল?

ক ভোর রাতে   খ সকালে   গ শেষ রাতে   ঘ দুপুরে

৫১। নগেনের মামার তৈলচিত্রটি কীসের ফ্রেমে বাঁধানো ছিল?

ক কাঠের　খ রুপার　গ সোনার　ঘ তামার

৫২। নগেনকে কে একটা আস্ত গর্দভ বলল?

ক মামা　খ দাদামশায়　গ পরাশর ডাক্তার　ঘ দিদিমা

৫৩। নগেনের মামার ছবির সঙ্গে কয়টি ইলেকট্রিক বাল্ব লাগান হয়েছিল?

ক ১　খ ২　গ ৩　ঘ ৪

৫৪। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছিল কে?

ক নগেন　খ পরেশ　গ সুজিত　ঘ সুরঞ্জিত

৫৫। বিদ্যুৎ কোন তার দিয়ে বেশি চলাচল করে থাকে?

ক তামার তার　খ প্লাস্টিকের তার　গ পিতলের তার　ঘ রাবারের তার

৫৬। নগেনের মামা কত বছরের মধ্যে লাইব্রেরির পেছনে একটি পয়সাও খরচ করেনি?

ক ২৫　খ ২৭　গ ৩০　ঘ ৩২

৫৭। পরলোকগত মামার জন্য নগেনের মনে শ্রদ্ধা-ভক্তি বৃদ্ধি পেল কেন?

ক মামা নিজের ছেলের মতো তাকে ভালোবাসত জেনে　খ মামা নিজের সব সম্পদ তাকে দিয়েছে জেনে

গ মামা তার জন্য জমি দিয়েছিল জেনে　ঘ মামা তার লেখাপড়া চালানোর সুযোগ দিয়েছে জেনে

৫৮। নগেন রাত তিনটায় মরিয়া হয়ে বিছানা ছাড়ল কেন?

ক মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে মনকে শান্ত করার জন্য　খ ভূতের ভয় পেয়ে বাড়ির সবাইকে ডাকার জন্য

গ মামার তৈলচিত্রে মালা পরানোর জন্য　ঘ পরাশর ডাক্তারের কাছে সব ঘটনা জানানোর জন্য

৫৯। নগেন রাত্রিবেলায় লাইব্রেরিতে ঢোকার সময় আলো বন্ধ রাখল কেন?

ক চোর বুঝে ফেলবে এ ভয়ে　খ কারো ঘুম ভেঙে যাওয়ার ভয়ে　গ মামি বুঝে ফেলবে এ ভয়ে　ঘ বাড়ির সকলে রাগ করবে এ ভয়ে

৬০। নগেন লাইব্রেরিতে ঢুকে ডাক্তারের একটা হাত শক্ত করে ধরে কাঁপছিল কেন?

ক মামার তৈলচিত্রের ভূতের ভয়ে　খ দাদামশায়ের তৈলচিত্রের উজ্জ্বলতার ভয়ে

গ পরাশর ডাক্তারের ভয়ে　ঘ মামির বকুনির ভয়ে

৬১। তৈলচিত্রের ফ্রেমে হাত স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে পরাশর ডাক্তারের শরীরটা ঝন ঝন করে উঠল কেন?

ক ভূতের ধাক্কার কারণে　খ ফ্রেমের ধাক্কার কারণে　গ ভূতের ভয়ের কারণে　ঘ বৈদ্যুতিক শকের কারণে

৬২। নগেনের তৈলচিত্রটিকে প্রেতাত্মা মনে করার কারণ কী?

ক প্রাচীন ধ্যানধারণা　খ আধুনিক ধ্যানধারণা　গ জ্ঞানের অপ্রতুলতা　ঘ জ্ঞানের গভীরতা

৬৩। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে কে বৈদ্যুতিক শককে ভূত ভেবেছে?

ক নগেন　খ পরেশ　গ মামি　ঘ পরাশর ডাক্তার

৬৪। রুপার ফ্রেমের নিচে কাঠ দেয়ার কারণ কী?

ক বিদ্যুৎ যাতে দেয়ালে যেতে না পারে　খ তৈলচিত্র লাগাতে প্রয়োজন হয় বলে

গ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য　ঘ সুরক্ষার জন্য

৬৫। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে সংস্কারক হিসেবে লেখক কোন চরিত্রটিকে উপস্থাপন করেছেন?

ক নগেন　খ পরাশর ডাক্তার　গ পরেশ　ঘ নগেনের মামা

৬৬। রাসেল ফুটবল খেলে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে দূরে জোনাকি পোকা জ্বলতে দেখে ভূতের ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। রাসেলের সঙ্গে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কার মিল রয়েছে?

ক নগেনের　খ পরেশের　গ পরাশর ডাক্তারের　ঘ মামার

৬৭। রাজু তার চাচাকে সামনাসামনি খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার মধ্যে চাচার প্রতি অনেক ঘৃণা লুক্কায়িত ছিল। রাজুর আচরণের সাথে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক মামির প্রতি আচরণ　খ পরেশের প্রতি আচরণ　গ পরাশর ডাক্তারের প্রতি আচরণ　ঘ মামার প্রতি আচরণ

৬৮। মাহমুদ সাহেব কৃপণ ব্যক্তি হলেও মৃত্যুর পূর্বে তার মৃত বোনের ছেলেকে নিজের ছেলেদের মতো অর্থসম্পদ দিয়ে যায়। মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কার চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক পরাশর ডাক্তারের　খ নগেনের মামার　গ নগেনের দিদিমার　ঘ নগেনের দাদামশায়ের

৬৯। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনকে কী অনুশোচনায় পোড়ায়?

ক বুদ্ধি　খ আত্মগ্লানি　গ বিবেক　ঘ সাহস

৭০। সমস্ত সকালটা নগেন কীভাবে কাটাল?

ক লাইব্রেরিতে বই পড়ে　খ ডাক্তারের চেম্বারে বসে থেকে　গ স্কুলের বারান্দায় বসে থেকে　ঘ মড়ার মতো বিছানায় পড়ে থেকে

৭১। নগেন মামার তৈলচিত্রের ছবিটা কত বার ছুঁয়েছে?

ক দুইবার　খ তিনবার　গ চারবার　ঘ বহুবার

৭২। মাঝরাতে অন্ধকার লাইব্রেরিতে পরাশর ডাক্তার কেমন বোধ করলেন?

ক আনন্দ খ অস্বস্তি গ ভয় ঘ অহংকার

৭৩। ‘অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী’– প্রবাদটির বৈশিষ্ট্য ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের কার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে?

ক পরেশ খ পরাশর ডাক্তার গ নগেন ঘ মামা

৭৪। পরাশর ডাক্তার নগেনের দু’হাতের আঙুল ধরে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য কী?

ক রোগ নিরাময় খ রোগ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা গ অভিজ্ঞতা ঘ সাহসিকতা প্রদর্শন

৭৫। চেয়ারগুলো ‘পেনশন’ পেয়েছে। এই পেনশন বলে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

ক অবসর খ পুরাতন অবস্থা গ নতুন অবস্থা ঘ স্বাভাবিক অবস্থা

৭৬। লাইব্রেরির পেছনে কেন পয়সা খরচ করা হয়নি?

ক পড়ার প্রতি অনীহার কারণে খ লাইব্রেরির প্রতি ঘৃণার কারণে গ কৃপণতার কারণে ঘ ভালোবাসার কারণে

৭৭। কোনটি নগেনকে বারবার ছবির কাছে টেনে নিয়েছে?

ক কৌতূহল খ শ্রদ্ধা গ ভালোবাসা ঘ অনুশোচনা

৭৮। কোন জিনিসটির ফলে পরাশর ডাক্তারও একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিল?

ক কুসংস্কার খ অনুশোচনা গ অবচেতন মনের সংস্কার ঘ ভয়

৭৯। রাসেলদের গ্রামে ভূতের ভয়ে এক মহিলা অজ্ঞান হলে ঐ গ্রামের স্কুলের শিক্ষক আসাদ তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে ভূতের ভয় দূর করলেন। আসাদের সঙ্গে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের কোন চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক পরাশর ডাক্তার খ নগেন গ পরেশ ঘ মামি

৮০। ‘চোরকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে চুরি করেছে কিনা’—এখানে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?

ক অতি মাত্রায় বিব্রতকর অবস্থা খ ভয়ঙ্কর অবস্থা গ হাস্যকর অবস্থা ঘ লজ্জাজনক অবস্থা

৮১। নগেন বাড়ি ছেড়ে যেতে চাইল কেন?

ক চাকরির কারণে খ ভয়ের কারণে গ ব্যবসার কারণে ঘ ডাক্তারের পরামর্শে

৮২। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পে ‘কস্মিনকাল’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক এক সময়ে খ শেষকালে গ কঠিন সময়ে ঘ কোনো কালে

৮৩। ‘উইল’ শব্দের অর্থ কী?

ক ব্যবসায়িক পত্র খ শুভেচ্ছাপত্র গ মানপত্র ঘ শেষ ইচ্ছাপত্র

৮৪। ‘মটকা’ শব্দের অর্থ কী?

ক পশমের মোটা কাপড় খ রেশমের মোটা কাপড় গ জর্জেটের মোটা কাপড় ঘ সুতির মোটা কাপড়

৮৫। ‘অশরীরী’ শব্দের অর্থ কী?

ক শরীরহীন খ মৃদুকার গ ভৌতিক ঘ সংকোচহীন

৮৬। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?

ক সবুজপত্র খ যুগান্তর গ ইত্তেফাক ঘ মৌচাক

৮৭। কত সালে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পটি মৌচাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

ক ১৯৩৫ খ ১৯৪১ গ ১৯৪২ ঘ ১৯৪৫

৮৮। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পটি পাঠের শিক্ষণীয় বিষয় কী?

ক ভিত্তিহীন কুসংস্কারকে বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধিতে দূর করা খ ভয়মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা
গ ভৌতিক কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠন করা ঘ আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করা

৮৯। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের মূল বিষয় কী?

ক কুসংস্কার থেকে মানুষকে সচেতন করা খ সাহসিকতা প্রদর্শন করা
গ ভালোবাসার স্বরূপ তুলে ধরা ঘ শ্রদ্ধার স্বরূপ তুলে ধরা

৯০। কোনোকিছু দেখে অস্বাভাবিক মনে হলে বা অবাস্তব মনে হলে করণীয় কী?

ক কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা প্রয়োগ করা খ বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা
গ আধুনিক মানসিকতা প্রয়োগ করা ঘ অন্যের মতামতকে সাদরে গ্রহণ করা

৯১। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিসের জয় দেখিয়েছেন?

ক বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধির জয় খ কুসংস্কারের জয় গ অশরীরী শক্তির জয় ঘ অশিক্ষার জয়

৯২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস—

র. দিবারাত্রির কাব্য *রর.* পদ্মানদীর মাঝি *ররর.* প্রাগৈতিহাসিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৯৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ছোটগল্প—

র. দিবারাত্রির কাব্য *রর.* সমুদ্রের স্বাদ *ররর.* টিকটিকি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৯৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন লেখক ছিলেন যিনি—

র. মানুষের মন বিশ্লেষণের কথা ভাবতেন রর. শ্রমিক-কৃষকের কল্যাণের কথা ভাবতেন
ররর. সাম্প্রদায়িক বিভেদ নিরসনের চেষ্টা করতেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৯৫। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কিশোরগল্প হলো—

র. ভয় দেখানোর গল্প রর. সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা ররর. তিনটি সাহসী ভীরুর গল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৯৬। তৈলচিত্রজাত ঘটনাটি অবিশ্বাস্য হিসেবে গণ্য করা যায়, কারণ—

র. ঘটনাটিতে চমৎকারিত্ব রয়েছে রর. ঘটনাটি অলৌকিকতা আশ্রিত ররর. ঘটনাটিতে বাস্তবতার ঘাটতি আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৯৭। 'মামার তৈলচিত্রে অশরীরী আত্মা প্রবেশ করেছে'– নগেনের এমন ধারণার কারণ—

র. কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন রর. বিদ্যুৎ সম্পর্কে অজ্ঞতা ররর. মামার প্রতি ভক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৯৮। নগেনের মামার লাইব্রেরিতে তৈলচিত্রগুলো ছিল—

র. নগেনের মামার রর. নগেনের দাদামশায়ের ররর. নগেনের দিদিমার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

৯৯। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্প পড়ে শিক্ষার্থীরা—

র. অলৌকিক ভয় থেকে মুক্ত হবে রর. কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হবে
ররর. বিজ্ঞান চেতনায় আলোকিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০০। পরাশর ডাক্তার নগেনকে দেখে গুরুতর কিছু হয়েছে বলে মনে করলেন যে কারণে—

র. নগেনের শুকনো চামড়া দেখে রর. নগেনের হাসিবিহীন মুখ দেখে ররর. নগেনের খাপছাড়া কথা বলার ভঙ্গি দেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০১। মামার শ্রাদ্ধের দিন রাতে বিছানায় শুয়ে নগেন ছটফট করতে লাগল—

র. সারাজীবন দেবতার মতো মামাকে ঠকিয়েছে বলে রর. সারাজীবন মামার সঙ্গে মিথ্যা ভালোবাসার অভিনয় করেছে বলে
ররর. সারাজীবন মামার সম্পদ লুট করেছে বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০২। নগেনের হৃৎকম্প হতে লাগল যে কারণে—

র. লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ভেবেরর. মামার বাড়িতে যাওয়ার কথা ভেবে
ররর. মামির কথা ভেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০৩। পরাশর ডাক্তার নগেনকে গর্দভ বলে গালি দিল—

র. তার নির্বুদ্ধিতার কারণে রর. ইলেকট্রিক বাল্বের খবর ডাক্তারকে না বলার কারণে
ররর. ইলেকট্রিক শক বুঝতে না পারার কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০৪। নগেনকে শেষ অবধি মামা টাকা উইল করে দেওয়ার কারণ—

র. কর্তব্যবোধ রর. পরোপকার
ররর. ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০৫। যে কারণে নগেন বারবার ছবির কাছে যায়—

র. শ্রদ্ধা রর. অনুশোচনা ররর. কৌতূহল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০৬। নগেনের মামার লাইব্রেরিতে ছিল—

র. বই রর. তৈলচিত্র ররর. ফুলদানি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০৭। 'খাপছাড়া' বলতে বোঝায়—

র. বেমানান, উদ্ভট রর. ব্যাকুল, বিচলিত ররর. অসংলগ্ন, এলোমেলো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০৮। 'উদ্‌ভ্রান্ত' বলতে বোঝায়—

র. বিহ্বল রর. দিশেহারা ররর. হতজ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

১০৯। 'ইতস্তত' বলতে বোঝায়—

র. দ্বিধা রর. সংকোচ ররর. গড়িমসি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১০ ও ১১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাজন ফুটবল খেলে রাতে বাড়ি ফেরার পথে চাঁদের আলোতে বাঁশঝাড়ের পাতা চিকচিক করতে দেখে ভূত মনে করে বাড়িতে এসে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার শিক্ষক মানিক চৌধুরী তাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানোর চেষ্টা করে। তার ব্যাখ্যায় রাজন ব্যাপারটি বুঝতে পারে।

১১০। শিক্ষক মানিক চৌধুরী চরিত্রটি 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?

ক পরেশ খ পরাশর ডাক্তার গ মামি ঘ মামা

১১১। প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্রটিতে উপস্থিত—

র. বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধি রর. কুসংস্কারমুক্ত মানসিকতা ররর. জ্ঞানের অন্তঃসারশূন্যতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১২ ও ১১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাকিবের বড় ভাই উচ্চ শিক্ষিত হয়ে সরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তিনি রাকিবকে কড়া শাসন করেন। বড় ভাই হিসেবে রাকিব তাকে সম্মান করলেও মনে মনে তার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে। বহুদিন পর বাবার কাছ থেকে রাকিব জানতে পারে তার পড়াশোনা, ভরণ-পোষণের সব খরচ তার বড় ভাইয়ের কাছ থেকে আসে।

১১২। বড় ভাইয়ের প্রতি রাকিবের আচরণে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?

ক বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধি খ কুসংস্কার গ কৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তি ঘ আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ

১১৩। রাকিবের বড় ভাইয়ের চরিত্রে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের মামার যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে—

র. দায়িত্ববোধ রর. উদারতা ররর. বিশ্বস্ততা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর

প্রশ্ন -১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রফিক সাহেব শীতের ছুটিতে ভাগ্নি সাহানাকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে যান। রাতের আকাশ দেখার জন্য তারা খোলা মাঠে যান। অদূরেই দেখতে পান মাঠের মধ্যে হঠাৎ এক প্রকার আলো জ্বলে উঠে তা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ওটা কিসের আলো তা জানতে চাইলে সাহানার মামা বলেন, ভূতের! সাহানা ভয় পেয়ে তার মামাকে জড়িয়ে ধরে। মামা তখন তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, খোলা মাঠের মাটিতে এক প্রকার গ্যাস থাকে, যা বাতাসের সংস্পর্শে এলে জ্বলে ওঠে। সাহানা বিষয়টা বুঝতে পেরে স্বাভাবিক হয়।

(ক) 'তৈলচিত্রের ভূত' কোন জাতীয় রচনা?

(খ) নগেনের মনে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ জেগেছিল কেন?

(গ) উদ্দীপকের সাহানা আর 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের বিশেষ মিল কোথায়? —ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "রফিক সাহেব আর 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাক্তার উভয়কে আধুনিক মানসিকতার অধিকারী বলা যায়"— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) 'তৈলচিত্রের ভূত' রচনাটি কিশোর উপযোগী ছোটগল্প।

(খ) মামাকে সারাজীবন মিথ্যে ভক্তি ও ভালোবাসার ভান করে ঠকানোর জন্য নগেনের মনে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ জেগেছিল।
মামার বাড়িতে থেকে নগেন পড়ালেখা করত। মামা নগেনকে খুব বেশি আদর করতেন না। তবে মৃত্যুর পূর্বে নিজের ছেলেদের সমান সম্পত্তি নগেনকেও দিয়ে যায় তার মামা। নগেন মামার এ উদারতা কখনো কল্পনা করতে পারেনি। এ কারণে মামার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধায় তার মন ভরে ওঠে। নিজের আচরণের কথা ভেবে নগেন অনুতপ্ত হয়।

(গ) ভূত-বিশ্বাসের দিক দিয়ে উদ্দীপকের সাহানা আর 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের বিশেষ মিল রয়েছে।
'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে পরলোকগত মামার প্রতি অনুশোচনা থেকে জেগে ওঠা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করার জন্য মামার তৈলচিত্রের ফ্রেমে হাত রেখে প্রচণ্ড ঝাড়া খেয়ে নগেন ভয় পায়। তার কাছে মনে হয় তার মামার আত্মা তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নগেন বৈদ্যুতিক শকের বিষয়টিকে ভূত মনে করেছিল।
উদ্দীপকে শীতের ছুটিতে মামা তার ভাগ্নি সাহানাকে গ্রামে বেড়াতে নিয়ে যায়। সেখানে তারা রাতের আকাশ দেখতে খোলা মাঠে যায়। তখন তারা মাঠে হঠাৎ এক প্রকার আলো জ্বলে উঠে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে। কীসের আলো? সাহানার এমন প্রশ্নের উত্তরে মামা তাকে ভয় দেখানোর জন্য বললেন, এটা ভূতের আলো। এতে সাহানা প্রচণ্ড ভয় পায়। তাই বলা যায়, অযথা ভূতের ভয়ে ভীত হওয়ার দিক দিয়ে সাহানা ও নগেনের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

(ঘ) বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধি দিয়ে কুসংস্কারকে জয় করার মানসিকতার দিক থেকে রফিক সাহেব এবং 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাক্তারকে আধুনিক মানসিকতার অধিকারী বলা যায়।
'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে লেখক পরাশর ডাক্তারের বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন নগেনের ভূতে বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভিত্তিহীনতাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মা ভূতে পরিণত হয়- এরূপ বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত থাকায় নগেন বৈদ্যুতিক শককে ভূতের কাজ বলে সহজে বিশ্বাস করেছে। অন্যদিকে, পরাশর ডাক্তার সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করে বলে তার কাছে বৈদ্যুতিক শকের বিষয়টি সহজেই ধরা পড়েছে।
উদ্দীপকে রফিক সাহেব তার ভাগ্নি সাহানাকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে যান। খোলা মাঠে হঠাৎ এক প্রকার আলো জ্বলে উঠতে দেখে কৌতূহলবশত সাহানা জানতে চায় ওটি কীসের আলো। তার মামা ভূতের আলো বলে মজা করলে সাহানা ভয় পায়। পরে মামা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিয়ে বলেন, মিথেন নামক এক প্রকার গ্যাসের সঙ্গে বাতাসের সংস্পর্শে এরকম আলো জ্বলে বলে তার মামা সাহানাকে জানায়। এতে সাহানা স্বাভাবিক হয়।
উদ্দীপকে রফিক সাহেবের মাঝে বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধি আছে বলেই খোলা মাঠের আলো জ্বলার কারণ তিনি জানতে পেরেছেন। আর গল্পে পরাশর ডাক্তার ছবির ফ্রেমে শক খাওয়ার কারণ নগেনকে বোঝাতে পেরেছেন। তাই তাদেরকে আধুনিক মানসিকতার অধিকারী বলা যায়।

প্রশ্ন -০২ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বৈশাখ মাসের খাঁ খাঁ দুপুরে গ্রামের বড় তেঁতুল গাছের নিচে পাতা কুড়াতে যায় আসমানি। প্রচণ্ড রোদের তাপে হঠাৎ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ঐ পথে বাড়ি ফেরা হাটুরে আমজাদ মিয়ার মাধ্যমে পুরো গ্রামে এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীর সাথে সাথে আসমানির বাবাও ভাবে তেঁতুল গাছের নিচে যাওয়ায় ভূতে আসমানির এই অবস্থা করেছে। তাই মেয়ের সুস্থতার জন্য কবিরাজ ডেকে আনেন আসমানীর বাবা।

(ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম কত সালে? ১

(খ) মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করার কথা নগেনের মনে হলো কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের আসমানি ও 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের মূল বিষয় উপস্থাপনে উদ্দীপকটি সহায়ক হয়েছে কী? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও।৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে নগেন মামাকে সারাজীবন মিথ্যে শ্রদ্ধা-ভক্তির ভান করে ঠকিয়েছে বলে লজ্জায় অনুতপ্ত হয়ে মনকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য নগেন তৈলচিত্রে প্রণাম করার কথা ভেবেছে।
নগেনের কৃপণ মামার আচরণ তার ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করতে পারেনি। নগেন বাইরে থেকে মামার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখালেও অন্তরের টান অনুভব করত না। কিন্তু তার এই কৃপণ মামা মৃত্যুর পূর্বে তার পুত্রদের সমান টাকা নগেনের নামে উইল করে গেছেন। মামার এমন উদারতার কারণে তার মধ্যে অনুশোচনা জাগ্রত হলো। আত্মগ্লানি ও অনুশোচনা কমানোর জন্য তাই নগেন মামার তৈলচিত্রকে প্রণাম করার কথা ভাবে।

(গ) কুসংস্কারে বিশ্বাসের দিক থেকে উদ্দীপকের আসমানী 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের সাদৃশ্য বিদ্যমান।
'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেন মামার মানবিকতা এবং ভালোবাসার দিকটি উপলব্ধি করে ছবিতে প্রণাম করতে গেলে ছবির স্পর্শে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা অনুভব করে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং অজ্ঞানতার কারণে সে একে মামার ভূত বলে বিশ্বাস করে নেয় কারণ এছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা তার ভেতরে কাজ করে না।
একইভাবে উদ্দীপকের আসমানি প্রচন্ড রোদে তেঁতুল গাছের নিচে পাতা কুড়াতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আমাদের সমাজে তেঁতুল গাছে ভূত থাকে এমন একটি কুসংস্কার প্রচলিত আছে। ফলে আসমানি গাছের নিচে অজ্ঞান হয়ে গেলে গ্রামবাসীরা একে ভূতের কাজ বলে অভিহিত করে। মূলত বহুদিন ধরে চলে আসা লোকজ বিশ্বাস এবং রোদের প্রচন্ডতায় আসমানি জ্ঞান হারানো দুটি মিলেই ভূতের আছর হওয়ার ধারণা পাকাপোক্ত হয়। যা ভিন্ন ঘটনা ও পটভূমিতে

গল্পের নগেনেরই প্রতিচ্ছবি। তাই বলা যায় যে কুসংস্কারে বিশ্বাস এবং যৌক্তিক দিক বিবেচনা না করার দিক থেকে উদ্দীপকের আসমানি ও গল্পের নগেনের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

(ঘ) "তৈলচিত্রের ভূত" গল্পের মূল বিষয় উপস্থাপনে উদ্দীপকটি সহায়ক বলে আমি মনে করি।
'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেন লেখাপড়া জানা হলেও অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে সরে দাঁড়াতে পারে না। মামার ছবিকে স্পর্শ করে জোরে ধাক্কা খেলে এর কোনো যৌক্তিক উত্তর তার মাথায় আসে না। যার ফলশ্রুতিতে মামার ভূত রেগে গিয়ে তাকে আঘাত করেছে মতামতটি তার মস্তিষ্কে স্থান করে নেয়। তারপরও শেষ চেষ্টা হিসেবে সে পরাশর ডাক্তারের সহযোগিতা নেয় এবং মামার ভূতের একটি যুক্তিযুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য উত্তর খুঁজে পায়।
অন্যদিকে উদ্দীপকের আসমানি প্রচণ্ড রোদে তেঁতুল গাছের নিচে পাতা কুড়াতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। হাটুরে আমজাদ মিয়ার মাধ্যমে গ্রামবাসী ধারণা করে তেঁতুল গাছের ভূতই আসমানির এই অবস্থার জন্য দায়ী। আসমানির বাবাও তা বিশ্বাস করেন এবং আসমানির অবস্থা উন্নত করার জন্য কবিরাজকে ডেকে আনেন। মূলত ভূতের কারণে নয় বরং প্রচন্ড রোদের তাপে শারীরিক অবস্থার অবণতি ঘটায় আসমানি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যা আসমানীর বাবা কবিরাজ ডাকার মাধ্যমে জানা যায়। গল্পের নগেনও ভূত আছে এই বিশ্বাস নিয়েই পরাশর ডাক্তারের কাছে সাহায্য চাইতে যায় যা তাকে আসমানির ঘটনার সাথে একই সূত্রে সম্পর্কযুক্ত করে তোলে।
উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের মূল বিষয় উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন -০৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পিয়ারী কিছুতেই শ্রীকান্তকে শ্মশানে যেতে দেবে না। তার দৃঢ়বিশ্বাস, শ্মশানে ভূত-প্রেতের বাস। শনিবারের অমাবস্যায় শ্মশানে গেলে প্রাণ নিয়ে আর ফিরে আসা যাবে না। কিন্তু শ্রীকান্তের ভীষণ জেদ। পিয়ারীর শত অনুনয় উপেক্ষা করে বন্দুক হাতে সে ভূতের সন্ধানে শ্মশানের দিকে রওনা হয়।

(ক) 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১
(খ) নগেন তার মামার প্রতি মিথ্যে ভক্তি দেখাত কেন? ২
(গ) উদ্দীপকের পিয়ারী চরিত্রটি কোন দিক থেকে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের শ্রীকান্ত এবং পঠিত গল্পের পরাশর ডাক্তার একই চেতনার মানুষ– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) 'তৈলচিত্রের ভূত' সর্বপ্রথম 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

(খ) নিজের থাকা খাওয়ার অর্থ যথাযথভাবে পাওয়ার জন্য নগেন তার মামার প্রতি মিথ্যে ভক্তি দেখাত।
নগেন মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে। ছোটবেলা থেকেই সে মামার বাড়িতে থেকে মানুষ হয়েছে। কিন্তু তার মামা টাকা-পয়সা খরচ করতে চাইত না। এ কারণে নগেনের চলাফেরার খুব সমস্যা হতো। ফলে নগেনও তার মামার প্রতি কৃত্রিম ভালোবাসার ভাব বজায় রাখলেও মনে মনে সে তার মামাকে ভালোবাসত না।

(গ) উদ্দীপকের পিয়ারী চরিত্রটি অন্ধবিশ্বাসের দিক থেকে নগেনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেন মৃত মামার ছবিতে প্রণাম করার জন্য হাত দিলে প্রচন্ড ধাক্কা অনুভব করে। এই ধাক্কা অনুভূত হওয়ার কোনো সদুত্তর নগেনের জানা নেই। আমরা যে বিষয়ে পরিষ্কার জবাব দিতে অক্ষম হই তাকে ভূতের উপর চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত। তাই ধাক্কা খাওয়ার কার্যকারণ পেতে অক্ষম হলে নগেন অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে একে মামার ভূত নামে অভিহিত করে।
উদ্দীপকের পিয়ারী চরিত্রটি শ্রীকান্তকে শ্মশানে যেতে দিতে রাজি নয়, কারণ সে বিশ্বাস করে সেখানে মৃত মানুষের আত্মা ভূত হয়ে বিচরণ করে। শনিবার অমাবস্যায় শ্মশানে গেলে ভূতপ্রেত অবশ্যই ক্ষতি করবে এবং বেঁচে ফিরে আসার কোনো আশাই নেই। পিয়ারী ভূতপ্রেতের সাথে শনিবার এবং অমাবস্যায় এদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে মানুষের প্রাণ হরণ করতে পারে এমন বিশ্বাস ধারণ করে। এই বিশ্বাসের মাধ্যমে পিয়ারী অন্ধবিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে যা আমরা গল্পের নগেনের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। তাই বলা যায় উদ্দীপকের পিয়ারী এবং গল্পের নগেনের চরিত্রের মাঝে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

(ঘ) "উদ্দীপকের শ্রীকান্ত এবং পরাশর ডাক্তার একই চেতনার মানুষ"— মন্তব্যটি যথাযথ।
'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাক্তার ভূতে বিশ্বাস না করে ঠান্ডা মাথায় নগেনের ঘটনাটি নিয়ে ভেবেছেন। তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ঘাটন করেন যে বৈদ্যুতিক সংযোগের কারণেই রুপার ফ্রেম তথা ছবিটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছে এবং এর কারণেই নগেন ধাক্কা অনুভব করেছে। বিজ্ঞানের সূত্র ধরে বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রয়োগ করে তিনি পুরো বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হন।
উদ্দীপকের শ্রীকান্ত পিয়ারীর কথায় কান দেয় না। শত অনুনয় উপেক্ষা করে ভূতের সন্ধানে শ্মশানের দিকে রওনা হয়। প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করতে না পেরে মানুষ তাকে অশরীরী আত্মার কাজ বা ভূতের উপস্থিতি বলে মনে করে। অথচ ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে সাধারণ অথচ যুক্তিযুক্ত কোনো কারণ অবশ্যই থাকে। যা শ্রীকান্ত বিশ্বাস করে। ফলে সে জানে ভূত বলে কিছু নেই। এই কারণেই পিয়ারীর নিষেধ করা সত্ত্বেও শনিবার অমাবস্যার রাত ইত্যাদি নিয়ামকের প্রতি মনোযোগ দিতে আগ্রহী নয়। যা আমরা গল্পের পরাশর ডাক্তারের চরিত্রে দেখতে পাই।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের শ্রীকান্ত এবং গল্পের পরাশর ডাক্তারের চেতনা সমতালে প্রবাহিত হয় বলে প্রতীয়মান।

প্রশ্ন -০৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সৃজনের মা মারা যাওয়ার পর থেকে সৃজন তার মামাবাড়ি থাকে। তার মামা অনেক বড়লোক অথচ কৃপণ। সৃজনকে আদর যত্ন করলেও টাকা পয়সা দিত না। সৃজন তার মামাকে মনে মনে গালি দিলেও উপরে উপরে শ্রদ্ধা দেখাত। মামা যেন তার কাছে যমের মতো। কিন্তু সেই মামাই মৃত্যুর সময় সৃজনের নামে এক বিঘা সম্পত্তি উইল করে রেখে যান।

(ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাঝির ছেলে' কী ধরনের রচনা? ১
(খ) নগেন তার মামাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধাভক্তি করেনি কেন? ২
(গ) উদ্দীপকের সাথে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কোন ঘটনার সাদৃশ্য আছে— ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের শিক্ষণীয় দিকটির প্রতিনিধিত্ব করে"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাঝির ছেলে' কিশোর উপন্যাস।

(খ) নগেনের প্রতি মামার আচার-আচরণ এবং অত্যন্ত কৃপণতার জন্যই নগেন তার মামাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করেনি।
নগেন তার মামার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করেছে এবং মানুষ হয়েছে। তার মামার সম্পদের অভাব ছিল না। তবু তিনি ছিলেন কৃপণ। তাছাড়া সারাক্ষণ তিনি নগেনকে বকাঝকার মধ্যেই রাখতেন। তাই সে সর্বদা মামার মৃত্যু কামনা করত এবং মন থেকে তার মামাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করত না।

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের মামার নগেনের নামে সম্পত্তি উইল করে দেওয়ার মতো দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসার বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে।
'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে নগেনের মামা ছিলেন অত্যন্ত কৃপণ। কখনো নগেনকে এক পয়সা দিতে চাইতেন না এবং বকাঝকা করতেন। তাই নগেন তার মামাকে তেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি করত না। সর্বদাই মামার মৃত্যু কামনা করত। কিন্তু তার মামা তাকে ঠিকই ভালোবাসত। তাই মৃত্যুর পূর্বে তার নামে সম্পত্তি উইল করে যান।
উদ্দীপকে সৃজনও মামার বাড়িতে থাকে। তার মামাও অত্যন্ত কৃপণ। কখনো তাকে সামান্য অর্থ দিতে চায় না। তাই সেও তার মামাকে মনে মনে গালি দিত কিন্তু উপরে শ্রদ্ধা দেখাত। তবে মৃত্যুর সময় তার মামা ঠিকই তাকে এক বিঘা জমি উইল করে যান। এ ঘটনাটিই গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপকে সৃজনের মামার ভাগ্নের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে, যা 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের শিক্ষণীয় দিকের প্রতিনিধিত্ব করে।
'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে নগেনের মামার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। নগেনের মামা অত্যন্ত কৃপণ। তাই নগেন কখনই তার মামার ভালো চায়নি। উপরে উপরে শ্রদ্ধা করলেও নগেন তার মামার মৃত্যু কামনা করত। কিন্তু তার মামা ঠিকই তাকে ভালোবাসত। তাইতো মৃত্যুর পূর্বে তার নামে সম্পত্তি উইল করে দিয়ে দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন।
উদ্দীপকেও সৃজনের মামার গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। সৃজন মামার বাড়িতে থাকে। কিন্তু তার মামা অত্যন্ত কৃপণ। তাই সে সর্বদা মামাকে মনে মনে গালি দিত। কিন্তু তার মামা তার প্রতি যথেষ্টই দায়িত্বশীল ছিলেন। যে কারণে মৃত্যুর সময় তার নামে সম্পত্তি উইল করে দিয়েছেন।
উল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, উদ্দীপকটি গল্পের শিক্ষণীয় দিকের প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রশ্ন -০৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
কৃষক গনি মিয়ার বড় ছেলে ফটিক ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে কবিরাজের কাছ থেকে পানি পড়া এনে খাওয়ায় এবং তাবিজ দরজায় ঝুলিয়ে রাখে। বাড়ির সবাইকে সাবধান করে বলে খোঁড়া কোনো প্রাণী দেখলে যেন তাড়িয়ে দেয়। তার ধারণা ডেঙ্গুজ্বর খোঁড়া প্রাণীর রূপ ধরে বাড়িতে আসে। কিন্তু গনি মিয়ার অষ্টম শ্রেণিতে পড়া ছোট ছেলে রবিন বাবার ধারণা ভুল প্রমাণ করতে তার বিজ্ঞান বইয়ের ডেঙ্গুজ্বরের বাহক এডিস মশার উদাহরণ দেয়।

(ক) নগেনের মামার গায়ে কীসের পাঞ্জাবি ছিল? ১
(খ) নগেন মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করতে গেল কেন? ২
(গ) উদ্দীপকের গনি মিয়ার ধারণাটি 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের যে দিকটি ফুটিয়ে তুলেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) তুমি কি মনে কর রবিন পরাশর ডাক্তারের যথার্থ প্রতিনিধি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) নগেনের মামার গায়ে ছিল মটকার পাঞ্জাবি।

(খ) নগেন আত্মগ্লানি কমানোর জন্য মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করতে গেল।
নগেন তার মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ত। তার মামা ছিল বড্ড কৃপণ। এ জন্য মামাকে বাইরে থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখালেও ভিতরে প্রায়ই নগেন যমের বাড়ি পাঠাত। কিন্তু মামার মৃত্যুর পর যখন দেখল মামা তার জন্যও মোটা অঙ্কের টাকা উইল করে গেছেন তখন মামার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে মন ভরে গেল। এমন মানুষকে সে ভক্তি ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে বলে অনুতপ্ত হতে লাগল। এই আত্মগ্লানি কমানোর জন্য মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করতে গেল নগেন।

(গ) উদ্দীপকের গনি মিয়ার ধারণাটি 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের ভূতে বিশ্বাস নিয়ে যে কুসংস্কার সে দিকটি ফুটিয়ে তুলেছে।
কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে মানুষ নানা অশরীরী শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষকে যদি বিজ্ঞানচেতনা দিয়ে ঘটনা-বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে ঐসব বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে।
উদ্দীপকের কৃষক গনি মিয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন একজন মানুষ। ছেলে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে কবিরাজের কাছ থেকে পানিপড়া এনে খাওয়ায় এবং দরজায় তাবিজ ঝুলিয়ে রাখে। তার ধারণা ডেঙ্গুজ্বর খোঁড়া প্রাণীর রূপ ধরে বাড়িতে আসে। এই বিষয়টি 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের ভূতে বিশ্বাস নিয়ে কুসংস্কারের দিকটি ফুটিয়ে তুলেছে। নগেন আত্মগ্লানি কমাতে রাতে তার মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করতে যায় এবং ছবির ফ্রেমের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটায় সেটি ছুঁলে তার বৈদ্যুতিক শক লাগে। কিন্তু নগেন ভাবে এটা মামার আত্মার ভূত। তার এই ভূতে বিশ্বাসের কুসংস্কারকে ফুটিয়ে তুলেছে উদ্দীপকের গনি মিয়ার ধারণাটি।

(ঘ) "উদ্দীপকের রবিন 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাক্তারের যথার্থ প্রতিনিধি"– এই মন্তব্যের সাথে আমি একমত।
আমাদের সমাজ তথা সমাজের মানুষ নানারকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ভিত্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসে তারা ডুবে আছে এবং এই বিশ্বাস নিয়েই তারা থাকতে পছন্দ করে। যারা এই বিষয়ে সচেতন তাদের উচিত বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে সেই সব কুসংস্কারের ভিত্তিহীনতাকে তাদের সামনে স্পষ্ট করে তোলা।
'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাক্তার একজন বিজ্ঞানমনস্ক সচেতন মানুষ। তিনি ভূতের কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না। তাইতো নগেন যখন এসে তার মামার তৈলচিত্রের ভূতের কথা শোনায় তিনি সেটা বিশ্বাস না করে ঘটনাস্থলে নিজে গিয়ে নগেনের ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করেন। এই পরাশর ডাক্তারের যথার্থ প্রতিনিধি উদ্দীপকের রবিন। রবিন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা গনি মিয়ার ডেঙ্গুজ্বর সম্পর্কে ভিত্তিহীন ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। গনি মিয়ার ধারণা

ডেঙ্গুজ্বর খোঁড়া প্রাণীর রূপ ধরে বাড়িতে আসে। তাই সে দরজায় তাবিজ ঝুলিয়ে রাখে। রবিন ডেঙ্গুজ্বরের সঠিক কারণটি বিজ্ঞান বই থেকে তার বাবাকে পড়ে শোনায়।
উল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, রবিন পরাশর ডাক্তারের যথার্থ প্রতিনিধি।